বিক্ষোভের মধ্যে স্নাতক সমাপনী অনুষ্ঠান বাতিল কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে
সারে-জমিন

ভোট মিটতে না মিটতেই অশান্তি মুর্শিদাবাদে
রূপসী বাংলা

মোদি কি এবার হেরে যেতে পারেন
সম্পাদকীয়

রাসূলুল্লাহ সা.-এর জীবনের সেরা কিছু আদর্শ
দাওয়াত

এক সপ্তাহেই বুঝলেন রাজনীতি কঠিন, সরে দাঁড়ালেন পানেসার
খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
৯ মে, ২০২৪
২৬ বৈশাখ ১৪৩১
২৯ শাওয়াল, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 125 ■ Daily APONZONE ■ 9 May 2024 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

রাজভবনের সিসিটিভি ফুটেজ সামনে আনবেন রাজ্যপাল

আপনজন ডেস্ক: রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বুধবার তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা যৌন হেনস্থার অভিযোগের তদন্তে পুলিশের প্রচেষ্টাকে “অবৈধ ও অসাংবিধানিক” বলে অভিহিত করেছেন এবং বৃহস্পতিবার সকালে ১০০ জন “সাধারণ নাগরিককে” রাজভবনের সিসিটিভি ফুটেজ দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।
সিভি আনন্দ বোসের জারি করা এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রথম ১০০ জন আবেদনকারী, যাদের রাজ্যপালের দেওয়া নম্বরে ইমেল পাঠাতে বা ফোন করতে হবে, তারাই এই সুযোগ পাবেন। ‘সাচ কে সামনে’ (সত্যের মুখোমুখি) শিরোনামের বিবৃতিতে রাজভবনের কর্মীদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, পুলিশের বিভ্রান্তিকর ও বানোয়াট অভিযোগের প্রেক্ষাপটে রাজ্যপাল এই কর্মসূচি শুরু করেছেন। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মাননীয় রাজ্যপাল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সিসিটিভি ফুটেজগুলি পশ্চিমবঙ্গের যে কোনও নাগরিক দেখতে পাবেন রাজনীতিবিদ মমতা ব্যানার্জি এবং তার পুলিশ ব্যতীত। সিসিটিভি ফুটেজ পুরোপুরি দেখতে চাইলে ইমেল পাঠাতে পারেন: adcrajbhavankolkata@gmail.com এবং governor-wb@nic.in অথবা রাজভবন পিবিএক্সে 033-22001641 নম্বরে কল করতে পারেন।

উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম অভীক
প্রথম দশে চার মুসলিম

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

অভীক দাস
(যুগ্মভাবে দ্বিতীয়)

সৌম্যদীপ সাহা
(দ্বিতীয়)

আফরিন মণ্ডল
(ষষ্ঠ)

বিতান আহমেদ
(নবম)

আপনজন: বুধবার বেলা ১টায় উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য ২০২৪ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছেন। সংসদের তরফে জানানো হয়েছে, এবার ৬৯ তম দিনের মাথায় উচ্চমাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ করা হল। এবার পাশের হার ৯০ শতাংশে ঠেকেছে। গতবার পাশের হার ছিল ৮৯.২৫ শতাংশ। উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম হয়েছেন আলিপুরদুয়ার আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়ামস হাইস্কুলের অভীক দাস, তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৬। ৯৯ শতাংশ নম্বর নিয়ে প্রথম স্থানাধিকারী। দ্বিতীয় নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের সৌম্যদীপ সাহা (৪৯৫)। তৃতীয় হয়েছেন অভিষেক গুপ্ত (৪৯৪)।
মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছেন চন্দননগরের স্নেহা ঘোষ, তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৩। মেয়েদের মধ্যে যুগ্মভাবে প্রথম কোচবিহারের প্রতীচী রায় তালুকদার, তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৩। উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম দশে রয়েছেন ৫৮ জন।
মেধাতালিকায় হুগলি থেকে ১৩ জন, বাঁকুড়া থেকে ৯ জন ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা থেকে ৭ জন।
প্রথম দশের মেধা তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন চার মুসলিম। তারা হলেন, আফরিন মণ্ডল, পূর্ব বর্ধমানের মেমারি ভি.এম ইনস্টিটিউশন (ইউনিট-১) মহম্মদ শাহিদ, হুগলির আরামবাগ হাই স্কুল, বিতান আহমেদ, দক্ষিণ ২৪ পরগণার সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষামন্দির ও তৌফিক মামুদ, হুগলির রহিমপুর নবগ্রাম হাই স্কুল। এদের মধ্যে মহম্মদ শাহিদ ও তৌফিক মামুদ আল আমীন মিশনের আবাসিক পড়ুয়া।
এবারে উচ্চ মাধ্যমিকে ৭ লক্ষ ৫৫ হাজারের বেশি পরীক্ষার্থী ছিল। এবার পাশের হার অনেক বেশি হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরে পাসের হার সর্বোচ্চ। দ্বিতীয় দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তৃতীয় পশ্চিম মেদিনীপুর। পাসের হারে পঞ্চম কলকাতা।
ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১২ শতাংশ বেড়েছে। যদিও এ বছর উচ্চ মাধ্যমিকে পাশের হারে এগিয়ে ছেলেরা। ছেলেদের পাশের হার ৯২.৩২ শতাংশ। মেয়েদের পাশের হার ৮৮.১৮ শতাংশ।
এ বছর উচ্চ মাধ্যমিকে ১,৮৭,৯২৪ জন সংখ্যালঘু পরীক্ষার্থী ছিলেন। পাশের হার ৮৬.৯০। মোট পরীক্ষার্থী ছিলেন ৭,৬৪,৪৪৮ জন। ৬০টি বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। যার মধ্যে ১৫টি ভাষার পরীক্ষা।
ডব্লিউবি এইচএসসি বিজ্ঞান শাখায় ০৫,৮১০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এই গ্রুপে পাসের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি ছিল ৯৭.১৯%।
বিশেষত, ৪০.৯২% শিক্ষার্থী ৬০% বা তার বেশি স্কোর করেছে। একটি ছোট অংশ, ২২.৩৮%, ৭০% বা তার বেশি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। এমনকি আরও কম, ৮.৪৭%, ৮০% চিহ্ন অতিক্রম করেছে। সর্বোচ্চ অর্জনকারীরা, মাত্র ১.২৩% শিক্ষার্থীর প্রতিনিধিত্ব করে, ৯০% বা তার বেশি স্কোর করেছে।
বুধবার মার্কশিট এবং শংসাপত্র হাতে পাবেন না পরীক্ষার্থীরা। সংসদের ৫৫টি বিতরণ কেন্দ্রে আগামী ১০ মে সকাল ১০টা থেকে মার্কশিট এবং শংসাপত্র স্কুলগুলির হাতে তুলে দেওয়া হবে। ওই দিন স্কুলগুলি পরীক্ষার্থীদের সেই মার্কশিট এবং শংসাপত্র বিতরণ করবে। মার্কশিটে নম্বরের পাশাপাশি পার্সেন্টাইলও থাকবে।
উচ্চমাধ্যমিকে কৃতীদের নিয়ে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেছেন, তোমরা খুব কৃতী হও,ভাল মানুষ হও, বাংলা ও বাঙালির মুখ উজ্জ্বল করো, এই কামনা রইল।
অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, আগামী দিনে তোমরা আরও সফল হবে, দেশের নাম, রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করবে– এই প্রার্থনা করি। আর আজ যারা কোনও কারণে সফল হতে পারোনি, তাদের বলব ভেঙে না পড়ে মন দিয়ে চেষ্টা করো। আগামীতে তোমরাও সফল হবে। আমার অগ্রিম শুভেচ্ছা রইল।

ভোট কেনার জন্য মানুষকে টাকা দিচ্ছে বিজেপি: মমতা

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার অভিযোগ করেছেন যে বিজেপি ভোট কেনার জন্য মানুষকে টাকা দিচ্ছে। আরামবাগে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মিতালি বাগের সমর্থনে এক নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, গেরুয়া শিবির ভোট কেনার জন্য ৫ হাজার, ১০ হাজার ও ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত টাকা দিচ্ছে।
তিনি বলেন, “বিজেপি নেতারা এখন সিপিএমের প্রাক্তন ‘হারামাদ’ (সমাজবিরোধী)। যদি সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে না চান, তাহলে বিজেপিকে ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকুন।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এই নির্বাচন দিল্লিতে ক্ষমতার সমীকরণ বদলে দিতে। দিল্লির ক্ষমতার সমীকরণ বদলাতে হবে এবং পরিবর্তন আনতে হবে।
তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন, বাংলার মানুষকে বদনাম করার অভ্যাস রয়েছে বিজেপির।
তিনি বলেন, দেখুন কীভাবে তারা মিথ্যা ধর্ষণের অভিযোগ করার জন্য টাকা দিয়ে সন্দেশখালির মহিলাদের অসম্মান করেছে।
পশ্চিমবঙ্গে ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরিও ছিনিয়ে নিয়েছে বিজেপি বলেও অভিযোগ করেন মমতা।
কিন্তু সত্যের জয় হয়েছে। গতকাল সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর আমার মনে হয়েছে, আপাতত চাকরি বাঁচানোরর স্বস্তি মিলেছে। উল্লেখ্য সুপ্রিম কোর্ট কলকাতা হাইকোর্টের প্রায় ২৬,০০০ চাকরি বাতিলের রায়ে স্থগিতাদেশ দিয়েছে মঙ্গলবার।
মমতা অভিযোগ করেছেন, পশ্চিমবঙ্গে স্কুল শিক্ষকদের চাকরি কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিল তারা। অথচ দলের তরফে এখন বলা হচ্ছে, যারা চাকরি হারিয়েছেন, তাদের সাহায্য করা হবে। নির্বাচনের কারণে প্রধানমন্ত্রী বলছেন, যারা চাকরি হারিয়েছেন তাদের সঙ্গে তিনি আছেন। এখন তারা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।
বিজেপিকে আক্রমণ করে মমতা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সবসময় মিথ্যা কথা বলেন।
এদিনও কেন্দ্রের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন মমতা।
সিএএ ও এনআরসি ব্যবহার করে মানুষকে তাড়াবে বিজেপি। মোদী ফের ক্ষমতায় এলে সংখ্যালঘু, আদিবাসী ও ওবিসিরা অস্তিত্ব সঙ্কটে পড়বে।
তৃণমূল কংগ্রেস নেতা বলেন, “মোদী বলেছেন যে ১০০ দিনের কাজের জন্য যে টাকা ছিল তা আমাদের দল চুরি করেছে। বরং ১০০ দিনের কাজে ২৪ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে রাজ্য সরকারের। এবার মোদী জিতলে সব হারিয়ে যাবে। আগামীতেও কোনো নির্বাচন হবে না।

প্রধানমন্ত্রীকে ‘মিথ্যার কারখানা’ বললেন তেজস্বী যাদব

আপনজন ডেস্ক: আরজেডি নেতা তেজস্বী প্রসাদ যাদব বুধবার ঝাড়খণ্ডের পালামৌতে একটি জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একটি পুরনো ভাষণ তুলে ধরে বলেছেন, “প্রধানমন্ত্রী ঝুট কা ফ্যাক্টরি হ্যায়”।
ইন্ডিয়া জোট সমর্থিত আরজেডি প্রার্থী মমতা ভুঁইয়ার সমর্থনে ছত্তরপুর ও ভৌনাথপুরে একের পর এক জনসভায় তেজস্বী বলেন, আপনারা কি মোদির ভাষণ শুনেছেন? আপনি কি আপনার অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা পেয়েছেন? কালো টাকা কি দেশে ফিরেছে? গত ১০ বছরে প্রধানমন্ত্রী একটি প্রতিশ্রুতিও পূরণ করেননি। তেজস্বী বলেন, তারা আসল ইস্যু থেকে দূরে সরে যায়। মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, অভিবাসন ও দারিদ্র্য নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কোনো কথা নেই, যা গত ১০ বছরে বেড়েছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী মিথ্যাচারের কারখানা। আসলে মিথ্যা নির্মাতা ও পাইকারি বিক্রেতা।
প্রথম লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির দু’বারের সাংসদ তথা রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল ভি ডি রামের বিরুদ্ধে লড়ছেন ভুঁইয়া। রাঁচির এক আরজেডি নেতার মতে, মোদির বক্তব্য ২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রচারের সময়, যেখানে তিনি মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে নিশানা করেছিলেন এবং বিদেশে গচ্ছিত কালো টাকা দেশে ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।
তিনি বলেন, আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করি। ১৭ মাস বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন আমি ৫ লক্ষ যুবক-যুবতীর চাকরি সুনিশ্চিত করেছি এবং বিহারে আরও ৩ লক্ষ যুবককে চাকরি দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছি। কেন্দ্রে ক্ষমতায় এলে যুবকদের এক কোটি চাকরি দেব।
তিনি ইন্ডিয়া জোট দ্বারা অনুমোদিত কংগ্রেসের ইশতেহারের উল্লেখ করে বলেন, যেখানে দরিদ্র মহিলাদের বার্ষিক ১ লক্ষ টাকা প্রদান এবং এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ৫০০ টাকা করার কথা বলা হয়েছে। তেজস্বী অভিযোগ করেন, মোদী ঝাড়খণ্ডের প্রতি সৎ মায়ের মতো আচরণ করছেন এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে গ্রেফতার করতে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে চাপিয়ে দিচ্ছেন। রাজনৈতিক বিরোধীদের বিরুদ্ধে মামলা করা হচ্ছে। হেমন্ত সোরেন ও অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে জেলে পাঠিয়েছে ইডি ও সিবিআই। আমার বিরুদ্ধে অনেক মামলা দেওয়া হয়েছে। আমি বিজেপিকে ভয় পাই না। লালুজি যখন ভয় পেতেন না, তখন জেলকে ভয় পাই কী করে? আমাদের ঈশ্বর কারাগারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সমাবেশে বিকাশশীল ইনসান পার্টির প্রধান মুকেশ সাহানিও বক্তব্য রাখেন। পালামৌতে ভোট ১৩ মে।

উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম দশে আল আমীন মিশনের দুই পড়ুয়া, প্রথম কুড়িতে ২১ জন

এম মেহেদী সানি ● খলতপুর

উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম দশে স্থান পাওয়া মোহাম্মদ সাহিদ (সপ্তম) ও তৌফিক মামুদ (দশম)-এর সঙ্গে আল আমীন মিশনের সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম ও মিশনের সুপারভাইজার মারুফ আজম।

আপনজন: রাজ্যের শিক্ষা মানচিত্রে সংখ্যালঘু আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলির মধ্যে শীর্ষে থাকা আল-আমীন মিশনের শিক্ষার্থীরা অন্যান্য বারের মতো এবারও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় নজর কাড়া সাফল্য পেয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক সংসদ যে প্রথম দশ জনের মেধা তালিকা প্রকাশ করেছে তার মধ্যে আল-আমীন মিশনের ২ শিক্ষার্থী মোহাম্মদ সাহিদ সপ্তম ও তৌফিক মামুদ দশম স্থান পেয়েছে, প্রথম ২০ জনের মেধা তালিকার মধ্যে রয়েছে মোট ২১ জন। জানা গিয়েছে এবছর আল-আমীন মিশন থেকে বিজ্ঞান ও কলা বিভাগে ২১২৬ জন শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল, তাদের মধ্যে ৯৫ শতাংশ এবং তার বেশি নম্বর পেয়েছে ২৬ জন শিক্ষার্থী, ৯০ শতাংশ এবং তার বেশি নম্বর পেয়েছে ৩৫১ জন শিক্ষার্থী, ৮৫ শতাংশ এবং তার বেশি নম্বর পেয়েছে ৯৭০ জন শিক্ষার্থী, ৮০ শতাংশ এবং তার বেশি নম্বর পেয়েছে ১৫৪০ জন শিক্ষার্থী, ৭০ শতাংশ এবং তার বেশি নম্বর পেয়েছে ২০৫২ জন শিক্ষার্থী। এবছরের ফলাফল অতীতের সমস্ত রেকর্ডকে ভেঙে দিয়েছে।
ছাত্র-ছাত্রীদের ফলাফলে সন্তোষ প্রকাশ করে আল-আমীন মিশনের কর্ণধার ‘আপনজন’কে জানিয়েছেন, ‘আল আমীন মিশনে পড়াশনা করে এ বছর উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যের মধ্যে সপ্তম স্থান অধিকার করেছে মোহাম্মদ সাহিদ এবং দশম স্থান অধিকার করেছে তৌফিক মামুদ।’ এই সাফল্য নিয়ে আল-আমীন মিশনের সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম বলেন, ‘রাজ্যের বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মেধাবী ও গরিব ছাত্র-ছাত্রীরা। মূলত সেই সব মেধাবীদের একসূত্রে বেঁধে বিজ্ঞানসম্মত ও আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়ায় ব্রত আল আমীন মিশন। সেই লক্ষ্যকে সফল করে তুলেছে উচ্চ মাধ্যমিকের কৃতীরা। তবে, ছাত্রছাত্রীদের একনিষ্ঠ পড়াশুনাও কৃতিত্বের ভাগিদার বলে তিনি জানান। প্রত্যন্ত এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মূলত গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের এক মিলন ক্ষেত্রে পরিণত করার যে প্রয়াস আল আমীন মিশন চালিয়ে আসছে নুরুল ইসলামের নেতৃত্বে, তার সাফল্য ঈর্ষা করার মতো। এবছর আল-আমীনে প্রথম স্থান অধিকারী রাজ্যের মধ্যে সপ্তম স্থানে থাকা আল-আমীন মিশন নয়াবাজ শাখার ছাত্র আরামবাগের মোহাম্মদ সাহিদের প্রাপ্ত নম্বর ৪৯০। বিষয় ভিত্তিক নাম্বার বাংলায় -৯৭, ইংরেজিতে ৯৬, পদার্থবিদ্যায় ৯৪, রসায়নবিদ্যায় ৯৯, অঙ্কে ৯৯, জীববিদ্যায় ৯৯। জানা গিয়েছে সাহিদের দিদিও আল-আমীন মিশনে পড়াশোনা করে বর্তমানে ডাক্তারি পড়ুয়া। বাবা খাইরুল আনাম পশু চিকিৎসক, একই পথে এগোতে চায় সাহিদ, চলতি বছরে নিট পরীক্ষায়ও ভালো রেজাল্ট করবে বলে আশাবাদী ওই কৃতি ছাত্র কল্যাণী এইমসে ডাক্তারি পড়ে চিকিৎসা শাস্ত্রেই গবেষণা করতে চায় সে। অন্যদিকে রাজ্যে দশম স্থান পাওয়া আল-আমীন মিশন খলতপুর শাখার ছাত্র তৌফিক মামুদের প্রাপ্র ৪৮৭। মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা থানার তৌফিক JEE মেইন এ নজরকাড়া রেজাল্টের পর উচ্চমাধ্যমিকেও চমকপ্রদ সাফল্য পেল সে। মিশনের উমরপুর শাখায় সপ্তম শ্রেণিতে তৌফিক ভর্তি হয়। ২০২২ সালে মধ্যমিকে ৯৬.৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাস করে বাবা মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার শ্রমজীবী মানুষ। চলতি বছরের নিট পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করবে বলে আশাবাদী তৌফিক যদিও চিকিৎসক হতে চান না, তাঁর লক্ষ্য আইআইটি। কম্পিউটার সাইন্স নিয়ে গবেষণা করতে চায় সে। উল্লেখ্য তৌফিক মাহমুদ এর বড় ভাই মেডিকেলে পাঠরত, দিদি নার্সিং -এ পাঠরত। যারা সকলেই আল-আমীন মিশন থেকে পড়াশোনা করেই সাফল্য পেয়েছে। আল-আমীন মিশনে পাঠরত মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে নাজমুন্নেসা যে রাজ্যের নিরিখে ১৮ তম স্থানে রয়েছে। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৭৯। মেধার নিরিখে প্রথম কুড়িতে মিশনে উল্লেখযোগ্য ফল করেছে আসিফ মোহাম্মদ, ওয়াসিম ফরহাদ মোস্তাক মাহমুদ সহ এক ঝাঁক শিক্ষার্থী কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। সফল হওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা মিশনের অবদান এবং সম্পাদক এম নুরুল ইসলামের অনুপ্রেরণা অনস্বীকার্য বলে মন্তব্য করেন।

> রাজ্যের নানা প্রত্যন্ত এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে মেধাবী ও গরিব ছাত্র-ছাত্রীরা। মূলত সেই সব মেধাবীদের একসূত্রে বেঁধে বিজ্ঞানসম্মত ও আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়ায় ব্রত আল আমীন মিশন। তাতেই সফলতা উচ্চ মাধ্যমিকে।

আসিফ মুহাম্মদ (৪৮৪)

ওয়াসিম ফারাদ (৪৮৩)

মুস্তাক মামুদ (৪৮৩)

জামাল সাবজি (৪৮৩)

মুহাম্মদ ঈশা (৪৮২)

আতিক মোল্লা (৪৮১)

সোলেমান সেখ (৪৮০)

রামিজ রাজা (৪৮০)

মোস্তাফিজুর (৪৮০)

নাজমুন নেসা (৪৭৯)

মুনতাসির (৪৭৯)

রিজওয়ানুর (৪৭৮)

আজমিন (৪৭৮)

ইরফান (৪৭৮)

রাজিব সেখ (৪৭৮)

সৈয়েদা কবিরা (৪৭৭)

সরফরাজ (৪৭৭)

আনজুম (৪৭৭)

আমান মোল্লা (৪৭৭)

প্রথম নজর

অবস্থান সত্যাগ্রহ লোক সেবক সংঘের

জয়প্রকাশ কুইরি ● পুরুলিয়া

আপনজন: পুরুলিয়া হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সরকারি অধিগ্রহণের দাবিতে বুধবার লোক সেবক সংঘের পক্ষ থেকে পুরুলিয়া শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে ঋষি নিবারণচন্দ্র পাদদেশে অবস্থান সত্যাগ্রহ শুরু হলো। প্রথমে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিতে মাল্যদান ও পুষ্প নিবেদন করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। তারপর মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী ঋষি নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্তের মূর্তিতে মাল্যদান করেন লোক সেবক সংঘের সচিব সুশীল মাহাতো। উপস্থিত ছিলেন পুরুলিয়া হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ডাঃ মনিন্দ্রনাথ জানা, যুব শক্তির সভাপতি দেবরাজ মাহাত, লোকসেবক সংঘের কর্মী দানু মর্দন্যা সহ লোকসেবক সংঘের অন্যান্য কর্মীরা।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রজয়ন্তী

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: পঁচিশে বৈশাখ অর্থাৎ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন পালিত হল শান্তিনিকেতনের উপাসনা গৃহে। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পাশাপাশি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কর্মভূমি শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীতে ১৬৩ তম রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালন করা হল চিরাচরিত প্রথা মেনে। সকাল ৫:৩০ এ গৌরপ্রাঙ্গণে বৈতালিক হয়। সারাদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কবিগুরুর জন্মদিন পালিত হয় শান্তিনিকেতন।

রবীন্দ্র স্মরণ

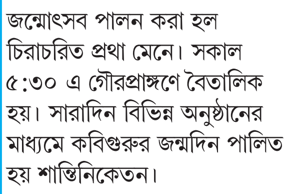

হুগলীর সিঙ্গুরের মাজিদিয়া একাডেমিতে রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপন।
ছবি: আব্দুস সামাদ মন্ডল

কং প্রার্থীর সমর্থনে এবার প্রাক্তন বাম সাংসদ হান্নান মোল্লা

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: বিজেপি-তৃণমূল দুই সরকারের গোপন সমঝোতার রাজনীতির কারণে উলুবেড়িয়া লোকসভার সাধারণ মানুষ বঞ্চিত। যত দিন যাচ্ছে, ততই সাধারণের জীবনযন্ত্রণা ও দুর্দশা বাড়ছে উলুবেড়িয়া-য় জানালেন উলুবেড়িয়া লোকসভার বামফ্রন্টের প্রাক্তন সাংসদ হান্নান মোল্লা।উলুবেড়িয়া লোকসভা নির্বাচনে হাওড়া গ্রামীণ জেলার উলুবেড়িয়ার শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের সর্বস্তরের মানুষ পরিবর্তনের লক্ষ্যে বিজেপি–তৃণমূলের বিরুদ্ধে আমাদের জোটবদ্ধ হয়ে জোট প্রার্থীর পক্ষে রায় দিতে প্রস্তুত উলুবেড়িয়ার পথসভা থেকে জানালেন সিপিআইএম হাওড়া জেলা কমিটির সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য সাবিরউদ্দিন মোল্লা।বুধবার সন্ধ্যায় উলুবেড়িয়ার বীণাপানি উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে বামফ্রন্ট সমর্থিত জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী আজাহার মল্লিক-এর সমর্থনে পথসভার আয়োজন করা হয়।পথসভা থেকে বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেস-কে তীব্র আক্রমণ শানান উলুবেড়িয়া লোকসভার বামফ্রন্টের প্রাক্তন সাংসদ হান্নান মোল্লা।উলুবেড়িয়া লোকসভা আসনে কংগ্রেস প্রার্থী আজাহার মল্লিক বিপুল ভোটে জয়লাভ করবে বলে আশাবাদী বামফ্রন্টের নেতা সাবিরউদ্দিন মোল্লার। এদিনের এই পথসভায় হান্নান মোল্লা ছাড়াও অনান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন-কংগ্রেস নেতা রিভু সান্যাল,বামফ্রন্ট নেতা সাবিরউদ্দিন মোল্লা প্রমুখ।

ভোটের পরের দিনই তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: ভোটের পরের দিনই দল বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে বহিষ্কৃত এক পঞ্চায়েত সদস্য। নবগ্রামে ভোটের পরের দিনই বড় সিদ্ধান্ত তৃণমূল নেতৃত্বের। যদিও দল বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ অস্বীকার করে ওই পঞ্চায়েত সদস্য। মঙ্গলবার তৃতীয় দফা নির্বাচনের পরের দিনই বুধবার নবগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মোঃ এনায়েতুল্লা ও নবগ্রামের বিধায়ক কানাই চন্দ্র মন্ডল সাংবাদিক সম্মেলন করে দল থেকে বহিষ্কার করলেন এক পঞ্চায়েত সদস্যকে। জানা যায় ওই পঞ্চায়েত সদস্যের নাম মানিরুল শেখ, সে শিবপুর পঞ্চায়েত সদস্য। সাংবাদিক সম্মেলনে বিধায়ক কানাই চন্দ্র মন্ডল জানান লোকসভা ভোটে দল বিরোধী কার্যকলাপে যুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মনিরুল শেখ দল বিরোধী কার্যকলাপ ও বিরোধীদের হয়ে ভোটের প্রচার করেছে। তাই তাকে তিন বছরের জন্য দল থেকে বহিষ্কার করা হল। নবগ্রাম ব্লক তৃণমূল সভাপতি মোহাম্মদ এনায়েতুল্লাহ জানান দলের প্রতি যারা গাদ্দারি করবে তাদের দলে কোন স্থান নেই, দল সবার আগে। অন্যদিকে এর পরিপ্রেক্ষিতে মানিরুল সেখ জানান আমি এখনো কিছু জানি না, লিখিত আকারে কোন নোটিশ আসেনি। তবে কেন সাসপেন্ড করেছে আমি কিছুই জানিনা, আমি যদি দল বিরোধী কার্যকলাপ করতাম তবে ২০০৭ সাল থেকে দল করতাম না। কে সাসপেন্ড করলো আমি জানিনা, দিদিকে দেখে দল করি, দিদি আমার নেত্রী, অভিষেক ব্যানার্জি আমার নেতা।

ভোট মিটতে না মিটতেই অশান্তি মুর্শিদাবাদে

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শেষ হয়েছে তৃতীয় দফার মুর্শিদাবাদ লোকসভা ও ভগবানগোলা বিধানসভা উপনির্বাচনের ভোটগ্রহণ। নির্বাচন শেষ হতেই ভোট পরবর্তী হিংসায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল রানিতলা থানা এলাকা। বুধবার সকালে রানিতলা থানার বালিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের হোসনাবাদ পূর্বপাড়ায় গুলি চালানোর ঘটনায় গুরুতর জখম হয় তিন শিশু সহ এক যুবক। আহতদের উদ্ধার করে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। তাদের অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল রয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর।
গুলি ছোড়ার অভিযোগ স্বীকার করে ভগবানগোলার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ডঃ উত্তম গড়াই বলেন, 'মহিলাদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়, পরে পুরুষরা জড়িয়ে পড়েন। ওই এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।'
সূত্রের খবর, মঙ্গলবার রাতে বৃষ্টির হয়, হোসনাবাদ গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য আসগর আলীর বাড়ির ছাদ থেকে বৃষ্টির জল পেছনের বাগানে গড়িয়ে যায়। এই নিয়ে বাম-কংগ্রেস জোটের কর্মী মনিরুদ্দিন শেখ ও তার দলবলের সঙ্গে আসগর আলীর দলবলের বচসা বাধে। বচসা থেকে হাতাহাতি, ইটবৃষ্টি শুরু হয়। অভিযোগ, সে সময় তৃণমূল নেতা ছররা বন্দুক নিয়ে ছুটে আসে। ওই বন্দুক থেকে ছোড়া গুলির আঘাতে জখম হয় ইব্রাহিম শেখ (৬), জসিম উদ্দিন শেখ (১০), সজীব শেখ (১০) এবং রাজিব শেখ (২৬)। আহতদের উদ্ধার করে নসিপুর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়, অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
ঘটনাস্থলে রানিতলা থানার পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয় সিপিএম কর্মী মনিরুদ্দিন শেখ বলেন, 'আমরা জোটের পক্ষে ভোট করেছি বলে রাত থেকেই আমাদের হুমকি দিচ্ছিল তৃণমূল নেতারা। সকাল হতে না হতেই আমাদের উপর আক্রমণ করে তারা।'
যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য আসগর আলী বলেন, 'আমাদের লোকজনের উপর জোটের কর্মীরা রাত থেকেই হামলা চালিয়েছে। আর তাই সকালে আমাদের কিছু লোক পাল্টা হামলা করেছে বটে, তবে নিজেদের ছোড়া গুলিতেই ওদের পরিবারের বাচ্চারা জখম হয়েছে। কারণ, অনেকদিন আগে থেকেই ওরা বলছিল তৃণমূলকে এখান থেকে মুছে ফেলবো।'
ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছান প্রাক্তন সাংসদ বদরুদ্দোজা খান, প্রাক্তন বিধায়ক মহাসিন আলী, বাম নেতা ধ্রুবজ্যোতি সাহা সহ অন্যান্য বাম নেতৃত্বরা।
বদরুদ্দোজা খান বলেন, 'নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে। ওরা বুথ দখল করতে পারেনি, তাই পূর্বপরিকল্পনা মাফিক এই আক্রমণ করেছে। যে গুলি চালিয়েছে, তাকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশ ঘুরে বেড়াচ্ছে।'
অন্যদিকে হোসনাবাদ পশ্চিম পাড়াতে তৃণমূল ও বাম-কংগ্রেস জোটের কর্মী সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের জেরে উভয় পক্ষের চারজন গুরুতর জখম হয়, তাদের লালবাগ মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
রানিতলা থানার ডিহিপাড়া বুথে মঙ্গলবার রাতে নির্বাচন শেষে বাড়ি ফেরার পথে তৃণমূল প্রার্থীর এজেন্ট বাবলু হোসেনকে লক্ষ্য করে বোমা ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। বাম-কংগ্রেস জোটের লোকেরা ওই বোমা ছুড়েছে বলে অভিযোগ তৃণমূলের। যদিও কপাল জোরে বোমার হাত থেকে তৃণমূল কর্মী বাবলু হোসেন রক্ষা পান। এই ঘটনায় জোটের দুই কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ভগবানগোলার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ডঃ উত্তম গড়াই।
উল্লেখ্য, নির্বাচন কমিশন ভোটের দুদিন আগে রানিতলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসকে সরিয়ে দেয়। থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক হিসেবে মোঃ খুরশিদ আলম দায়িত্ব রয়েছেন। কিন্তু তাও ভোট পরবর্তী হিংসায় একাধিক ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল রানীতলা থানার বিভিন্ন এলাকা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মূক ও বধির হোমে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন

মুহাম্মদ জাকারিয়া ● রায়গঞ্জ

আপনজন: কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে উত্তর দিনাজপুর জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজ কল্যাণ বিভাগের সহযোগিতায় সূর্যোদয় মূক ও বধির হোমে যথাযথ মর্যাদার সাথে পালিত হল ' কবিপ্রণাম' শীর্ষক অনুষ্ঠান। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক, মহকুমা শাসক, জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিক সহ অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিকগণ ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের কলা-কুশলীদের পাশাপাশি সূর্যোদয় হোম ও দেবীনগর হোমের আবাসিকরা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনা করেন এদিন।

বিলকিস মামলায় অভিযুক্তদের ছাড় দিলেও মোদির মন কাঁদে না: ফিরহাদ

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: বিলকিস বানু ধর্ষণ মামলায় গুজরাটের ডাবল ইঞ্জিন সরকার যখন অভিযুক্তদের ছাড় দেয়, তখন নরেন্দ্র মোদির চোখে জল আসে না। বুধবার খয়রাশোলের বড়রা ডাঙ্গালপাড়ায় তৃণমূলের একটি প্রকাশ্য জনসভায় এরকমই মন্তব্য করলেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। বীরভূমের খয়রাশোলের বড়রা গ্রামে বীরভূমের ৪২ নম্বর লোকসভা আসনের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শতাব্দী রায়ের সমর্থনে বুধবার একটি প্রকাশ্য জনসভা করেন ফিরহাদ হাকিম। সেই সভায় কেন্দ্র সরকারের তীব্র সমালোচনায় মুখর হন ফিরহাদ। মোদির প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেন সন্দেশখালীর ঘটনায় মোদি লোক দেখানো চোখের জল ফেলছেন। যেখানে সন্দেশখালিতে বিজেপির লোকরাই সেখানকার মা-বোনেদের ইজ্জত নষ্ট করে নিজেরা নাটক করে মিথ্যা প্রচার করছে। সেই ঘটনায় মোদি লোক দেখানো চোখের জল ফেলে বলছেন সন্দেশখালীর মা-বোনেদের জন্য তার চোখে জল এসে যাচ্ছে। অথচ বিলকিস বানু ধর্ষণ মামলায় যখন তাঁর গুজরাটের ডাবল ইঞ্জিন সরকার অভিযুক্তদের ছাড় দিয়েছিল তখন মোদির অন্তর কাঁদেনি। যখন হাথরাসে আদিবাসী মহিলাকে খুন করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল তখন তার চোখে জল আসেনি। যখন মনিপুরে মহিলাদের ধর্ষণ করে উলঙ্গ করে রাস্তায় ঘোরানো হয় তখন আপনার চোখে জল আসে না। আর এখন সন্দেশখালীর জন্য কুমিরের কান্না করছেন মোদী।
বিজেপি শুধু হিন্দু মুসলমান করে করে বিভাজনের রাজনীতি করে পুরো দেশটাকে নরকে পরিণত করে দিয়েছে।
রাজস্থানের জনসভায় মোদির বক্তব্যের প্রসঙ্গ তুলে ফিরহাদ বলেন মোদী বলেছেন আইএনডিআইএ (ইন্ডিয়া) দেশে সরকার গঠন করলে হিন্দুদের কাছ থেকে সম্পত্তি নিয়ে মুসলমানদের দিয়ে দেবে। প্রধানমন্ত্রী এই ধরনের নোংরা রাজনীতি করছেন বলে কটাক্ষ ফিরহাদ হাকিমের।
কেন্দ্রকে বিজেপিকে আক্রমণ করার পাশাপাশি এই কেন্দ্রে জোট প্রার্থী মিল্টন রশিদকেও তিনি আক্রমণ করেন। তিনি বলেন এরা হল ভোট কাটুয়া। এরা ভোট কাটলে বিজেপিরই জিততে সুবিধা হবে, বলে মন্তব্য করলেন ফিরহাদ।
মমতা সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গুলির কথা তুলে ধরার পাশাপাশি এই কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায়কে ভোট দেওয়ার তিনি আবেদন জানান। ফিরহাদ বলেন শতাব্দীকে ভোট দেওয়ার মানেই মমতা ব্যানার্জির হাত শক্ত করা।এদিনের সভায় মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, লাভপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ, জেলা তৃনমূল কংগ্রেস কোর কমিটির সদস্য সুদীপ্ত ঘোষ, জেলা যুব তৃনমূল কংগ্রেসের সম্পাদক দেবব্রত সাহা, খয়রাসোল ব্লক তৃনমূল কংগ্রেস কোর কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক মৃণালকান্তি ঘোষ ও শ্যামল গায়েন এবং ব্লক তৃনমূল কংগ্রেস কোর কমিটির সদস্য কাঞ্চন দে ও উজ্জ্বল হক কাদেরী প্রমুখ নেতৃত্ব।

দেগঙ্গায় কাকলির সমর্থনে নির্বাচনী সভা

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: ভোটের দিন যতই এগিয়ে আসছে ততই ভোট প্রচারে ঝাঁঝ বাড়ছে রাজনৈতিক দলগুলির।বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির সর্বস্তরের নেতাকর্মীরা তাঁদের দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে নির্বাচনী সভা করে মানুষের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করে চলেছেন। বুধবার বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের অধীন দেগঙ্গা বিধানসভা এলাকার নুরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের আরিজুল্লাপুর গ্রামের ১০৭ ও ১০৮ নম্বর বুথের কর্মীদের নিয়ে এক নির্বাচনী সভা করে তৃণমূল কংগ্রেস। বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থী ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের সমর্থনে এই নির্বাচনী সভায় কর্মীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।এই সভায় উপস্থিত ছিলেন দেগঙ্গা বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেস ইলেকশন কমিটির চেয়ারম্যান তথা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক সাহাজি, ইলেকশন কমিটির জয়েন্ট কনভেনর তথা দেগঙ্গা ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি আনিসুর রহমান বিদেশ, শুভঙ্কর ঘোষ,সুনীল বরণ ঘোষ, হাজি রব, হাজি এমদাদুল, প্রধান নজরুল ইসলাম, রেজাউল আলী ইয়াদুল ইসলাম সহ আরো অনেকে।বক্তারা ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে এই কেন্দ্র থেকে চতুর্থবারের জন্য জিতিয়ে লোকসভায় পাঠানোর আহ্বান জানান। তাঁরা বলেন,যত বেশি সংখ্যক সাংসদ জিতিয়ে আমরা লোকসভায় পাঠাতে পারব তত শক্তিশালী হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত।আর ততই বিজেপিকে রাজনৈতিক ভাবে পরাস্ত করতে পারব আমরা।

ভোট কাটার অঙ্ক নলহাটি ২ নং ব্লকে, শঙ্কায় মিল্টন ও শতাব্দী

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের উপর লক্ষ্য বীরভূম কেন্দ্রের দুই প্রার্থীর। একজন তৃণমূলের শতাব্দী রায়।অন্যজন কংগ্রেসের মিল্টন রশিদ। আর এদের লক্ষের দিকে তাকিয়ে আছে বিজেপি। কারণ এই ব্লক সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা। গতবার ২৭ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছিলেন শতাব্দী রায়। এই ২৭ হাজার ভোটের ব্যবধানটা এবং তার সঙ্গে মুরারইয়ের ৭০ হাজার ভোটের ব্যবধান দিল্লি পাঠাতে সহায়তা করেছিল শতাব্দীর রায়কে।এখন দু' দলেরই লক্ষ্য সংখ্যালঘু ভোট কাদের দিকে যাবে। তাই মিল্টন রশিদ জেলার মধ্যে দুটি ব্লক নিয়ে একমাত্র সভা করেছেন নলহাটির গোপালপুরে। অন্যদিকে একইভাবে সভা করে গেলেন ফিরহাদ হাকিম। দু দলই মানুষকে আশ্বস্ত করেছে যে তাদের যদি দিল্লি পাঠায় তো তারা তাদের সঙ্গে আছেন। সেক্ষেত্রে মিল্টন রশিদকে মানুষের রাখাল বলে গেছেন অধীর চৌধুরী। কিন্তু ফিরহাদ হাকিম শতাব্দী রায় সম্বন্ধে তেমন কিছু বলেননি। এলাকার মানুষ জানে যে গত তিনবারের সাংসদ শতাব্দী রায় এলাকায় কি কি কাজ করেছেন। শতাব্দী রায়ও সে কথা বারে বারে বলেছেন আমি কথা দিলে কথা রাখি। সেই সঙ্গে তিনি তার পুস্তিকা প্রকাশ করে জানিয়েছেন যে তিনি কি কি কাজ করেছেন। অন্যদিকে গত পঞ্চায়েত ভোটেও শতাব্দী রায় এসেছিলেন। কিন্তু সে বারে বাম কংগ্রেস জোট এই নলহাটি দু'নম্বর ব্লকের ছ'টি অঞ্চল থেকে প্রমাণ করে দিয়েছে যে মানুষ কাদের পক্ষে আছে। একই সঙ্গে আর্য মহাসভা আট মাসের দল তারাও কিন্তু প্রার্থী দিয়ে এলাকায় নির্বাচনী প্রচার শুরু করে দিয়েছেন।তাদের লক্ষ্য হচ্ছে ধর্মাবলম্বী হিন্দুরা। ফলে তৃণমূলের ভাবনা আর্য মহাসভা যদি হিন্দু ভোট কাটে তাহলে বিজেপির সুবিধা। পরক্ষে বিজেপি অপেক্ষা করছে যদি সংখ্যালঘু ভোট মিল্টন কিছুটা কাটে তাহলে তাদের লাভ। শতাব্দী লক্ষ্য করছে হিন্দু ভোট কাটলে তাদের লাভ। এই এলাকার মানুষ দুই বড় বড় নেতার বক্তব্য শুনেছেন। এখন শুধু অপেক্ষা চতুর্থ দফার ভোট তারা কোন দিকে রায় দেন।

৮৫ উর্ধ্বে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ভোটগ্রহণ হল বাড়িতেই

আজিম শেখ ● রামপুরহাট

আপনজন: বাড়ি থেকেই ভোট, বয়স্ক এবং বিশেষ ভাবে সক্ষমদের জন্য বিশেষ সুবিধা, লোকসভা নির্বাচনে ভোট দিতে বুথে যেতে হবে না বয়স্কদের। ভিন্ন ভাবে সক্ষম ব্যক্তিরাও বাড়ি থেকে ভোট দিতে পারবে । নির্বাচন কমিশনের কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটগ্রহণ করবে তাঁদের। ৮৫ বছরের বেশি বয়স যাঁদের, শারীরিক ভাবে যাঁরা অক্ষম, তাঁদের জন্য এই বিশেষ ব্যবস্থা। ১৯ এপ্রিল থেকে মোট সাত দফায় নির্বাচন দেশে। প্রথম দফা থেকেই এই সুবিধা চালু করেছে নির্বাচন মিশন। রাজ্যে ৮৫ বছর বয়সীদের জন্য বাড়ি থেকে ভোট দেওয়ার বিধান রয়েছে আর সেই মোতাবেক আজ বীরভূমের ৪২ নং আসনে রামপুরহাট ১ নং ব্লকের কাষ্ঠগড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৯৪,১৯৫,১৯৭,১৯৮ বুথে বেশ কিছু বৃদ্ধ - বৃদ্ধা ও শারীরিক অক্ষমদের বাড়িতে এসে ভোট গ্রহণ করা হল।নির্বাচন কমিশনের কর্মীদের সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্র বাহিনী ও রাজ্য পুলিশ। এবং তার সঙ্গে রাজনৈতিক দলের এজেন্ডরাও ছিলেন। এইরকম সুবিধা পেয়ে আনন্দিত বৃদ্ধ- বৃদ্ধা ও অক্ষমরা।
১) ৮৫ বছরের উর্ধ্বে বয়স যাঁদের, তাঁরা চাইলে বাড়ি থেকেই ভোট দিতে পারেন। পাশাপাশি, শারীরিক ভাবে অক্ষম যাঁরা, শরীরের ৪০ শতাংশ যাঁদের অক্ষম, তাঁরাও বাড়ি থেকে ভোট দিতে পারবেন।
২) ভোটকেন্দ্রে স্বেচ্ছাসেবকরা মোতায়েন থাকবেন। হুইলচেয়ারের ব্যবস্থা থাকবে। ভোট দিতে গেলেও সেক্ষেত্রে বয়স্ক এবং শারীরিক ভাবে অক্ষমদের অসুবিধা হবে না।
৩) শারীরিক ভাবে অক্ষম যাঁরা এবং বয়স ৮৫ বছর পেরিয়েছে, তাঁদের ভোট কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার জন্য পরিবহণেরও ব্যবস্থা করে দেবে কমিশন।৪) বিশেষ ভাবে সক্ষমদের জন্য ভোটকেন্দ্রে কী কী সুবিধা থাকছে, তা জানতে 'সক্ষম' অ্যাপ ব্যবহার করা যাবে। ১৯ এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে এই রাজ্যে প্রথম দফার নির্বাচন । এই নির্বাচন ১৮তম লোকসভা নির্বাচন। ২০২৪-এ গোটা দেশের ৫৪৩টি আসনে লোকসভা নির্বাচন হচ্ছে সাত দফায়। নির্বাচন শেষ হবে ১ জুন। ৪ জুন ফল ঘোষণা হবে। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গে ৭ দফায় নির্বাচন। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, ১৯ এপ্রিল প্রথম দফায় ভোট সম্পূর্ণ হয়েছে।

কাজল শেখের নির্বাচনী পথসভা নানুরে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী অসিত মালের নির্বাচনী প্রচারে নানুর বিধানসভায় বাহিরী পাঁচশোয়া অঞ্চলে পাঁচশোয়া গ্রামে একটি পথসভার আয়োজন করা হয়েছিল। এই পথ সবাই উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলার সভাধিপতি কাজল শেখ ও নানুর বিধানসভার বিধায়ক বিধান চন্দ্র মাঝি সহ অন্যান্য তৃণমূলের নেতা-নেত্রীবৃন্দ। কাজল শেখ জানান ২০১১ সালে কাটাকাটি খুনোখুনি হয়েছিল যারা করিয়েছিল তারা বামফ্রন্ডের হার্মাদ বাহিনী।
এখনো একটা অংশ রয়ে গেছে। তারা শেষ হয়নি কারণ তারা ৩৫ বছর বাংলার বুকে শাসনের নামে শোষণ করেছে। তারা পুনরায় এই বাংলার বুকে সেই শাসনব্যবস্থা চালু করতে চাইছে। চাইছে কারা বাম থেকে তারা ডানে আশ্রয় নিয়েছে। এই গ্রামের দু চারজন এখনো এরকম আছে। তাদের খোঁজ খবর আমার কাছে আছে। তাদের নথিপত্র আমার কাছে আছে। তাই বলছি বন্ধু শুধরে যাও এখনো সময় আছে। তোমরা যদি হিন্দু মুসলিমের সঙ্গে বিভেদ সৃষ্টি করতে চাও বা তোমরা যদি ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করতে চাও তাহলে আমার মত হাজার হাজার কাজল শেখ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে। বিরোধীপক্ষকে এইভাবে হুঁশিয়ারি দিলেন কাজল শেখ। আবার তিনি অনুব্রত মণ্ডলের স্লোগান খেলা হবে শোনা গেল কাজল শেখের মুখে। তিনি আরো জানান বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী অসিত মাল তিন লক্ষ ভোটে জিতবেন। তিনি বলেন বিরোধীরা চোখের সর্ষের ফুল দেখবে।

প্রথম নজর

উত্তর কোরিয়ায় উনদের তিন প্রজন্মের সঙ্গে কাজ করা কর্মকর্তা মারা গেছেন

আপনজন ডেস্ক: উত্তর কোরিয়া সরকারে দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করা কর্মকর্তা কিম কি নাম মারা গেছেন।
বুধবার (৮ মে) দেশটির রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা কেসিএনএ-তে খবরটি জানানো হয়েছে।
উত্তর কোরিয়ায় তিন প্রজন্ম ধরে শাসনক্ষমতায় থাকা নেতাদের সবার সঙ্গেই কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে তার। নেতাদের রাজনৈতিক বৈধতা দৃঢ় করতে তাদের পক্ষে প্রচার চালানোর কাজ করে গেছেন তিনি।
কেসিএনএ-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার ৯৪ বছর বয়সী কিম কি নাম বার্ধক্যজনিত কারণে মারা গেছেন। তার বিভিন্ন অঙ্গ কাজ করছিল না। তিনি ২০২২ সাল থেকে চিকিৎসাধীন ছিলেন।
উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন মঙ্গলবার দিবাগত রাত দুইটার দিকে কিম কি নামের মরদেহের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। দেশের প্রতি অপরিসীম আনুগত্য দেখানো এ প্রবীণ বিপ্লবীর মৃত্যুতে তিনি গভীরভাবে শোকাহত।

বিক্ষোভের মধ্যে স্নাতক সমাপনী অনুষ্ঠান বাতিল করল কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

আপনজন ডেস্ক: ১৫ মে স্নাতক সমাপনীর মূল অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে সেই অনুষ্ঠান বাতিল করেছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। দেশটির ক্যাম্পাসগুলোতে ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে চলমান ইসরায়েলবিরোধী আন্দোলনের মধ্যেই অনুষ্ঠানটি বাতিল হলো। খবর আল জাজিরার।
সোমবার (৬ মে) সকালে এক বিজ্ঞপ্তিতে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় জানায়, তারা ক্লাস ডে ও অনুষদ-ভিত্তিক অনুষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দেবে। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় বলছে, তাদের শিক্ষার্থীরা ছোট-পরিসরে অনুষ্ঠানে গুরুত্ব দেয়। অনুষদ-ভিত্তিক উদযাপন তাদের এবং তাদের পরিবারের কাছে বেশি অর্থবহ।
অনুষদ ভবন দখলকারী শিক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করতে প্রশাসন ক্যাম্পাসে নিউইয়র্ক সিটি পুলিশকে ডাকার কয়েকদিনের মধ্যেই অনুষ্ঠান বাতিলের সিদ্ধান্ত এলো। ফিলিস্তিনির সঙ্গে সংহতি দেখাতে শিক্ষার্থীরা ভবন দখলের পাশাপাশি ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ শিবির স্থাপন করেন।
শিক্ষার্থীদের চাওয়া হলো, গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের যুদ্ধের অবসান। শিক্ষার্থীদের দাবি, ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলোর সঙ্গে কলাম্বিয়ার সম্পর্কচ্ছিন্ন করতে হবে।
কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মতো যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। কানাডা, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্যেও শিক্ষার্থীরাও বিক্ষোভ করছেন।
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভকারীরা ইহুদি-বিদ্বেষী ভাষা ব্যবহার করছেন এবং ক্যাম্পাসে অনিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করছেন। গত সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তার ভাষণে এমন দাবিই করেছিলেন।

রাফায় ইসরায়েলের পুরোদমে হামলা বিপর্যয়ের শামিল হবে: গুতেরেস

আপনজন ডেস্ক: গাজা উপত্যকার রাফা শহরে ইসরায়েলি অভিযানের প্রতিক্রিয়া ‘পুরো অঞ্চলে’ ছড়িয়ে পড়বে বলে সতর্ক করে দিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস। রাফায় ইসরায়েলের অভিযানের ফলে গাজা উপত্যকায় তৈরি হওয়া পরিস্থিতি ‘ভুল পথে’ এগোচ্ছে বলেও সতর্ক করে দেন তিনি।
অ্যান্তোনিও গুতেরেস হুঁশিয়ার করে বলেন, রাফায় ইসরায়েলের অভিযানের প্রতিক্রিয়া ও সেখানে পুরোদমে হামলা ‘বিপর্যয়ের’ শামিল হবে। রাফায় ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযানের পরিণাম নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি এ মন্তব্য করেন।
মহাসচিব বলেন,এ হামলায় আরো অসংখ্য বেসামরিক লোকজনের হতাহত হওয়ার ঘটনা ঘটবে। অসংখ্য পরিবার আবার পালাতে বাধ্য হবে; যদিও যাওয়ার কোনো নিরাপদ জায়গা নেই।
উল্লেখ্য, মঙ্গলবার (৭ মে) সকালে রাফাতে একাধিক বিমান হামলা চালায় ইসরায়েল।যার ফলে হতাহতের ঘটনা ঘটে এবং আহত হয় অনেকে।
ফিলিস্তিনের সরকারী বার্তা সংস্থা রাফাতে দুটি পৃথক হামলায় আটজন নিহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এছাড়া মঙ্গলবার স্থানীয় সময় ভোরের একটি ফেসবুক পোস্ট অনুসারে রাফার কুয়েত হাসপাতালে ১১ জন মৃত ব্যক্তিকে গ্রহণ করা হয়েছে।
প্রায় সাত মাসের যুদ্ধে গাজার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১০ লাখের বেশি ফিলিস্তিনি প্রাণ বাঁচাতে মিসর সীমান্তবর্তী শহর রাফায় আশ্রয় নিয়েছিল। ইসরায়েলি বাহিনী এবার সেখানেও হামলা শুরুর পর প্রাণ বাঁচাতে রাফাথেকে অন্য আশ্রয়ের খোঁজে ছুটছে মানুষ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইসরায়েলের রাফা ক্রসিং বন্ধ করা ‘অগ্রহণযোগ্য’: যুক্তরাষ্ট্র

আপনজন ডেস্ক: গাজার রাফা ক্রসিং বন্ধ করা ‘অগ্রহণযোগ্য’ বলে মন্তব্য করেছে যুক্তরাষ্ট্র। গত সোমবার রাতভর রাফাহ শহরে বিমান হামলা চালিয়ে অন্তত ২০ জনকে হত্যার পর মঙ্গলবার সকালে মিসর সীমান্তের এ ক্রসিংটির দখল নেয় ইসরায়েলি বাহিনী (আইডিএফ)। বুধবার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম এএফপি।
বুধবার সংবাদমাধ্যম এএফপি এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ইসরায়েল গাজার দক্ষিণের রাফা শহরে ট্যাংক পাঠিয়ে এবং মিসরের সাথে সীমান্তবর্তী ক্রসিংয়ের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়ার পর মঙ্গলবার হোয়াইট হাউস বলেছে, গাজার সীমান্ত ক্রসিং বন্ধ করা ‘অগ্রহণযোগ্য’। হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি কারিন জ্যঁ-পিয়েরে এক ব্রিফিংয়ে বলেন, যে ক্রসিংগুলো বন্ধ করা হয়েছে সেগুলো আবারো চালু করা দরকার, সেগুলো বন্ধ করা অগ্রহণযোগ্য। তিনি আরো বলেন, গাজা ও ইসরায়েলের মধ্যে অবস্থিত কেরেম শালোমে আরেকটি ক্রসিং বুধবার পুনরায় খোলা হতে পারে আশা করা হচ্ছে। পৃথক প্রতিবেদনে বার্তাসংস্থা আনাদোলু জানিয়েছে, ইসরায়েল বুধবার কেরাম শালোম ক্রসিং এবং রাফা ক্রসিং জ্বালানি সরবরাহের জন্য পুনরায় খুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বলে যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছে। এই দুটি ক্রসিং অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় মানবিক সহায়তা পাঠানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ রুট হিসেবে পরিচিত। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার সাংবাদিকদের বলেন, ইসরায়েল আগামীকাল (বুধবার) কেরেম শালোম ক্রসিং পুনরায় চালু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বাস্তবে যেন এটিই ঘটে তা আমরা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছি, এতে করে মানবিক সহায়তা অব্যাহত রাখা যাবে। হামাসের হামলার কারণে কেরেম শালোম ক্রসিং বন্ধ হয়ে গিয়েছিল উল্লেখ করে মিলার বলেন, যুক্তরাষ্ট্র এটিকে ‘যত তাড়াতাড়ি সম্ভব’ পুনরায় চালু করতে চায়। মিলার আরো বলেন, রাফার ক্ষেত্রেও একই জিনিস চায় যুক্তরাষ্ট্র। তারা (ইসরায়েল) বলেছে, জ্বালানি সরবরাহের জন্য রাফাহ ক্রসিং পুনরায় চালু করবে। পানি বিশুদ্ধকরণের জন্য এই জ্বালানি অবিশ্বাস্যভাবে গুরুত্বপূর্ণ, গাজার ভেতরে মানবিক সহায়তা সরবরাহকারী ট্রাকগুলোতেও জ্বালানি সরবরাহ করা অবিশ্বাস্যভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং বেকারি চালানোর জন্যও এটি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এটি সম্পূর্ণরূপে পুনরায় চালু দেখতে চাই।

পতনের দ্বারপ্রান্তে মাযানমারের রাখাইন রাজ্য

আপনজন ডেস্ক: বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে অবস্থিত মাযানমারের রাখাইন রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে সম্প্রতি একটি সামরিক ঘাঁটি দখল করে জান্তার শতাধিক সৈনিককে আটক করেছে জাতিগত বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মি। গত নভেম্বরে তিন বিদ্রোহী বাহিনীর হামলা শুরুর পর থেকে রাখাইনে সংঘর্ষের মুখে পড়ছে নিরাপত্তা বাহিনী। ২০২১ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জান্তা বাহিনী ক্ষমতা দখলের পর থেকে আরাকান আর্মির সঙ্গে তাদের যুদ্ধবিরতি ছিল। কিন্তু নভেম্বর থেকে সেই যুদ্ধবিরতি ভেঙে যায়। সামরিক বাহিনী এখনও রাজ্যের রাজধানী সিত্তওয়ের দখলে আছে। তবে এএ যোদ্ধারা ভারত ও বাংলাদেশের সীমান্তে ঘাঁটিসহ আশেপাশের জেলার নানা অঞ্চল দখল করেছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়, গোষ্ঠীটি সিত্তওয়ের প্রায় ৯০ কিলোমিটার উত্তরে বুথিডাং শহরের কাছে ‘মিলিটারি অপারেশন কমান্ড ১৫’ দখল করেছে আরাকান আর্মি। তবে কখন ও কীভাবে এটি দখলে এলো তা বিস্তারিত জানানো হয়নি। স্থানীয় গণমাধ্যমে বলা হয়েছে, কয়েক দিন ধরে সেখানে লড়াই চলছিল। সেখানে চূড়ান্ত হামলা শুরুর পর জান্তা সেনারা পরাজয় মেনে নিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে। এর আগে সংবাদমাধ্যম দ্য ইরাবতীর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, রাখাইন রাজ্যে দেশটির সীমান্ত রক্ষা বাহিনী বিজিপির একটি বড় ঘাঁটি দখলে নিয়েছে আরাকান আর্মি। শুক্রবার মংডু শহরতলিতে বিজিপির সদর দপ্তরের নিয়ন্ত্রণ নেয় তারা। শহরটিতেও ঢুকে পড়েছেন আরাকান আর্মির সদস্যরা।
আরাকান আর্মির সদস্যরা বৃহস্পতিবার বিজিপির কিয়ে কান পিন বর্ডার গার্ড পুলিশ সদর দপ্তরে আক্রমণ করেন। মাযানমার সরকারের পুলিশ ও সেনাসদস্যরা তাদের প্রতিরোধের চেষ্টা করেন। কিন্তু হামলার মুখে টিকতে না পেরে একপর্যায়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছেন তারা।
কিয়ে কান পিন গ্রামটি মংডুর ১২ কিলোমিটার উত্তরে। সেখানকার ঘাঁটিটি আরাকান আর্মির হাতে পতন হওয়ার আগে জান্তা সরকার হেলিকপ্টারে করে কমান্ডারদের উদ্ধার করে। অবশ্য মংডু শহরের পূর্ব দিকের দুটি তল্লাশিচৌকি এখনো জান্তা বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।
রাখাইনের স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, মাযানমার সেনাবাহিনীর অন্তত ৫০ সেনা আরাকান আর্মির কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।
১৯৪৮ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভের অল্প সময়ের মধ্যেই মাযানমারের জাতীয় ক্ষমতা দখল করে সামরিক বাহিনী। দেশটির বিভিন্ন প্রদেশে সে সময় থেকেই গড়ে উঠতে থাকে জান্তাবিরোধী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো।

যে কারণে আরব সামরিক বাহিনীগুলোর এত দুরবস্থা

আপনজন ডেস্ক: একসময় আরব বেদুইন যোদ্ধাদের তরবারির মুখোমুখি হওয়াটাই ছিল যেন খোদ আজরাইলের সাক্ষাৎ। আধুনিক এ যুগে এসে সামরিক দক্ষতা ও শৌর্য-বীর্যের পুরোটাই হারিয়েছে আরব দেশগুলো। যে কোনো সংঘাতে তাদের ব্যর্থতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় কতটা অকর্মণ্য ও কাপুরুষ দিয়ে ভর্তি আরবের সামরিক বাহিনীগুলো। যদিও বিশ্বের বুকে পশ্চিমা আধুনিক অনেক মরণাস্ত্রই রয়েছে তাদের ভাণ্ডারে। এত এত সুবিধা ও মরণাস্ত্র থাকার পরও আরব বাহিনীগুলো কেন অকার্যকর তারই বিভিন্ন কারণ উঠে এসেছে সংবাদমাধ্যম দ্য ইকোনমিস্টের এক প্রতিবেদনে।
গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিল (জিসিসি)-ভুক্ত ছয়টি আরব দেশ এবং মিশর ও জর্ডানের মোট সামরিক ব্যয় বছরে ১২০ বিলিয়ন ডলারের বেশি (সে তুলনায়, ২০২৩ সালে ন্যাটো জোটের ইউরোপীয় সদস্যদের মোট ব্যয় ছিল ৩৮০ বিলিয়ন ডলার)। এসব আরব দেশের মোট সেনাসংখ্যা ৯ লাখ ৪৪ হাজার। রয়েছে ৪ হাজার ৮০০ ট্যাংক এবং এক হাজার যুদ্ধবিমান। গত এপ্রিলে ইসরায়েলে প্রথমবারের ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইরান। এই আক্রমণ ঠেকাতে আরব দেশগুলোর আকাশ প্রতিরক্ষা সেনারা সহায়তা করে পশ্চিমা বিশ্বের প্রশংসা কুড়ায়। আর ধিক্কার কুড়ায় গাজায় চলমান গণহত্যায় ক্ষুব্ধ মুসলিম বিশ্বের জনসাধারণের। তবে আরব দেশগুলো (জর্ডান এবং উপসাগরীয় আরব দেশগুলো) তাদের সামরিক দক্ষতার পরিচয় কোনোদিনই দিতে পারেনি। যুদ্ধে বীরত্ব ও দক্ষতার জন্য আধুনিক যুগে তাদের সামরিক বাহিনীর নামডাকও তেমন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আরব জাতীয়তাবাদের যুগে যখন জর্ডান ও উপসাগরীয় আরবরা ইসরায়েল-বিরোধী যুদ্ধে নামকাওয়াস্তে যোগ দিয়েছে – তখনও তারা বারবার পরাজয় বরণ করেছে। মধ্যপ্রাচ্যে একমাত্র সামরিকভাবে দক্ষ সেনাবাহিনী ছিল সাদ্দাম হোসেনের ইরাকের। ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধে ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় মিত্র জোটে থাকা আরব সেনাবাহিনীগুলো তাদের অদক্ষতারই পরিচয় দেয়। উপসাগরীয় যুদ্ধের মাধ্যমেই তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর যুদ্ধ কৌশলের নবযুগের সূচনা করে আমেরিকা। রাডারকে বহুলাংশে ফাঁকি দিতে সক্ষম স্টিলথ প্রযুক্তির বোমারু বিমান দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয় ইরাকের সোভিয়েত প্রযুক্তির আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এরপর আকাশে একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করে মিত্র জোট। ইরাকের সেনাবাহিনী প্রচণ্ড বোমা হামলায় পর্যদুস্ত হতে থাকে।
উপসাগরীয় যুদ্ধে মিশর দুটি সাঁজোয়া ডিভিশন পাঠিয়েছিল। কিন্তু, সামান্য ইরাকি প্রতিরোধের মুখেই যখন তাদের হিমশিম অবস্থা– তখন তাদের মূল যুদ্ধ থেকে সাইডলাইনে পাঠাতে বাধ্য হয় জোটের নেতৃত্বদানকারী আমেরিকা। এই যুদ্ধে সৌদি আরবসহ অন্যান্য উপসাগরীয় দেশ সীমিত সংখ্যক সেনা পাঠিয়েছিল। এছাড়া, সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সহায়তা সত্ত্বেও ইয়েমেনে সৌদি নেতৃত্বধীন জোট প্রচণ্ডভাবে ব্যর্থ হয়েছে।
অর্থ বা আধুনিক সামরিক সরঞ্জামের অভাব তাদের মূল সমস্যা নয়। গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিল (জিসিসি)-ভুক্ত ছয়টি আরব দেশ এবং মিশর ও জর্ডানের মোট সামরিক ব্যয় বছরে ১২০ বিলিয়ন ডলারের বেশি (সে তুলনায়, ২০২৩ সালে ন্যাটো জোটের ইউরোপীয় সদস্যদের মোট ব্যয় ছিল ৩৮০ বিলিয়ন ডলার)। এসব আরব দেশের মোট সেনাসংখ্যা ৯ লাখ ৪৪ হাজার। রয়েছে ৪ হাজার ৮০০ ট্যাংক এবং এক হাজার যুদ্ধবিমান। মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৃহৎ সামরিক সহায়তা পায় মিশর ও জর্ডান। উভয়ের জন্য বছরে যার পরিমাণ ১.৭ বিলিয়ন ডলার। কায়রোতে যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রতিরক্ষা অ্যাটাশে পল কলিন্সের মতে, এই অর্থের বেশিরভাগই নয়ছয় হচ্ছে।

বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য আরো কঠিন হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার ভিসা

আপনজন ডেস্ক: অভিবাসন কমাতে আবারো শিক্ষার্থী ভিসার ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনছে অস্ট্রেলিয়া। ভিসা পাওয়ার ক্ষেত্রে যে সর্বনিম্ন সঞ্চয় দেখাতে হয় সেটির পরিমাণ আরো বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে দেশটি। একইসঙ্গে অবৈধভাবে শিক্ষার্থী ভর্তির বিষয়ে বেশকিছু কলেজকে সতর্ক করা হয়েছে। সংবাদমাধ্যম রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শুক্রবার থেকে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের অন্তত ২৯ হাজার ৭১০ অস্ট্রেলিয়ান ডলার বা ১৯ হাজার ৫৭৬ মার্কিন ডলার সঞ্চয়ের প্রমাণ দেখাতে হবে। গত সাত মাসের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো এটি বৃদ্ধি করা হয়।
অক্টোবরে এই সঞ্চয়ের পরিমাণ ২১ হাজার ৪১ অস্ট্রেলিয়ান ডলার থেকে বাড়িয়ে ২৪ হাজার ৫০৫ ডলার করা হয়েছিল। করোনা মহামারির বিধিনিষেধ তুলে নেয়ার পর অনেক শিক্ষার্থী অস্ট্রেলিয়ায় প্রবেশ করে। ফলে দেশটিতে চাপ তৈরি হয়েছে। তাই অভিবাসী নীতি কঠোর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটি। গত মার্চে ইংরেজি ভাষার দক্ষতার ক্ষেত্রে যোগ্যতার মানদণ্ড বৃদ্ধি করেছে। এছাড়া শিক্ষার্থীরা যেন দীর্ঘদিন সেখানে না থাকতে পারে সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নিচ্ছে সরকার।
৩৪ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সতর্ক করে চিঠি দেওয়া হয়েছে জানিয়ে দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্লেয়ার ও’নিল বলেন, কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অবৈধভাবে শিক্ষার্থী ভর্তি করলে দুই বছরের জেল ও নিষিদ্ধের তালিকায় রাখা হতে পারে। যদিও অস্ট্রেলিয়ার অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে শিক্ষাখাত। তবে অধিক অভিবাসীর কারণে দেশটির সরকারের ওপর চাপ বাড়ছে। কারণ এরই মধ্যে বাসা ভাড়া বেড়ে গেছে। অস্ট্রেলিয়ার বৃহত্তম রফতানি খাতের মধ্যে একটি হলো আন্তর্জাতিক শিক্ষা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশটির অর্থনীতিতে এটির মূল্য ছিল ৩৬ দশমিক ৪ বিলিয়ন বা ২৪ মার্কিন ডলার।
তবে রেকর্ড অভিবাসনের অধিকাংশই আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী। ফলে সারাদেশে ভাড়া বৃদ্ধি পেয়েছে, যা সরকারকে চাপে ফেলেছে। ২০২৩ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হিসেব অনুযায়ী, নেট ইমিগ্রেশন ৬০ শতাংশ বেড়ে রেকর্ড ৫ লাখ ৪৮ হাজার ৮০০ তে দাঁড়িয়েছে।
সরকার আশা করছে, এই নীতি আগামী দুই বছরে অস্ট্রেলিয়ার অভিবাসী গ্রহণের পরিমাণ অর্ধেক করতে পারে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৩১মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.১১ মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৩১	৪.৫৯
যোহর	১১.৩৮	
আসর	৪.০৮	
মাগরিব	৬.১১	
এশা	৭.২৭	
তাহাজ্জুদ	১০.৫২	

দক্ষিণ আফ্রিকায় বহুতল ভবন ধসে নিখোঁজ ৪৮

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ আফ্রিকার জর্জ শহরে একটি বহুতল ভবন ধসে ছয়জন নিহত হয়েছেন। তবে এখনো নিখোঁজ রয়েছেন ৪৮ জন। মঙ্গলবার দেশটির কর্মকর্তারা এ তথ্য জানিয়েছেন। খবর সিএনএনের।
জর্জ মিউনিসিপ্যালিটি এক বিবৃতিতে জানায়, পশ্চিমাঞ্চলীয় কেপ প্রদেশে সোমবার স্থানীয় সময় দুপুর দুইটার দিকে ভবনটি ধসে পড়ে। এরই মধ্যে ধ্বংসস্তূপ থেকে বের করা হয়েছে ২৬ জনকে।

হিজবুল্লাহর আক্রমণে আরো দুই ইসরায়েলি সেনা নিহত

আপনজন ডেস্ক: লেবাননভিত্তিক সশস্ত্র রাজনৈতিক সংগঠন হিজবুল্লাহ’র ড্রোন হামলায় ইসরাইলের আরো দুই রিজার্ভ সেনা নিহত হয়েছে। গত ৭ অক্টোবরের পর হিজবুল্লার হামলায় লেবানন সীমান্তে এ নিয়ে মোট ১৩ দখলদার সেনা নিহত হয়েছে। তেল-আবিবভিত্তিক এ সংবাদমাধ্যম এক প্রতিবেদনে জানায়, সোমবার বিকেলে উত্তর ইসরাইলের মেতুলার একটি সামরিক অবস্থানে ওই ড্রোন হামলা চালায় ইরান সমর্থিত হিজবুল্লাহ। মঙ্গলবার দখলদার বাহিনী (আইডিএফ) দুই সেনা নিহতের খবর স্বীকার করেছে।
নিহত সেনাদের পরিচয় নিশ্চিত করেছে টাইমস অব ইসরাইল, তারা হলেন- মাস্টার সার্জেন্ট ডান কামকাজি এবং মাস্টার সার্জেন্ট নাহমান নাতান হারেৎজ। তাদের দুজনেরই বয়স ৩১ বছর। তারা দু’জনেই ৫৫১তম ব্রিগেডের ৬৫৫১তম ব্যাটালিয়নে কর্মরত ছিলেন। আইডিএফ জানায়, ইসরাইলি সেনারা হিজবুল্লাহর বিস্ফোরক বোঝায় ড্রোনটি ভূপাতিত করার চেষ্টা করেছে কিন্তু তাদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে এবং ড্রোনটি সেনাদের লক্ষ্য করে আঘাত করে। এতেই ওই দুই সেনা নিহত হয়।
এছাড়া এ হামলায় আহত হয়েছে আরো এক সেনা। তবে তার বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানায়নি আইডিএফ। এদিন অধিকৃত গোলান মালভূমির ইসরাইলি ঘাঁটি লক্ষ্য করে হিজবুল্লাহ একসঙ্গে অন্তত ৩০টি রকেট ছোঁড়া হয়।

স্লোভাকিয়ায় এক দিনে ১১০০ বোমা হামলার হুমকি

আপনজন ডেস্ক: স্লোভাকিয়ায় ব্যাংকসহ স্কুল ও প্রতিষ্ঠানগুলোতে একদিনে এক হাজার ১০০টিরও বেশি বোমা হামলার হুমকি দেওয়া হয়েছে। এতে দেশজুড়ে মানুষকে নিরাপদে সরিয়ে নেয়ার কাজ শুরু হয়। এ ঘটনায় তদন্ত শুরুর ঘোষণা দিয়ে পুলিশ এসব তথ্য জানিয়েছে।
পুলিশের ডেপুটি চিফ রাস্তিসলাভ পোলাকোভিচ বলেছেন, বিশেষ করে গুরুতর অপরাধ হিসেবে সন্ত্রাসী হামলার এই কাজটি তদন্ত করা হচ্ছে।
স্থানীয় সময় মঙ্গলবার ভোর ৫টা বা ৬টা থেকে স্কুলগুলোতে ই-মেইল আসতে শুরু করে। প্রায় এক হাজারটি বোমা হামলার হুমকি স্কুলগুলোকে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি ব্যাংকগুলো শতাধিক হুমকি পেয়েছে।
পুলিশ তাদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে লিখেছে, পুলিশ সম্পূর্ণ গতিতে কাজ করছে, স্কুলে নিরাপত্তা পরীক্ষা করছে এবং অপরাধীকে শনাক্ত করতে কাজ করছে। অপরাধীদের সম্ভাব্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সম্মুখীন হতে হবে।
স্বশাসিত ব্রাতিস্লাভা অঞ্চলের মুখপাত্র লুসিয়া ফরম্যান জানিয়েছেন, দেশটি কয়েক ডজন স্কুলে বোমা হামলার হুমকি নথিভুক্ত করেছে। তিনি বলেন, আমরা সব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছি, শিশুদের সরিয়ে নেয়া হয়েছে এবং পুলিশ ঘটনাটি মোকাবেলা করছে।

সিঙ্গাপুরে অত্যাধুনিক এফ ১৬ যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত

আপনজন ডেস্ক: সিঙ্গাপুরে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির একটি এফ-১৬ যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। বুধবার (৮ মে) দেশটির পশ্চিমাঞ্চলীয় সামরিক বিমানঘাঁটিতে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়। সিঙ্গাপুরের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, যুদ্ধবিমানটি টেঙ্গাই বিমানঘাঁটিতে বিধ্বস্ত হয়েছে। তবে এতে কোনো প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। দুর্ঘটনার পর বিমানের পাইলট নিরাপদে বের হয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন।
এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পাইলটের এখনো জ্ঞান রয়েছে। তিনি হাঁটতে পারছেন। তবে তার চিকিৎসা চলছে। তিনি ছাড়া অন্য কেউ দুর্ঘটনায় আহত হননি।
মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বিমানটি উড্ডয়নের সময় সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল। এরপর পাইলট জরুরি পদ্ধতি অবলম্বন করে পদক্ষেপ নেন। দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত শুরু হয়েছে বলেও জানিয়েছে মন্ত্রণালয়।
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে অন্যতম উন্নত বিমানবাহিনী রয়েছে সিঙ্গাপুরের। দেশটিতে এ ধরনের দুর্ঘটনা অত্যন্ত বিরল।
এর আগে ২০১০ সালে দেশটির একটি সামরিক হেলিকপ্টার ইঞ্জিনের সমস্যার কারণে একটি আবাসিক এলাকার কাছে খোলা মাঠে জরুরি অবতরণ করেছিল।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১২৫ সংখ্যা, ২৬ বৈশাখ ১৪৩১, ২৯ শাওয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

মহড়া ও হুমকি

ইউক্রেনের সন্নিকটে পারমাণবিক অস্ত্রের মহড়ার নির্দেশ দিয়াছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ইউক্রেনের আশপাশে অবস্থানরত নৌবাহিনীর সদস্য ও অন্য সেনারা অংশগ্রহণ করিবেন এই মহড়ায়। গতকাল রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, এই মহড়া চলাকালে কৌশলগত নহে—এমন (নন-স্ট্র্যাটেজিক) পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের প্রস্তুতিমূলক অনুশীলন করা হইবে। 'স্ট্র্যাটেজিক' ও 'নন-স্ট্র্যাটেজিক' বা ট্যাকটিক্যাল পারমাণবিক অস্ত্রের পার্থক্য মূলত ইহার আকার এবং লক্ষ্যবস্তুতে। ইহার ওয়ারহেড তুলনামূলক ক্ষুদ্র ও কম শক্তিশালী। জনবহুল এলাকার পরিবর্তে যুদ্ধক্ষেত্রের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানিতে ব্যবহার করা হয়। ভ্লাদিমির পুতিনের পারমাণবিক অস্ত্রের হুমকি নূতন নহে। ইউক্রেনে সংঘাত শুরু হইবার পর হইতেই তিনি এই ব্যাপারে হুমকি-ধমকি দিয়া আসিতেছেন। গত ফেব্রুয়ারি মাসে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে পারমাণবিক যুদ্ধের 'বাস্তব' ঝুঁকির বিষয়ে তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। তবে এই হুমকিতে কাজ হইতেছে না, এমনটি নহে। এই ব্যাপারে পশ্চিমা নেতারা উদ্বিগ্ন। পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা নিষিদ্ধে সই হওয়া একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি হইতে গত বত্সর রাশিয়া সরিয়া আসিবার পর হইতেই তাহাদের মধ্যে দেখা দিয়াছে আতঙ্ক। ইতিমধ্যে ইতালির প্রতিরক্ষামন্ত্রী গুইদো ক্রসেত্তো ও ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রঁ ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ অবসানে পুতিনের সহিত আলোচনার মাধ্যমে কূটনৈতিক সমাধান খুঁজিয়া বাহির করিতে জোর প্রচেষ্টা চালাইবার জন্য পশ্চিমা দেশগুলির প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। রাশিয়ার এই হুমকিতে ইউরোপীয় দেশগুলির ভয় পাওয়ার বাস্তবসম্মত কারণ রহিয়াছে। কেননা প্রযুক্তিগত সক্ষমতা ও রুশ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের স্ট্রাইকিং রেঞ্জ ইউরোপীয় দেশগুলির জন্য হুমকিস্বরূপ। বিশেষ করিয়া, ইউক্রেন ফ্রান্সের সীমান্ত হইতে প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার (প্রায় ৯৩২ মাইল) দূরে অবস্থিত। যদি রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে জিতিয়া যায়, তাহা হইলে রোমানিয়া, পোলান্ড, লিথুয়ানিয়া বা ফ্রান্সের নিরাপত্তা বিপন্ন হইতে লাগিবে মাত্র এক সেকেন্ড। রুশ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের শক্তি ও আঘাতের দূরত্ব বিবেচনায় নিলেও ইউরোপের অন্তরে কাঁপুনি সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট। ইউক্রেন যুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কিংবা পারমাণবিক যুদ্ধের সূত্রপাত হইবে কি না, বলা মুশকিল। তবে এই আশঙ্কা একেবারে অমূলক নহে। ইউক্রেন এখন সরাসরি রাশিয়ার ভূখণ্ডে হামলা চালাইতেছে। কিছুদিন পূর্বে রাশিয়ার বেলগোরোদ অঞ্চলে ইউক্রেনের ড্রোন হামলায় ছয় জন নিহত ও ৩৫ জন আহত হইয়াছেন। ফলে ক্রমেই বাড়িতেছে অস্থিরতা ও উত্তেজনা। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের ইউক্রেন সফরও তাত্পর্যবহ। সেইখানে সরাসরি ফরাসি সেনা পাঠানো হইলে পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয় তাহা বলা কঠিন। ইহাতে ন্যাটোভুক্ত দেশগুলি রাশিয়ার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িতে পারে। এখন টেনশনের কারণে নার্ভ শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিতে না পারিয়া পরমাণুশক্তিসম্পন্ন কোনো পাগলাটে শাসক যদি শেষ পর্যন্ত পরমাণু অস্ত্রের ট্রিগারে চাপ দিয়া বসেন, তাহা হইলে পৃথিবী সমূহবিপদ ও ক্ষতির সম্মুখীন হইবে নিঃসন্দেহে। বর্তমানে বিশ্বের আটটি দেশ পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী। দেশগুলি হইল—যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, চীন, ভারত, পাকিস্তান ও উত্তর কোরিয়া। ইহার মধ্যে তিনটি দেশ ন্যাটো সদস্য—যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স। ইহা ছাড়া ইসরাইলের নিকট পারমাণবিক অস্ত্র রহিয়াছে বলিয়া ধারণা করা হয়। আর ন্যাটো সদস্যদের মধ্যে পারমাণবিক অস্ত্র ভাগাভাগি রাষ্ট্র হইল—বেলজিয়াম, জার্মানি, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, তুরস্ক ও বেলারুশ। উল্লেখ্য, সাবেক পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী দক্ষিণ আফ্রিকা পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার নিয়ন্ত্রণ চুক্তি তথা এনপিটিতে যোগদানের পূর্বে এই অস্ত্রাগার ধ্বংস করে এবং সাবেক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র বেলারুশ, কাজাখস্তান ও ইউক্রেন তাহাদের পারমাণবিক অস্ত্র রাশিয়ায় স্থানান্তর করে। স্টকহোম আন্তর্জাতিক শান্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ধারণা, জানুয়ারি, ২০২৩ সালের হিসাব অনুযায়ী পারমাণবিক রাষ্ট্রসমূহের পারমাণবিক ওয়ারহেডের সংখ্যা ১২ হাজার ৫১২। এইভাবে পরমাণু অস্ত্র দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িবার কারণে অনেকে মনে করেন, এই অস্ত্র এখন অকার্যকর; কিন্তু সীমিত পর্যায়ে ও নন-স্ট্র্যাটেজিক পরমাণু অস্ত্রের প্রয়োগও যদি শুরু হয়, তাহা হইলে তাহার শেষ পরিণতি কতটা ভয়াবহ হইবে তাহা কল্পনাতীত। অতএব, পরমাণু অস্ত্র লইয়া হুমকি-ধমকি বন্ধ করিতে বিশ্বনেতাদের বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে হইবে।

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

মোদি কি এবার হেরে যেতে পারেন

ভারতের লোকসভা নির্বাচনের তৃতীয় দফার ভোটগ্রহণ আজ ৭ মে। ইতিমধ্যে দুই দফার ভোটের পর ভোটারদের যে মনোভাব ও পারিপার্শ্বিক চিত্র দেখা যাচ্ছে, তা ক্ষমতাসীন দল বিজেপির কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তব্যসহ দলটির আচরণে তেমনটিই প্রতীয়মান হচ্ছে। তাহলে কি বিজেপিকে ক্ষমতা হারানোর ভয় পেয়ে বসেছে? কী কী কারণ মোদির হেরে যাওয়ার আশঙ্কাকে বাস্তবসম্মত করে তুলেছে, তা বিশ্লেষণ করছেন দেশটির বিরোধী দল কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতা **শশী থারুর..**

ভারতের নির্বাচন নিয়ে কিছুদিন আগেও ব্যাপকভাবে যে ধারণা ছিল, নির্বাচন দ্বিতীয় মাসে গড়াতে না গড়াতে সেই ধারণা ভেঙে পড়েছে।

আত্মতুষ্টিতে বুঁদ হয়ে থাকা পণ্ডিতেরা অনেক আগেই রায় দিয়ে রেখেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর দল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) অতি স্বাচ্ছন্দ্যে জিতে যাবে। কিন্তু সাত ধাপের নির্বাচনের মধ্যে দুটি ধাপের প্রায় ১৯০টি আসনের ভোট গ্রহণের পর মনে হচ্ছে, বিজেপির হাতে জয় যতটা সহজে ধরা দেবে বলে ভাবা হচ্ছিল, সেটি ততটা সহজে বোধ হয় আর হচ্ছে না।

ভারতের স্বায়ত্তশাসিত নির্বাচন কমিশন (ইসি) সাতটি ধাপের সব কটি আসনে ভোট শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো ধরনের আগাম জরিপের ফল প্রকাশের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রেখেছে। (আগামী ১ জুন ভোট গ্রহণ শেষ হবে এবং ৪ জুন ফলাফল ঘোষণা করা হবে)। তবে ভোটারদের মনোভাব ও গতিপ্রকৃতির অনানুষ্ঠানিক পর্যবেক্ষণ যে জোরালো ইঙ্গিত দিচ্ছে, তা মোটেও বিজেপির পক্ষে যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে, বিজেপিকে তৃতীয় দফায় ক্ষমতায় আনার পক্ষে দলটি ভোটারদের তেমন কোনো জুতসই যুক্তি দেখাতে পারেনি।

মোদি নতুন চাকরির বাজার সৃষ্টি করবেন বলে জনগণকে যে কথা দিয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতি দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় এলে তিনি পূরণ করতে পারবেন—এমন আশা থেকে ২০১৪ সালের পর ২০১৯ সালেও যাঁরা বিজেপিকে ভোট দিয়েছিলেন, তাঁদের আবার মোদিকে ভোট দেওয়ার কোনো যৌক্তিক কারণ নেই।

সত্যিটা হলো, মোদির আমলে বেকারত্ব তো কমেইনি; বরং তা মারাত্মকভাবে মাথাচাড়া দিয়েছে। সম্প্রতি বেকারত্বের পারদ কিছুটা পড়তির দিকে বলে মনে হলেও এটি বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে সরকারি খাতাপত্রে বেকারত্বের যে হিসাব দেখানো হচ্ছে, আদতে তা তার চেয়ে অনেক বেশি।

প্রকৃত অবস্থা হলো, ২০১৪ সাল থেকে ভারতের ৮০ শতাংশ লোকের আয় কমতির দিকে রয়েছে। এসব লোকের জিনিসপত্র কেনার ক্ষমতা এবং সঞ্চয় করার ক্ষমতা দুটিই ধসে গেছে। অনেকেই জনকল্যাণকে ঠিকমতো সুরক্ষা দিতে না পারার জন্য সরকারকে দায়ী করে আসছেন। কিন্তু তারপরও নিশ্চিতভাবে মোদি তাঁর ব্যক্তিগত ইমেজ দিয়ে কট্টর ভক্তদের নিয়ে যে গোষ্ঠীকে দাঁড় করিয়েছেন, তাদের সুবাদে তিনি এখনো যথেষ্ট জনপ্রিয়তা উপভোগ করছেন।

ব্যক্তি মোদির জনপ্রিয়তায় ভাটা না পড়লেও তাঁর দলের প্রার্থীরা ততটা জনপ্রিয় নন। বিজেপির প্রার্থীরা ভোটারদের সরাসরি অবজ্ঞার মুখে না পড়লেও একধরনের প্রচ্ছন্ন উদাসীনতার মুখে যে পড়ছেন, তাতে সন্দেহ নেই।

মোদির আচরণ ও হাবভাবে তাঁর ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা প্রকাশ পাচ্ছে। তিনি তাঁর মুসলিমবিরোধী হাঁকডাক থেকে বেরিয়ে এখন সরাসরি আক্রমণের দিকে চলে গেছেন। তিনি বিরোধী দল কংগ্রেস পার্টিকে নিশানা করে তোপ দাগতে শুরু করেছেন।

মোদি বলেছেন, কংগ্রেস পার্টির ইশতেহারে 'মুসলিম লিগের সিল লাগানো আছে'। গত মাসে একটি নির্বাচনী প্রচারণা সভায় মোদি কোনো রকম রাখঢাক না করেই বলেছেন, কংগ্রেস পার্টি সরকার গঠন করলে সেই সরকার হিন্দুদের জমিজমা, সহায়-সম্পত্তি সবকিছু মুসলমানদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দেবে।

কংগ্রেস পার্টির ইশতেহারে না 'মুসলিম' না 'ভাগ-বাঁটোয়ারা'—এ দুটির কোনো একটি শব্দ না থাকার পরও তিনি কংগ্রেস পার্টির রাজনৈতিক অবস্থানের নির্জলা অপব্যাখ্যা দিয়েছেন। মোদি মুসলমানদের ভারতীয় না বলে 'অনুপ্রবেশকারী' ও 'গন্ডায় গন্ডায় বাচ্চা পয়দা করা লোক' বলে অপমান করেছেন।

এ ধরনের চরম উসকানি দেওয়া বক্তৃতা তাঁর পদ-পদবির জন্য অবমাননাকর। একজন প্রধানমন্ত্রীর সারা দেশের সব নাগরিকের সেবক হওয়ার কথা থাকলেও মোদি খুল্লামখুল্লাভাবে ভারতের ২০ কোটি নাগরিককে অবজ্ঞা করেছেন। বিজেপির অন্যান্য নেতাও একই ধরনের ভয়ভীতি দেখিয়েছেন। যেমন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, বিজেপি যদি হেরে যায়, তাহলে ভারতে শরিয়াহ আইন চালু হয়ে যাবে।

> **মোদির আচরণ ও হাবভাবে তাঁর ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা প্রকাশ পাচ্ছে। তিনি তাঁর মুসলিমবিরোধী হাঁকডাক থেকে বেরিয়ে এখন সরাসরি আক্রমণের দিকে চলে গেছেন। গত মাসে একটি নির্বাচনী প্রচারণা সভায় মোদি কোনো রকম রাখঢাক না করেই বলেছেন, কংগ্রেস পার্টি সরকার গঠন করলে সেই সরকার হিন্দুদের জমিজমা, সহায়-সম্পত্তি সবকিছু মুসলমানদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দেবে। মোদি মুসলমানদের ভারতীয় না বলে 'অনুপ্রবেশকারী' ও 'গন্ডায় গন্ডায় বাচ্চা পয়দা করা লোক' বলে অপমান করেছেন।**

এ ধরনের উগ্র ও চরমপন্থী বক্তৃতাবাজির পরও সেগুলোকে খুব কমই আশ্চর্যজনক বিষয় হিসেবে দেখা হচ্ছে। কারণ, কমবেশি সবাই জানে, ধর্মের ভিত্তিতে ভোটারদের ভাগ করে ফেলার চেষ্টা বিজেপির একটি পরীক্ষিত কৌশল।

তাদের যুক্তিটি খুব সহজ, মুসলমানদের ভয়ংকরভাবে উপস্থাপন করাটা ভারতের মোট হিন্দু জনগোষ্ঠীর (সংখ্যায় যাঁরা ভারতের প্রায় ৮০ শতাংশ) অর্ধেককেও যদি তাদের অন্যান্য পার্থক্য ভুলে বিজেপির শিবিরে একত্র করতে পারে, তাহলে নিশ্চিতভাবে আরেকটি জয় তাদের ঝুলিতে পড়বে।

কিন্তু বিজেপির এই কৌশল যে একেবারে নিশ্চিত লক্ষ্যভেদী, তা কিন্তু নয়। সে কারণে তারা আরও কিছু কৌশল নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই তারা বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনে তারপর সেসব অভিযোগ থেকে রেহাই দেওয়ার কথা বলে তাঁদের বিজেপির ঘাটে নৌকা বাঁধতে বাধ্য করেছে। গায়ে দুর্নীতির কালি লাগানো বিরোধী নেতাদের বিজেপির 'ওয়াশিং মেশিনে' ঢুকে একেবারে 'সাফ-সুতরো' হয়ে বের হওয়াটা এখন জাতীয় কৌতুকে পরিণত হয়েছে। বিকল্প হিসেবে বিজেপি ছোট ছোট দলকে নিয়ে জোট গড়ার প্রস্তাবও দিয়ে রেখেছে। অন্ধ্র প্রদেশের তেলেগু দেশম পার্টি এসব দলের একটি। বছর কয়েক আগে লোকসভায় তারা মোদি সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিল এবং দলটির নেতা মোদির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু এখন আচমকা তাদের সব কসুর মাফ করে দেওয়া হয়েছে।

পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য ওডিশায় বিজু জনতা দল এবং পশ্চিমের রাজ্য পাঞ্জাবের অকালি দলকে (এ দুটি দলই পূর্ববর্তী জোট গঠনের সময় বিজেপিকে পরিত্যাগ করেছিল) বিজেপির নিজের দিকে টানার চেষ্টা খুব কমই সফল হয়েছে। দুটি দলই বিজেপির অনুরোধ ঠেলে ফেলে দিয়েছে। তবে কোনো দলকে কবজায় নেওয়ার ক্ষেত্রে যখন প্ররোচনা ও সহযোগিতা দেওয়ার লোভ কাজ করে না, তখন বিজেপি সরাসরি ভয় দেখানোর পথে হাঁটে। দিল্লি ও পাঞ্জাবের বিধানসভা দখলে রাখা আম আদমি পার্টির ক্ষেত্রে এ ঘটনা ঘটেছে। দলটির প্রধান ও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল বিজেপির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে রাজি না হওয়ায় একটি মামলায় আসামি বানিয়ে তাঁকে রাতারাতি ধরে নিয়ে গারদে পুরে দেওয়া হয়েছে।

কেজরিওয়ালের ডেপুটিকে কোনো রকম অভিযোগ ছাড়াই প্রায় এক বছর কারাগারে বন্দী রাখা হয়েছে। কংগ্রেসের সঙ্গেও একই ধরনের আগ্রাসী আচরণ করা হয়েছে। নির্বাচনী প্রচারণার শুরুতেই দলটির ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলো জব্দ করা হয়েছে। একটি লুটের মামলার অনুসন্ধান কাজের অংশ হিসেবে গত মাসেই কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর হেলিকপ্টারে তল্লাশি চালানো হয়েছে। এগুলো ব্যাপক জনসমর্থনপুষ্ট একটি আত্মবিশ্বাসী দলের কাজ-কারবার হতে পারে না। বরং এসব এমন একটি দলের কাজ, যাদের মনে ক্ষমতা থেকে ছিটকে পড়ার ভয় প্রবলভাবে কাজ করে।

বিজেপি ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ লোকসভা নির্বাচনে ছয়টি রাজ্যে সব কটি আসনে জিতেছিল। একটি বাদে সব কটি আসনে তাদের জয় হয়েছিল তিনটি রাজ্যে। দুটি বাদে সব কটি আসনে জয় পেয়েছিল দুটি রাজ্যে। এসব রাজ্যে বিজেপির গমনপথ একটাই, আর সেটি হলো—পতন। এসব রাজ্যের প্রতিটিতে যদি বিজেপি হাতে গোনা আসনও হারায়; অর্থাৎ সব মিলিয়ে মাত্র ৩২ টি আসন যদি তাদের হাতছাড়া হয়, তাহলেও তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাবে।

আর এমনটি ঘটার জোরালো সম্ভাবনা আসলেই আছে। ২০১৯ সালের নির্বাচনের মাস কয়েক আগে পাকিস্তানভিত্তিক সন্ত্রাসী সংগঠন জইশ-ই-মুহাম্মদ জম্মু-কাশ্মীরে একটি সামরিক বহরে হামলা চালানোর পর সেই ঘটনাকে ভোট টানার ক্ষেত্রে বিজেপি কাজে লাগিয়েছিল। সেই ঘটনা তখন বিজেপির ভোট বাড়াতে বড় ধরনের ভূমিকা রেখেছিল। কিন্তু এবারের নির্বাচনে ভোটারদের আচ্ছন্ন করার মতো সে ধরনের কোনো ঘটনা নেই। সে কারণে বিজেপি আগেরবারের মতো ফল আশা করতে পারছে না।

এবারকার ভোটে জনসাধারণের সামনে বিজেপির প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের যথেষ্ট নজির আছে। অন্যদিকে বিরোধীরা নতুন আত্মবিশ্বাসে উজ্জীবিত হয়েছে। ফলে বাতাসে এখন পরিবর্তনের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

শশী থারুর ভারতের কংগ্রেস পার্টির এমপি, যিনি জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল এবং ভারতের পররাষ্ট্র ও মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন

সংক্ষিপ্তাকারে অনুবাদ

ক্রিস ডয়েল

রাফায় কী ঘটতে যাচ্ছে, কেউ কল্পনা করতেও পারছে না

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে একটি ফিলিস্তিনবিরোধী জনসমাবেশ থেকে স্লোগান দেওয়া হয়েছে, 'রাফা, রাফা, আমরা এখানে আসছি।' যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা দেশগুলোর সংবাদমাধ্যম এখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্রমবর্ধমান আন্দোলন নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয়, ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয়ও আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ছে। সংবাদমাধ্যমের শিরোনাম ভরে উঠছে, প্রতিবাদ, প্রতিবাদকারীদের উদ্দেশ্য, পাল্টা প্রতিবাদ, পুলিশের কর্মকাণ্ড—এমন সব বিতর্ক দিয়ে। চিরচেনা বিশ্লেষকেরা যেন খুব আরাম করেই ভুলে যাচ্ছেন এসব ঘটনা আসলে কী কারণে ঘটছে। বাস্তব গল্পটা গাজার মাটিতেই ঘটে চলেছে। বাদবাকি যা কিছু তার সবটাই পার্শ্বগল্প। কিছু গণহত্যার সমর্থক অনেক গোষ্ঠীই এই পার্শ্বগল্পের ওপরই মূল দৃষ্টিটা আটকে রাখতে চান।

বাস্তব গল্পটা সেই সমাজের, যেখানে এখন আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নেই। গাজার সব কটি বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করে দিয়েছে ইসরায়েল। গল্পটা সেই সমাজের, যেখানে মানুষের ভবিষ্যৎ ও জীবনের মৌলিক সান্ত্বনাটুকুও ঝুঁকিতে। গল্পটা তাদের, যারা এখন ইসরায়েলের পরবর্তী জাতি হত্যামূলক অভিযানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। সর্বোপরি, গল্পটা ১৫ লাখ বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনির, যারা দক্ষিণ গাজার রাফায় গাদাগাদি করে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। তাদের অনেকেই এবার নিয়ে সাতবার বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। গল্পটা সেখানকার ছয় লাখ শিশুর, যাদের অনেকেই নতুন করে এতিম হয়েছে। গল্পটা তাদের, যারা না খেয়ে, পানি পান না করতে পেরে মরতে বসেছে।

বছরের পর বছর ধরে রাফা শহরের মানুষের ভয়ংকর বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে আসছে। ১৯৫৬ সালে ইসরায়েলিদের আগ্রাসন ও দখলদারত্বের সময় প্রথম তারা গণহত্যার শিকার হয়েছিল। সেবার ইসরায়েলি সেনারা রাফা শরণার্থীশিবিরে অবস্থিত ইউএনআরডব্লিউএ (ইউনাইটেড নেশনস রিলিফ অ্যান্ড ওয়ার্ক ফর প্যালেস্টাইন রিফিউজি) স্কুলের দিকে লোকজনকে নিয়ে গিয়ে গুলি চালিয়েছিল। জাতিসংঘের সংস্থাগুলো সেখানে ১১১ জনের লাশ পড়ে থাকতে দেখেছিল, যাদের ১০৩ জনই শরণার্থী।

রাফা এখন গাজার শেষ জায়গা, এখনো যেখানটা ইসরায়েল পুরোপুরি ধুলায় মিশিয়ে দেয়নি। এমনিতেই রাফায় ২ লাখ ৭০ হাজার মানুষ বাস করতেন। কিন্তু এখন পাঁচ গুণের বেশি মানুষ সেখানে আশ্রয় নিয়ে আছেন। এই রাফাকেই যখন গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে, তখন গাজায় আর কি অবশেষ থাকবে?

সংস্থাগুলো সতর্ক করছে যে রাফায় কোনো ধরনের অভিযান হলে আরও বেশি ফিলিস্তিনিকে দুর্ভিক্ষের দিকে ঠেলে দেওয়া। একটা চরম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অপুষ্টিতে ভোগা জনগোষ্ঠীর রোগ প্রতিরোধক্ষমতা এমনিতেই তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। মশা, মাছি, কীটপতঙ্গ রোগবালাই ছড়িয়ে দিচ্ছে।

হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে কি অস্ত্রবিরতি চুক্তি হবে? উত্তর হলো দুই দিকের নেতৃত্বই চুক্তির ব্যাপারে আগ্রহী, কিন্তু প্রতিপক্ষ শত্রু তাদের ওপর দায় চাপায় কি না, সেটার দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে। আর বাস্তবতা হচ্ছে, চুক্তির মধ্যে শর্ত যা-ই থাকুক না কেন, ইসরায়েলি বাহিনী রাফাকে দোজখে পরিণত করবেই।

রাফায় আটকে পড়া ফিলিস্তিনিরা মানসিক পীড়নের শিকার হচ্ছে। তিন মাস ধরে তারা দেখছে, আন্তর্জাতিক বিতর্ক চলছে রাফায় ইসরায়েলি বাহিনী অভিযান চালাবে নাকি চালাবে না। তারা জানে যে তাদের ওপর যন্ত্রণা ও দুঃস্বপ্ন অবধারিতভাবে আসছে, কিন্তু তারা জানে না, সেটা কখন আসবে।

বাইরে থেকে অনেকে বুঝতে পারছে না, ইসরায়েল স্থল অভিযান শুরু না করলেও রাফায় নিয়মিত বোমা হামলা করে আসছে।

খুব ভাগ্যবান দু-একজন রাফা সীমান্ত দিয়ে মিসর পাড়ি দিতে পারছেন। সে জন্য তাদের বড় অঙ্কের অর্থ জোগাড় করতে হচ্ছে। ৫ হাজার ডলার জোগাড় করতে পারলেই প্রাপ্তবয়স্ক কেউ ফিস দিয়ে সীমান্ত পার হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন থেকে শুরু করে ইসরায়েলের মিত্রদেশগুলোর সবাই রাফায় অভিযান না চালানোর জন্য ইসরায়েলকে সতর্ক করেছে। এই প্রথম পশ্চিমারা অন্তত দাবি করল, ইসরায়েল যেন সামনে না এগোয়। জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, গাজার মানুষ তাদের ছোট্ট একটু আকাশের মধ্যে হারিয়ে যেতে পারে না।

কিন্তু ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু প্রতিরক্ষা নিয়ে তাঁর অবস্থানে অনড় আছেন। যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন থেকে সাম্প্রতিক বিবৃতিতে জোর দেওয়া হয়েছে, বেসামরিক লোকদের কীভাবে রক্ষা করা হবে, সেই পরিকল্পনা থাকতে হবে অভিযান পরিকল্পনায়। নেতানিয়াহু খুব পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন যে ইসরায়েল রাফা অভিযানে যাবেই। অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচ শুধু রাফায় অভিযান নয়, নির্মূল অভিযানের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, গাজার সব মানুষের ভাগ্যে সেটাও হওয়া দরকার।

এই তত্ত্ব কি বাস্তবে কাজে আসবে? হামাস নেতাদের হত্যাকাণ্ড ইসরায়েলকে তো নিরাপদ করতে পারেনি। গাজায় ইসরায়েলের নৃশংস বোমা হামলা আট মাসে প্রবেশ করেছে। কিন্তু সেই হামলা নতুন সদস্য সংগ্রহ ও তহবিল পাওয়ার ক্ষেত্রে হামাসকে কোনো সমস্যায় ফেলেনি। নেতানিয়াহুর অভিযান হামাসকে বরই পরমায়ু দিয়েছে। তারা আরও বেশি কট্টর হচ্ছে।

রাফায় আগ্রাসন জিম্মিদের মুক্তির ক্ষেত্রেও কোনো সহযোগিতাও করবে না। ত্রাণ ও মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি সংস্থা স্পষ্ট করে বলছে, গাজায় আর কোনো নিরাপদ জায়গা অবশেষ নেই। মিসর বড় ধরনের শরণার্থী সংকটের ভয় করছে। এ অবস্থায় দেশটি চাইছে না সিনাই উপত্যকায় ফিলিস্তিনি শরণার্থীরা যাক। রাফা থেকে মানুষজন গাজার উত্তর দিকে যেতে চাইলে সেটা খুবই বিপজ্জনক হবে। কারণ, পুরো জায়গাটি ভবনের ধ্বংসস্তূপ আর অবিস্ফোরিত বিস্ফোরকে পূর্ণ। আবার অনেকে এতটাই ছোট, বৃদ্ধ আর আহত যে তাদের পক্ষে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়াটা অসম্ভব। এ ছাড়া রাফা থেকে যাঁরা বের হতে চান, তাঁদের জন্য নানা স্তরের চেক পয়েন্ট বসিয়েছে ইসরায়েল। ইসরায়েলি সেনারা যদি মনে করেন, রাফার কারও বয়স লড়াই করার মতো, তাহলে তাঁকে আর বাইরে বের হতে দিচ্ছে না।

সুতরাং, ফিলিস্তিনের সব তরুণকে নির্বিচার শাস্তি দেওয়া চলছে। গাজা সিটি, খান ইউনিসে যা হয়েছে, তার থেকে রাফায় ভিন্ন কিছু ঘটবে না। ওই বসতিগুলো ইসরায়েল পুরোপুরি মানুষের বসবাসের অনুপযোগী করে দিয়েছে। গত সাত মাসের অভিজ্ঞতা থেকে যদি কেউ মনে করে ভিন্ন কিছু ঘটবে, তাহলে সেটা নিষ্পাপ ধারণা হবে।

রূঢ় বাস্তবতা হচ্ছে, গাজায় যা ঘটতে চলেছে, তার জন্য বিশ্ব তৈরি নয়। ইসরায়েলকে থামাতে ব্যর্থ হওয়া ও গাজায় তাদের গণহত্যা চালাতে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে শাসনভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার কবর রচিত হওয়া।

ক্রিস ডয়েল, লন্ডনে অবস্থিত কাউন্সিল ফর আরব-ব্রিটিশ আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের পরিচালক

আরব নিউজ থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ

প্রথম নজর

মানবাধিকার কর্মীর পুত্র বিতান আহমেদ ৯ম

আসিফা লস্কর ● সরিষা

আপনজন: উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ হয়েছে। আর সেই ফলাফলে মেধাতালিকায় নাম তুলে নিয়েছে ডায়মন্ড হারবারে সরিষা রামকৃষ্ণ মিশনের বিতান আহমেদ। নবম হয়েছে বিতান আহমেদ।

আর এই খবরে খুশির হাওয়া পরিবারের মধ্যে। খবর পেয়েই আশেপাশের মানুষরা ভিড় জমাতে থাকে বিতানের বাড়িতে। আনন্দে মিষ্টি খাওয়ালেন বাবা মা। বিতান জানিয়েছে এই সাফল্যের পিছনে তার প্রধান কৃতিত্ব বাবা-মায়ের, তারপরে স্কুলের শিক্ষকদের। তবে সাফল্যের খুশিতে কেঁদে ফেলল বাবা-মা ও বিতান।

আগামী দিনে চিকিৎসক হয়ে মানুষের সেবা করাই প্রধান উদ্দেশ্য বলে জানায় বিতান আহমেদ। ভবিষ্যতে চিকিৎসক হয়ে সাধারণ মানুষের পাশে থাকতে চায় উচ্চ মাধ্যমিকের নবম স্থানাধিকারী বিতান আহমেদ।

তার বাবা আলতাফ আহমেদ এপিডিআর সংগঠনের সাথে যুক্ত থেকে মানুষের পাশে থেকে কাজ করে চলেছেন। তাই বাবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে চিকিৎসক হিসাবে মানুষের পাশে থাকতে চায় বিতান। আর ছেলের এই কাজে বাবা আলতাফ আহমেদ সবসময় আছেন বলে জানালেন। বিতানের তার বিভিন্ন বিষয়ে নং গুলি হল- বাংলায়-৯৫, ইংরেজি -৯৮,বায়ো -৯২,কেমিস্ট -৯৭,ফিজিক্স -৯৮ ও অংক -১০০।

বহরমপুরের প্রত্যন্ত গ্রামের কৌশিক অষ্টম

আসিফ রনি ● বহরমপুর

আপনজন: উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্য অষ্টম ও মুর্শিদাবাদে প্রথম হয়ে তাক লাগালো বহরমপুরের রাধারঘাট এলাকার প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলে কৌশিক ঘোষ।

কৌশিক গোয়ালজান রিফুজি হাই স্কুলের ছাত্র। ৪৮৯ পেয়ে সে মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রথম ও রাজ্যে অষ্টম স্থান অধিকার করেছে।

বুধবার দুপুর ২ টোয় প্রকাশিত হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিকের রেজাল্ট। আর তাতে অষ্টম হয়ে সকলের নজর কেড়েছে মুর্শিদাবাদের ছেলে কৌশিক ঘোষ।

কৌশিকের বাড়ি মুর্শিদাবাদের বহরমপুর থানার রাধারহাট অঞ্চলের গোপজান্নাতপুর গ্রামে। সে গোয়ালজান রিফিউজি হাই স্কুলের ছাত্র। বাবার নাম রঞ্জিত ঘোষ , তিনি পেশায় একজন দর্জি। পরিবারের রয়েছে বাবা-মা দিদি ও দিদা। ছেলের সাফল্যে খুশি পরিবার থেকে প্রতিবেশীরা।

কৌশিকের প্রাপ্ত নাম্বার ৪৮৯, শতকরা ৯৭. ৮ ।

কৌশিক জানায় সে নিয়ম করে যতটা পড়াশোনা প্রয়োজন ততটাই করতো পাশাপাশি খেলাধুলা করতো। তার মা জানাই ছেলের দিনে ৮ থেকে ১০ ঘন্টা পড়তো, পাশাপাশি কত খেলাধুল। কৌশিক জানায় তার এই সাফল্যের সবচেয়ে অবদান রয়েছে তার মায়ের।

অন্যদিকে মুর্শিদাবাদে লালগোলার তৌফিক মাহমুদ ৪৯৭ পেয়ে দশম স্থান অধিকার করেছে। তৌফিক আল আমিন মিশনের ছাত্র। মেধা তালিকা থেকে জেলায় দুই ছাত্রের নাম উঠে আসায় জেলা বাসীর মুখে চর্চায় দুই পড়ুয়ার নাম।

জয়নগর ২ নং বিডিওর উদ্যোগে রক্তদান

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: জয়নগর ২ নং বিডিওর উদ্যোগে নিমপীঠ বিডিও অফিসে রক্তের যোগান বজায় রাখতে ও ভোট দানের উপর সচেতনতা বাড়াতে রক্তদান শিবির হয়ে গেল বুধবার।

রক্তদানের মধ্যে দিয়ে জীবন বাঁচানোর তাগিদে সরকারি ব্লাড ব্যাংকের সহায়তায় এদিন এই রক্তদান শিবির হয়ে গেল।এদিন বিডিও মনোজিত বসু সহ ৭৭ জন রক্তদানে এগিয়ে আসেন।এদিন এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর মহকুমা শাসক চিত্রদীপ সেন, জয়নগর ২ নং বিডিও মনোজিত বসু, জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিংঙকা মন্ডল,পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সেলিম শেখ, ওয়াহিদ মোল্লা,কর্ণকান্তি হালদার সহ আরো অনেকে।এদিন রক্তদাতাদের হাতে ভোটের সচেতনতা উপর সাটিফিকেট ও মাথার টুপি তুলে দেন বারুইপুর মহকুমা শাসক ও জয়নগর ২ নং বিডিও।এদিন জয়নগর ২ নং বিডিও মনোজিত বসু বলেন,এই সময়ে রক্তের আকাল চলছে। আর তারই পাশাপাশি লোকসভা ভোট চলছে।তাই রক্তদাতাদের রক্তদানের পাশাপাশি ভোট দানের ওপর সচেতনতা বাড়ানোর প্রচার ও করা হয় এদিন।

উচ্চমাধ্যমিকে ধারাবাহিক সাফল্য ধরে রাখল মামূন ন্যাশনাল স্কুল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেমারি

আপনজন:এবারের মাধ্যমিকের ন্যায় উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফলে সাফল্যের ধারা বজায় রেখেছে মামূন ন্যাশনাল স্কুল।

এবারে উচ্চমাধ্যমিকে এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী বিলকিস রেহেনা সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়েছে। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৭৩(৯৪.৬%)। ছাত্রীর বাড়ি মাহাতা, ভাতার, পূর্ব বর্ধমান। তার পিতা সবজি বিক্রেতা।

জি.ডি. স্কলারশিপ নিয়ে পড়াশোনা করেছে। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে বীরভূম জেলার রামপুরহাটের দাদপুর গ্রামের নূরজাহান খাতুন। সে ৪৭২ পেয়েছে (৯৪.৪%)। তার পিতা একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। সেও জি. ডি. স্কলারশিপ নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানে পঞ্চম শ্রেণি থেকে পড়েছে।

হাবিবুর রহমান গাজী ৪৬৪ (৯২.৮%)নম্বর পেয়ে বালকদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে। সে কোরআনের হাফেজ, ‘হিফজুল কোরআন’ বিভাগের ছাত্র ছিল। সরাসরি নবম শ্রেণিতে সে ভর্তি হয়। এখন সে জি.ডি. অ্যাকাডেমিতে নিটের কোচিং নিচ্ছে। তার বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদে। এখানে নবম শ্রেণি থেকে জি.ডি. স্কলারশিপে প্রায় ফ্রিতে পড়াশোনা করে আসছে। কোরআনের হাফেজ ছাত্রদের ক্ষেত্রে এই বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়।

তার বাবা মুজিবর গাজী একজন খারিজী মাদ্রাসার শিক্ষক।

এবারে মোট ২০৫ জন ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছিল।

বিলকিস রেহেনা (৪৭৩)

নূরজাহান খাতুন (৪৭২)

হাফেজ হাবিবুর (৪৬৪)

গোলাম সরওয়ার (৪৬৩)

প্রত্যেকেই সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে।

৯০ শতাংশ এবং তার উপরে নম্বর পেয়েছে ২০ জন ছাত্র-ছাত্রী। ৪৫ জন ছাত্রছাত্রী ৮৫ শতাংশ এবং তার উপরে নম্বর পেয়েছে। ৮০ শতাংশ এবং তার উপরে নম্বর পেয়েছে ৮৮ জন। ১৪১ জন ছাত্র-ছাত্রী ৭৫ শতাংশ (স্টার মার্কস) এবং তার বেশি নম্বর পেয়ে বিদ্যালয়ের মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখেছে। বিদ্যালয়ের সার্বিক এই সাফল্য প্রশংসার দাবি রাখে। কৃতি ছাত্র-ছাত্রী ও সম্মানিত সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন বিদ্যালয়ে চেয়ারম্যান বিশিষ্ট শিল্পপতি ও দানবীর মোস্তাক হোসেন সাহেব।

প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক কাজী মুহাম্মদ ইয়াসীনও সফল ছাত্র-ছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ ও মামূন পরিবারের সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ তথা ‘বক্তা সম্রাট’ মরহুম গোলাম আহমাদ মোর্তজা সাহেব ছিলেন এই বিদ্যালয়গুলির প্রতিষ্ঠাতা। এখানে বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমের শাখা রয়েছে। এই শাখা গুলিতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার প্রায় ১৩০০ অধিক ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করছে।

উচ্চমাধ্যমিকে চমকপ্রদ সাফল্য জ্ঞান সঞ্চয় অ্যাকাডেমির

ওয়াসিম ফারহাদ (৪৮৩)

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: বিগত বছরের মতো এবছর উচ্চ মাধ্যমিকে চমকপ্রদ সাফল্য পেল আল আমীন মিশনের শাখা সামসেরগঞ্জের জ্ঞান সঞ্চয় অ্যাকাডেমি।

বুধবার উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশিত হতেই মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের রতনপুরে অবস্থিত আল আমিন মিশনের শাখা জ্ঞান সঞ্চয় অ্যাকাডেমিতে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়।

মিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, এবছর জ্ঞান সঞ্চয় অ্যাকাডেমি থেকে মোট ৫৬ জন ছাত্র উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেন। তাদের মধ্যে ৪৮৩ নম্বর পেয়ে যুগ্ম ভাবে প্রতিষ্ঠানের সেরা হয়েছেন ওয়াসিম ফারহাদ এবং জামাল সাবজি। যা রাজ্যে উচ্চমাধ্যমিকে ১৪ তম স্থান। ওয়াসিম ফারহাদের বাড়ি কান্দির কুমারসান্দা গ্রামে এবং জামাল সাবজির বাড়ি রতুয়ার বাহারাল গ্রামে।

বাকি ছাত্রদের মধ্যে ৯০ শতাংশের উপর পেয়েছেন ১৩ জন, ৮৫ শতাংশের উপরে ৪৬ জন এবং বাকিরা সকলেই ৭৫ শতাংশের উপরে নম্বর পেয়ে কার্যত চমক দিয়েছেন।

এদিকে শুধু বালক বিভাগেই নয়, গার্লস বিভাগে মোট ৩৫ জন ছাত্রী পরীক্ষায় বসেন। যার মধ্যে ১৪ জনই ৯০ শতাংশের উপরে নম্বর পেয়ে সফল হয়েছেন এবং ৪৬৭ নম্বর পেয়ে একাডেমির সেরা হয়েছেন বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী হাফিজা খাতুন। বাকি ছাত্রীরাও ৭৫ শতাংশের উপরে নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তার মধ্যে ৮০ শতাংশের উপরে ৩৪ জন।

জ্ঞান সঞ্চয় অ্যাকাডেমি থেকে গত বছরের থেকে এবছর চমকপ্রদ সাফল্য করেছে বলেই জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল সাইফুল্লাহ সিদ্দিক এবং অ্যাকাডেমির সুপার আব্দুর রাকিব। এবছর উচ্চ মাধ্যমিকে চমকপ্রদ সাফল্য হওয়ায় খুশির জোয়ার আল আমিন মিশনের শাখা জ্ঞান সঞ্চয় অ্যাকাডেমিতে।

আল আমিন মিল্লি মিশনের দারুণ ফল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হটুগঞ্জ

আপনজন: ২০২৪ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের থেকেও উচ্চমাধ্যমিকে আল আমিন মিল্লি মিশন দারুন ফলাফল করলো। এবছর মোট ৩০ জন পরীক্ষার্থী ছিল। এদের মধ্যে জসিম উদ্দিন নাইয়া ৪৫৯ নম্বর পেয়েছে। অর্থাৎ ৯২% আর ১২ জন পেয়েছে ৮৮% ,১৯ জন পেয়েছে স্টারমার্ক বাকিরা ৭০%।

মিশনের চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুল গাফফার এবং সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মোঃ আব্দুল ওহাব এই ফলাফলের জন্য অনেক অনেক উচ্ছ্বসিত। সকল ছাত্রদেরকে সালাম শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন সেইসঙ্গে সমস্ত শিক্ষকদেরকে অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য তাদেরকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন।

দারুন ফলাফলের জন্য জিডি স্টাডি সার্কেলের চেয়ারম্যান প্রাক্তন আইএস আলহাজ্ব জনাব শেখ নুরুল হক সাহেব আল আমিন মিল্লি মিশনের কর্তৃপক্ষকে, শিক্ষকদের এবং সকল কৃতি ছাত্রদেরকে শুভেচ্ছা সালাম ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে আগামী দিনে আরো যাতে ভালো ফলাফল করতে পারে তার জন্য পরম করুনাময় আল্লাহর নিকট দোয়া করেন। আল আমিন মিলি মিশন দক্ষিণ ২৪ দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রত্যন্ত ডায়মন্ড হারবার ও উস্তি থানার মধ্যবর্তী এলাকায় বসর আলী হটুগঞ্জ এ অবস্থিত। মিশনের চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুল গাফফার ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মোঃ আব্দুল ওহাব আগামী দিনে শিক্ষার আলো দিকে দিকে ছড়িয়ে দেওয়ার ভাবনা করছেন।

মাদ্রাসায় ঈসালে সওয়াব

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: মঙ্গলবার ১৭তম বাৎসরিক ঈসালে সওয়াব উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় হুগলির চাপাডাঙ্গা লস্করপুর মোজাদ্দেদিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসার পার্শ্বস্থ ময়দানে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে প্রতিভা সুপ্ত অবস্থায় আছে তার ই বহিঃপ্রকাশ ঘটাবার জন্য এইরকম পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, জানালেন মাদ্রাসার সম্পাদক মনোয়ার মল্লিক। উক্ত সভার সভাপতিত্ব করেন মাদ্রাসার সভাপতি আলহাজ্ব সেখ সাজাহান । মাদ্রাসার ছাত্রদের এতটা আগ্রহ দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন ঐ মাদ্রাসার প্রাক্তন সম্পাদক ইয়াসিন সেখ,যিনি আজ থেকে সতের বছর আগে একটা গ্রাম্য পরিবেশে শিক্ষাকে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এই মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন। বর্তমান প্রধান শিক্ষক মৌলানা রফিকুল ইসলাম বলেন, মাদ্রাসা মডেল হিসাবে তুলে ধরব।

৪৯১ নম্বর পেয়ে ষষ্ঠ মেমারির আফরিন

সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

আপনজন: মেমারি বিদ্যাসাগর স্মৃতি বিদ্যামন্দির শাখা এক বিদ্যালয় এর ছাত্রী আফরিন মন্ডল এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৪৯১ নম্বর পেয়ে রাজ্যের ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে আফরিন। অংকে ১০০, কেমিস্ট্রি ও বায়োলজিতে ৯৯ ফিজিক্সে ৯৭ বাংলায় ৯৫ ইংরেজিতে ৯৬ নম্বর নিয়ে পাস করে। এবারে নিট পরীক্ষা দিয়েছে ইচ্ছা আছে মেডিকেলে পড়ার। দিনে ৭-৮ ঘন্টা পড়াশোনা করে প্রাইভেট শিক্ষক, বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ বাবা-মা সকলের সহায়তায় তার এই ফলাফল বলে জানায় আফরিন।

আফরিনের বাবা আজিম মন্ডল একটি এমএসকে স্কুলের শিক্ষক এবং মা গৃহবধূ ও পোস্টাল এজেন্টের কাজ করেন।

বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান এই আফরিন মন্ডল পড়াশোনা ছাড়া গল্পের বই পড়তে ভালোবাসে, মাঝেমধ্যে খেলাধুলা সিনেমা বা গান শোনালো নেশা আছে। সে মাধ্যমিকে মেধা তালিকায় স্থান না করলেও কলকাতা নিবেদিতা ইনস্টিটিউট থেকে ভালো ফলাফল করেছিল। তারপর সে মেমারিতে ভর্তি হয় এবং তার সাফল্যের বিষয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকা সকলেই আশাবাদী ছিলেন পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করবে বলে জানান প্রধান শিক্ষক কেশব কুমার ঘোষাল। এই ফলে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ তার পরিবারের সকলেই আনন্দিত।

এদিন নির্বাচনী বিধি চলায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে মেমারি চক্র অফিসার ভজন ঘোষ বিদ্যালয় এসে তাকে সম্বর্ধনা জানান। এছাড়াও জেলা যুব সভাপতি রাসবিহারী মন্ডলের পক্ষ থেকে মেমারি শহর তৃণমূল যুব সভাপতি সৌরভ সাঁতরা স্কুলে এসে তাকে সম্বর্ধনা জানান।

সুন্দরবনের ভূমিপুত্রের উচ্চশিক্ষায় প্রধান অন্তরায় আর্থিক সমস্যা

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● রায়দীঘি

আপনজন: সুন্দরবনের অসহায়, পিতৃহীন বিলাস নাইয়া বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নিয়ে উচ্চ শিক্ষার স্বপ্ন দেখছে।এ বছর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার মথুরাপুর ১ নম্বর ব্লকের কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুল থেকে সর্বোচ্চ নম্বর নিয়ে বিলাস নাইয়া প্রথম হয়েছে। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৬৪ (৯৩%)। ছোটবেলা থেকেই বাবা সাধন নাইয়াকে হারিয়েছে সে। রায়দিঘী ও পাথরপ্রতিমা বিধানসভা লাগোয়া মনি নদীর ধারে তাদের বাড়ি। মা প্রতিমা দেবী কলকাতায় পরিচারিকার কাজ করেন। একমাত্র দাদা বৌদি পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে বাইরে রাজ্যে থাকে। অসহায় এই পরিবারের পাশে এতদিন ধরে দাঁড়িয়ে থেকেছে স্থানীয় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুলের ছাত্রাবাসে থেকে পড়াশোনা করেছে সে।কোন রকম প্রাইভেট টিউশন ছাড়াই। এবছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় তার প্রাপ্ত নম্বর বাংলায় ৮০, ইংরেজিতে ৯২, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে ৯৬, ভূগোলে ৯০, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৯৩, অর্থনীতিতে ৯৩। ভবিষ্যতে সে উচ্চশিক্ষার জন্য বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নিয়ে পড়াশোনা করতে চায় কিন্তু প্রধান অন্তরায় তাঁর আর্থিক অবস্থা। এব্যাপারে কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দন মাইতি বলেন, ছেলেটি অত্যন্ত পরিশ্রমী।সে বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে আবাসিক থেকে পড়াশোনা করেছে। হাতের কাজ অত্যন্ত ভালো। বিভিন্ন মডেল, ছবি আঁকাতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। অত্যন্ত সংস্কৃতিমনা, নিষ্ঠাবান, শৃঙ্খলাপরায়ন এই ছাত্রের এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠান পাশে এসে দাঁড়ায় তাহলে তাঁর স্বপ্নপূরণ হতে পারে। ওর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তিনি কামনা করেন।

নদী থেকে বালি তোলার অভিযোগে আটক তিন

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: নদী থেকে বেআইনি ভাবে বালি তোলার অভিযোগে গাড়ি আটক করল পুলিশ। বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় গাড়িগুলি আটক করা হয়। বালি মাফিয়াদের দৌরত্ব কমাতে এরূপ অভিযান নিয়মিত চলবে বলেই জানানো হয়েছে পুলিশের তরফে। জানা গিয়েছে, বুধবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর ব্লকের অন্তর্গত বানগর এলাকায় পুনর্ভবা নদীর ঘাটে অভিযান চালায় গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। ঘটনায় তিনটি ট্রাক্টর, দুটি মোটর বাইক সহ তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ।

গঙ্গারামপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবাঞ্জন ভট্টাচার্য, গঙ্গারামপুর থানার আইসি শান্তনু মিত্র সহ অন্যান্য পুলিশ অফিসাররা এদিন এই অভিযান চালায়।

এ বিষয়ে গঙ্গারামপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবাঞ্জন ভট্টাচার্য জানান, ‘গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আমরা অভিযানে নামি। আপাতত তিনটি বালি বোঝাই ট্রাক্টর সহ তিনজন ড্রাইভারকে আটক করা হয়েছে। এরূপ অভিযান নিয়মিত চলবে।’

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বোলপুরে উচ্চ মাধ্যমিকে পঞ্চম স্থান

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: ২০২৪ এ উচ্চমাধ্যমিক ফল প্রকাশিত হয় । জানা যায় যে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যের পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে বোলপুরের নব নালন্দা স্কুলের সানন্দা রায়। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৯২ । বুধবার শান্তিনিকেতনের স্কুলে এসে ওই ছাত্রী প্রতিক্রিয়া জানায়।সে কলা বিভাগ নিয়ে পড়াশোনা করতো সে। আগামীতে অধ্যাপনা সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নিতে চায় সানন্দা। উল্লেখ্য ২০২২ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যের মধ্যে দশম স্থান অধিকার করেছিল বলে জানা যায়।

নার্সিংহোম সংগঠনের রক্তদান শিবির

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: প্রোগ্রেসিভ নার্সিংহোম অ্যান্ড হসপিটাল অ্যাসোসিয়েশন সারা বছর ধরে স্বাস্থ্য পরিসেবা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সমাজ উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডে নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছে। এই সংগঠনের তরফ থেকে বর্ধমানের পালকি বিয়ে বাড়িতে দেড় শতাধিক ব্যক্তি রক্ত দান করেন। বেশিরভাগ নার্সিংহোম হসপিটাল এর কর্মী এবং মালিকরা এ রক্তদান শিবিরে অংশগ্রহণ করেন।

এই রক্তদান শিবিরকে উদ্বুদ্ধ করতে উপস্থিত হয়েছিলেন বর্ধমানের সি এম ও এইচ ডাক্তার জয়রাম হেমব্রম, রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক গাছ মাস্টার নামে খ্যাত অরূপ চৌধুরী, লায়ন অরিন্দম মুখার্জি, ডাক্তার সাইদুল হক, সংগঠনের রাজ্য চেয়ারম্যান শেখ আলহাজ উদ্দিন সহ সংগঠনের কর্মকর্তারা ।

সংগঠনের রাজ্যে চেয়ারম্যান বলেন প্রচন্ড তাপপ্রবাহে ব্লাড ব্যাংক গুলি রক্তশূন্য সে রক্তের চাহিদা পূরণ করার জন্য তাদের এই রক্তদান শিবির। এই রক্তদান শিবির ছাড়াও তারা বিভিন্ন এলাকায় জলছত্র ,বিভিন্ন উৎসবে অসহায়দের বস্ত্র বিতরণ , টিবি রোগীদের পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণ সহ বহু সামাজিক কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত আছেন। বর্ধমানের মুখ্য স্বার্থে আধিকারিক ডাক্তার জয়রাম হেমব্রম এই প্রগ্রেসিভ নার্সিংহোম অ্যান্ড হসপিটাল অ্যাসোসিয়েশন ও সংগঠনের রাজ্য চেয়ারম্যানের প্রশংসা করেন।

তিনি বলেন সরকারের সঙ্গে ও বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করা উচিত। যে কাজটি প্রোগ্রেসিভ নার্সিংহোম অ্যান্ড হসপিটাল অ্যাসোসিয়েশন করে যাচ্ছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা হসপিটাল এর সাহায্যে সহযোগিতা নিয়ে থাকেন এবং পেয়েও থাকেন।

রবীন্দ্র জয়ন্তী নার্সারি স্কুলে

আপনজন: *বুধবার মুর্শিদাবাদের ইসলামপুরের আশরাফ-উন-নিসা এডু-স্পোর্টস একাডেমি তে অনাড়ম্বড় ভাবে রবীন্দ্রজয়ন্তী উদযাপিত হল বসে আঁকো ও কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে। স্কুলের শিক্ষক বিশ্বনাথ মন্ডল মহাশয় তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার্থে কবিগুরুর ভূমিকা এবং বর্তমানে তার প্রাসঙ্গিকতা শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরেন।*

الدعوة
দাওয়াত

- রাসূলুল্লাহ সা. এর জীবনঘনিষ্ঠ সেরা কিছু আদর্শ
- সুরা বাকারার অন্তর্নিহিত জ্ঞান ও ফজিলতের আলোচনা
- আল্লাহর জন্য ভালোবাসার প্রতিদান
- বিপদের মুখে ইন্না লিল্লাহির শিক্ষা ও ফজিলত

বিশেষ প্রতিবেদন

রাসূলুল্লাহ সা.-এর জীবনঘনিষ্ঠ সেরা কিছু আদর্শ

মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলা সব কালের সব যুগের সেরা আদর্শ নবী মোহাম্মাদ সা.-কে বিশ্ববাসীর জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ ও রহমত করে পাঠিয়েছেন।
পবিত্র কোরআনুল কারিমে মহান আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন, 'আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছি'। (সূরা: আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭)
পবিত্র কোরআনে আরো বলা হয়েছে, 'তাদের জন্যে রাসূলুল্লাহর জীবনে উত্তম আদর্শ রয়েছে; যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে বেশি স্মরণ করে'। (সূরা: আহজাব, আয়াত: ২১)
রাসূলুল্লাহ সা. এর সব কথা ও কাজ ছিল শান্তি, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ। দুনিয়ার জীবনের উন্নত দিকনির্দেশনা। তার অসংখ্য আদর্শের মধ্যে জীবনঘনিষ্ঠ কিছু আদর্শ তথা উপদেশ তুলে ধরা হলো-

> সালাম দেয়া
প্রিয় নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অন্যতম গুণ ছিল- তিনি সবাইকে আগে আগে সালাম দিতেন। সাধারণ কেউ তাকে আগে সালাম দিতে পারতেন না। এটি ছিল বিশ্বনবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অন্যতম শিক্ষা। এ কারণেই তিনি বলেছেন- 'কথা বলার আগে সালাম দাও'।

> আল্লাহকে বেশি স্মরণ করা
আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন বাস্তবায়নই ছিল বিশ্বনবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিশন। তিনি সব সময় সব কাজে মহান আল্লাহকে স্মরণ করতেন এবং আল্লাহ স্মরণ করতে বলতেন। আল্লাহর নির্দেশ, 'সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর; আমিও তোমাদের স্মরণ রাখবো আর আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; অকৃতজ্ঞ হয়ো না'। (সূরা: বাকারা, আয়াত: ১৫২)
'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে বেশি পরিমাণে স্মরণ কর'। (সূরা: আহজাব, আয়াত: ৪১)
'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কোনো বাহিনীর সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হও, তখন সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহকে বেশি পরিমাণে স্মরণ কর; যাতে তোমরা উদ্দেশ্য কৃতকার্য হতে পার'। (সূরা: আনফাল, আয়াত: ৪৫)

> তাহাজ্জুদ নামাজ
যারা বিনা হিসেবে জান্নাতে যেতে চায়, তাদের উচিত যত্নের সঙ্গে তাহাজ্জুদ নামাজ নিয়মিত পড়া। পবিত্র কোরআনুল কারিমের বিভিন্ন সূরায় এ নামাজের প্রতি তাগিদ দেওয়া হয়েছে। তাই প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ি, তাবে-তাবেয়িসহ সব যুগের ওলি ও বিদ্বানরা তাহাজ্জুদ নামাজে রাত কাটিয়ে দিয়েছেন।
আল্লাহ তাআলা প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লামকে বিশেষভাবে (রাতে) তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে চাদর আবৃত, রাতের সালাতে দাঁড়াও; কিছু অংশ ছাড়া'। (সূরা: মুজাম্মিল, আয়াত: আয়াত: ১-২)

> নামাজ পড়া
নামাজ ছিল প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের শ্রেষ্ঠ ইবাদাত ও আদর্শ। এমনকি তিনি যখন কোনো বিপদে পড়তেন সঙ্গে সঙ্গে তিনি নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন। আবার কোনো কারণে কষ্ট বা হতাশা বা চিন্তাগ্রস্ত হলেও তিনি তাৎক্ষণিক নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন।

> নীরবতা পালন
তিনি দীর্ঘ সময় নীরব থাকতেন। আল্লাহর কাছ থেকে ওহি ছাড়া কোনো কথা তিনি বলতেন না। এ কারণেই নীরব থাকা বিশ্বনবির অন্যতম সুন্নত ও ইবাদত।

> কম হাসা
তিনি কম হাসতেন। কেননা বেশি হাসলে মুমিনের অন্তর নিস্তেজ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, বেশি বেশি কাঁদো; অল্প অল্প হাসো। এটি কোরআনুল কারিমেরও নির্দেশনা, 'অতএব, তারা সামান্য হেসে নিক এবং তারা তাদের কৃতকর্মের বদলাতে অনেক বেশী কাঁদবে।' (সূরা: আত তাওবাহ : আয়াত ৮২)

> মুচকি হাসি
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসি হাসতেন। এ হাসি অনেক উপকার বয়ে আনে। হাদিসে এসেছে- হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সৎ আমলের কোনো কিছুকেই তুচ্ছ মনে করো না, যদি তা (সৎ আমলটি) তোমার নিজের ভাইয়ের সঙ্গে মুচকি হাসি দিয়ে মিলিত

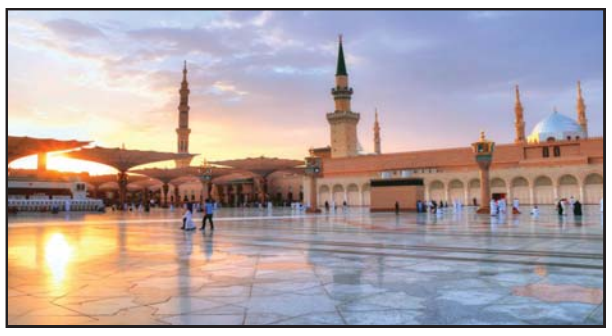

হওয়ার দ্বারাও হয়'। (মুসলিম)
মুসলমানের জন্য এটাও একটা সদকা।

> প্রতিশোধ পরায়ন না হওয়া
কারো প্রতি প্রতিশোধ না নেয়া ছিল বিশ্বনবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম আদর্শ। হৃদযোগ্য কোনো অপরাধ না থাকলে অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয়া। কেউ অপরাধ করে থাকলে ধৈর্যধারণ করাও শ্রেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জন্য কখনোই প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না।

> আঘাত না করা
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কাউকে আঘাত করতেন না। শারীরিক আঘাত তো দূরের কথা তিনি কথা বা আচরণ দিয়েও কাউকে কষ্ট দিতেন না। তবে যুদ্ধের ময়দানে কিংবা হৃদযোগ্য অপরাধের কথা ভিন্ন।

> শিশুদের স্নেহ করা
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোমলমতি শিশুদের বেশি স্নেহ করতেন এবং ভালোবাসতেন। হাদিসে এসেছে- আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'এক ব্যক্তি একটি শিশু নিয়ে বিশ্বনবির খিদমতে এসে শিশুটিকে চুমু দিতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দৃশ্য দেখে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, শিশুটির প্রতি কি তোমার দয়া জেগে উঠেছে? সে বলল, 'হ্যাঁ', হে আল্লাহর রাসূল! তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি এর চেয়েও অধিক দয়া করেন। কেননা তিনি দয়ালুদের শ্রেষ্ঠ দয়ালু'। (বুখারি)

> পরিবারের সঙ্গে কোমল আচরণ
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কোমল আচরণ করতেন। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কোমল ও উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। খাবার-দাওয়া, কেনা-কাটা, সাংসারিক কাজে পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতা ও উত্তম জিনিস দেয়াকে উত্তম ইবাদত ও খরচ বলে উল্লেখ করেছেন।
সুতরাং হাদিসের দিকনির্দেশনা হলো- প্রথমেই পরিবার পরিজনের চাহিদা মেটানো। যাতে তারা সব সময় অভাবমুক্ত থাকে। যা পরিবারের দায়িত্বশীল ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব। এবং মৃত্যুর সময় ওয়ারিশদেরকে স্বচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়া। যাতে করে অভিভাবকের মৃত্যুর পর কারো মুখাপেক্ষী হতে না হয়।

> রোজা পালন
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি সপ্তাহে ২ দিন (সোম ও বৃহস্পতিবার) রোজা রাখতেন। মাসে ৩ দিন (আইয়্যামে বিজ) চন্দ্র মাসের ১৩-১৫ তারিখ রোজা রাখতেন।

> মেসওয়াক করা
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে ওঠে মেসওয়াক করতেন। প্রত্যেক ওজুতে মেসওয়াক করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছন, 'জিবরিল আলাইহিস সালাম বিশ্বনবিকে এতবেশি মেসওয়াক করার তাগিদ দিয়েছেন যে, তিনি মেসওয়াক ওয়াজিব হয়ে যাওয়ার আশংকা করতেন'।

> মিথ্যা পরিহার করা
মিথ্যা সব পাপের জননী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় মিথ্যা থেকে বিরত থাকার কথা বলেছেন। তিনি মিথ্যাকে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করতেন।

> উপহার গ্রহণ করা
উপহার দেওয়া এবং নেয়া সুন্নত। কেউ কাউকে উপহার দিলে তা গ্রহণ করার উৎসাহ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিয়া বা উপহার গ্রহণ করতেন এবং নিজে ব্যবহার করতেন। কেননা তিনি সদকা খেতেন না।

> সদকা বা দান করা
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশি বেশি সদকা করতেন। ইসলামের জন্য সদকা করতে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার সমুদয় সম্পদ প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিয়েছিলেন। আর তিনি তা দ্বীনের পথে ব্যয় করেছেন। বেশি বেশি সদকা বা দান করার নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যখন কোনো সদকা আসতো তিনি তা সবার মাঝে বিলিয়ে দিতেন।

> খাবারের দোষ না ধরা
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো খাবারের দোষ ধরতেন না। কোনো খাবার খেতে ভালো না লাগলে তিনি তা খাওয়া থেকে বিরত থাকতেন। হাদিসের এসেছে- আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনোই কোনো খাবারের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করতেন না। খাবার পছন্দ ও রুচি হলে তিনি তা খেতেন। আর পছন্দ ও রুচি না হলে তা খাওয়া থেকে বিরত থাকতেন'।

> ক্ষমা করা
ক্ষমা মহান আল্লাহ তাআলার অন্যতম গুণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ক্ষমা করতে ভালোবাসতেন। তিনি অন্যদের ক্ষমা করে দেওয়াকে বেশি পছন্দ করতেন। হাদিসে পাকে প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষমার ব্যাপারে এভাবে দোয়া করতেন এবং তার উম্মতেকে দোয়া করতে বলতেন- اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي
উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুওয়ুন; তুহিব্বুল আফওয়া; ফাফু আন্নি'।
অর্থ: 'হে আল্লাহ! আপনি ক্ষমাশীল; ক্ষমা করতে ভালো বাসেন; অতএব আমাকে ক্ষমা করে দিন'। (মুসনাদে আহমাদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিজি, মিশকাত)

> কাউকে অবহেলা না করা
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কাউকে অবহেলা করতেন না। কারো মর্যাদা বিনষ্ট হোক এটা তিনি কামনা করতেন না। সবার প্রতি তিনি উদার ছিলেন। বিশেষ করে তার কাছে আসা সব ব্যক্তিকেই তিনি সমাদর করতেন। গুরুত্ব দিতেন। তাদের কথা শুনতেন। সুতরাং কাউকেই অবহেলা করা ঠিক নয়।

> সুস্পষ্ট কথা বলা
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সুস্পষ্টভাষী। তিনি ছিলেন সত্যমিথ্যার পার্থক্যকারী। সত্যের মানদণ্ডে তিনি ছিলেন স্পষ্টবাদী। কথা বলার সময় তিনি সুস্পষ্টভাষায় কথা বলতেন। তার কথা ছিল প্রাঞ্জল ও সুস্পষ্ট। এমন কেউ ছিলেন না যিনি প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা বুঝতেন না। সুতরাং কথা বলার ক্ষেত্রে সবার উচিত, সুস্পষ্ট ভাষায় কথা বলা।
ইয়া আল্লাহ! মুসলিম উম্মাহকে প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গুণগুলো যথাযথভাবে মেনে চলার তাওফিক দান করুন। আমিন।

ইমান নষ্ট হওয়ার কারণ

বিশেষ প্রতিবেদন

শরিয়তের কোনো সওয়াব বা শাস্তির বিধান নিয়ে ঠাট্টা করা
যদি কোনো মুমিন-মুসলমান ইসলামি শরিয়তের কোনো সওয়াবের বা শাস্তির বিধান নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেন, তাহলে তাঁর ইমান নষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ-তাআলা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন, 'আপনি বলুন! তোমরা কি আল্লাহর সঙ্গে তাঁর হুকুম-আহকামের সঙ্গে এবং তাঁর রাসুলের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিলে? ছলনা কোরো না। ইমান আনার পর তোমরা কাফির হয়ে গেছ।' (সূরা তাওবা, আয়াত: ৬৫-৬৬)
এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে সূরা জাসিয়ার ৯, সূরা ফুরকানের ৪১-৪২, মুতাফফিফীনের ২৯-৩৩ এবং আলে ইমরানের ১০৬ নম্বর আয়াতেও আলোচনা করা হয়েছে।
এক ব্যক্তির ঠাট্টা-মশকরার জবাবে রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'তাদের বলো! তোমাদের হাসি-তামাশা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াত এবং তাঁর রাসুলের সঙ্গে ছিল? এখন আর ওজর পেশ কোরো না। তোমরা ইমান আনার পর কুফুরি করেছ।' (তাফসিরে তারাবি, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ১৭২)

জাদু বা তন্ত্র-মন্ত্রের প্রয়োগে কিছু করার চেষ্টা
যদি কোনো মুমিন-মুসলমান জাদুর মাধ্যমে ভালো কিছু অর্জন ও মন্দ কিছু বর্জন করেন এবং প্রকাশ্য ও গোপন তন্ত্র-মন্ত্র বা জাদুর মাধ্যমে মানুষের ক্ষতি সাধন করেন, তাহলে তাঁর ইমান নষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ-তাআলা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন, 'কিন্তু শয়তানরাই কুফুরি করেছিল এবং তারা মানুষকে জাদু শিক্ষা দিত। তারা ভালোভাবেই জানে, যে জাদু অবলম্বন করে; পরকালে তার কোনো অংশ নেই।' (সূরা বাকারা, আয়াত: ১০২)
এ ছাড়া এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনের সূরা ত্বহার ৬৬, সূরা নামলের ৬৫ নম্বর আয়াতে আলোচনা আছে।
রাসুল সা. বলেছেন, 'তোমরা ধ্বংসাত্মক সাতটি কাজ বা বস্তু থেকে বেঁচে থাকো। সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করল, সেগুলো কী? রাসুল সা. বললেন, 'আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা, জাদু করা।' (বুখারি, হাদিস: ২৭৬৬, মুসলিম, হাদিস: ৮৯)

মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফির বা মুশরিকদের সাহায্য করা
যদি কোনো মুমিন-মুসলমান কোনো কাফির বা মুশরিককে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাহায্য-সহযোগিতা করেন, তাহলে তাঁর ইমান নষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ-তাআলা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা তাদের (বিধর্মী) সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে, তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিমদের পথপ্রদর্শন করেন না।' (সূরা মায়েদা, আয়াত: ৫১)
এ ছাড়া এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনের সূরা নিসার ১৩৮-১৩৯, সূরা মায়েদার ৬২-৬৩, সূরা হাশরের ১১, সূরা নাহলের ১০৭ এবং সূরা মুজাদালাহর ২২ নম্বর আয়াতে আলোচনা বিবৃত হয়েছে।
রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত বিবেচিত হবে।' (আবু দাউদ, হাদিস: ৪০৩১)

ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো জীবনবিধান গ্রহণ বা সেটাকে উত্তম ভাবা
যদি কোনো মুমিন-মুসলমান ইসলাম বা রাসুল সা. আনীত জীবনবিধান ছাড়া অন্য কোনো জীবনবিধান গ্রহণ করেন বা সেটাকে উত্তম ভাবেন, তাহলে তাঁর ইমান নষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ-তাআলা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করবে, তার কোনো আমল গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৮৫)
এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে সূরা সাবার ২৮, সূরা আরাফের ১৫৮, সূরা ফুরকানের ১ এবং সূরা আলে ইমরানের ১৯ নম্বর আয়াতেও আলোচনা রয়েছে।
আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেছেন যে রাসুল সা. বলেছেন, 'সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! এই উম্মতের কোনো ব্যক্তি, হোক সে ইহুদি বা নাসারা; যদি সে আমার আগমনের কথা শোনার পরও আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তার ওপর ইমান না এনে মারা যায়, তাহলে সে জাহান্নামিদের দলর্ভুক্ত হবে।' (মুসলিম, হাদিস: ১৫৩)
যদি কোনো মুমিন-মুসলমান আল্লাহর মনোনীত দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তার ইমান নষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ-তাআলা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন, 'যখন কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহর আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ প্রদান করা হয়। অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তার চেয়ে জালিম আর কে হতে পারে? নিশ্চয়ই আমি (আল্লাহ) অপরাধীদের শাস্তি দেব। (সূরা সিজদাহ, আয়াত: ২২)
এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে সূরা আহকাফের ৩, সূরা আলে ইমরানের ৩২, লাইলের ১৪-১৬ এবং সূরা নুরের ৪৭ নম্বর আয়াতেও আলোচনা রয়েছে।
রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইসলামের পরিবর্তে অন্য কোনো ধর্মের ওপর শপথ করবে, সে ওই ধর্মের অনুসারী বলে গণ্য হবে।' (বুখারি, হাদিস: ১৩৬৪, মুসলিম, হাদিস: ১১০)

আল্লাহর জন্য ভালোবাসার প্রতিদান

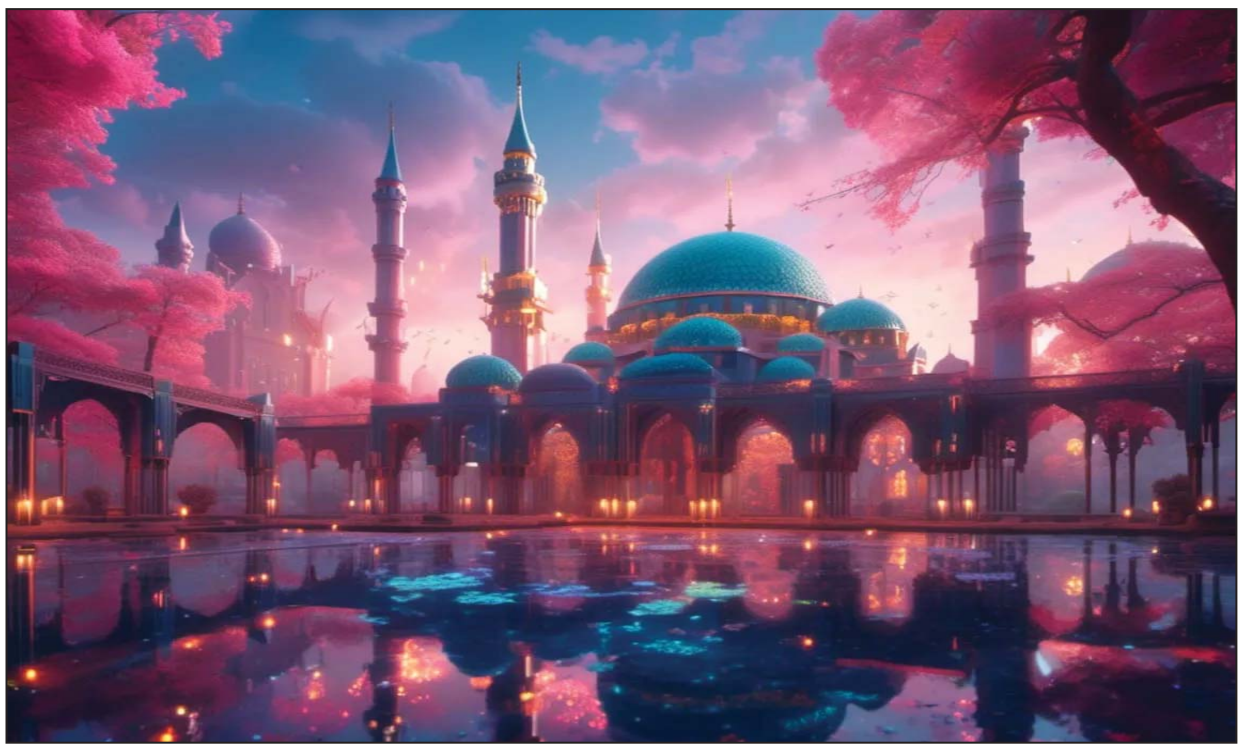

হাদি-উল-ইসলাম

কিয়ামতের কঠিন দিনে আল্লাহর জন্য যারা একে অপরকে ভালোবেসেছে, তারা পরস্পর একসঙ্গে শান্তিতে অবস্থান করবে। আল্লাহ বলেন, 'বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য করে, তারা নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সত্কর্মশীল ব্যক্তিদের সঙ্গী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। আর এরাই হলেন সর্বোত্তম সঙ্গী।' (সূরা : নিসা ৪/৬৯; আবু দাউদ, হাদিস : ৩৫২৭)
আনাস রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করিম সা.-কে জিজ্ঞেস করল, কিয়ামত কখন হবে? তিনি বললেন, তুমি কিয়ামতের জন্য কি জোগাড় করেছ? সে বলল, কোনো কিছু জোগাড় করতে পারিনি, তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভালোবাসি।
তখন তিনি বলেন, 'তুমি তাঁদের সঙ্গেই থাকবে, যাঁদের তুমি ভালোবাস। আনাস রা. বলেন, নবী করিম সা.-এর কথার দ্বারা আমরা এত আনন্দিত হয়েছি যে অন্য কোনো কথায় এত আনন্দিত হইনি। আনাস রা. বলেন, আমি নবী করিম সা.-কে ভালোবাসি এবং আববু বকর, ওমর রা.-কেও। আশা করি তাঁদের আমার ভালোবাসার কারণে তাঁদের সঙ্গে জান্নাতে বসবাস করতে পারব, যদিও তাঁদের আমলের মতো আমল আমি করতে পরিনি। (বুখারি, হাদিস : ৩৬৮৮)
আনাস ইবনে মালিক রা. বলেন, আমি নবী করিম সা.-এর সাহাবিদের একটি ব্যাপারে এতটা আনন্দিত দেখতে পেলাম যে অন্য কোনো ব্যাপারে এরূপ আনন্দিত হতে দেখিনি। তাহলো এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসুল! এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে তার সৎকাজের জন্য ভালোবাসে, কিন্তু সে তার মতো সৎকাজ করতে পারে না। রাসুল সা. বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তিই যাকে ভালোবাসে সে তার সাথি হবে। (বুখারি, হাদিস : ৬১৬৯)
ভালো লোকদের সঙ্গে থাকা বা থাকার আকাঙ্ক্ষা করা এবং আল্লাহর কাছে এ জন্য দোয়া করা পূর্ববর্তী নবীদের শিক্ষা।
যেমন–
(ক) ইবরাহিম আ. আল্লাহর কাছে এই বলে দোয়া করেছেন–'হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমাকে প্রজ্ঞা দাও এবং আমাকে সত্কর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করো।' (সূরা : শুআরা, আয়াত : ৮৩)
(খ) ইউসুফ আ. এই বলে দোয়া করেছেন, 'হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে রাষ্ট্রক্ষমতা দান করেছেন এবং আমাকে স্বপ্নসমূহের ব্যাখ্যাদানের শিক্ষা প্রদান করেছেন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের হে সৃষ্টিকর্তা! আপনিই আমার কার্যনির্বাহী দুনিয়া ও আখিরাতে। আপনি আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যুদান করুন এবং আমাকে সত্কর্মশীলদের সঙ্গে মিলিত করুন।' (সূরা : ইউসুফ, আয়াত : ১০১)
(গ) সুলাইমান আ. দোয়া করতেন, 'হে আমার রব! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার মাতা-পিতাকে দান করেছ। আর যাতে আমি এমন সত্কর্ম করতে পারি, যা তুমি পছন্দ করো এবং আমাকে তোমার অনুগ্রহে তোমার সত্কর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করো।' (সূরা : নামল, আয়াত : ১৯)

সূরা বাকারার অন্তর্নিহিত জ্ঞান ও ফজিলতের আলোচনা

ফেরদৌস ফয়সাল

‘বাকারা’ পবিত্র কোরআনের দ্বিতীয় সূরা। বাকারা অর্থ গাভি। এই সূরার এক স্থানে গাভি নিয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। সূরাটি পবিত্র মদিনায় অবতীর্ণ হয়। এতে ৪০ রুকু, ২৮৬ আয়াত আছে। সূরা বাকারার ২৫৫ নম্বর আয়াত ‘আয়াতুল কুরসি’ নামে পরিচিত। এটি কোরআন শরিফের প্রসিদ্ধ আয়াত। পুরো আয়াতে আল্লাহর একত্ববাদ, মর্যাদা ও গুণের বর্ণনা থাকায় আল্লাহ-তাআলা এ আয়াতের মধ্যে অনেক ফজিলত রেখেছেন। এ সূরার শেষ দুটি আয়াতের (২৮৫-২৮৬) রয়েছে বিশেষ ফজিলত ও তাৎপর্য।
সূরা বাকারাকে মোটাদাগে ৯ ভাগে ভাগ করা যায়।
১ম ভাগ: ইমান থাকা, না থাকা। (আয়াত ১-২০)
২য় ভাগ: সৃষ্টি ও জ্ঞান। (আয়াত ২১-৩৯)
৩য় ভাগ: বনি ইসরাইল জাতির প্রতি প্রেরিত আইনকানুন। (আয়াত ৪০-১০৩)
৪র্থ ভাগ: ইবরাহিম আ.-এর ওপর পরীক্ষা ও তাঁর জাতি। (আয়াত ১০৪-১৪১)
৫ম ভাগ: নামাজের দিক পরিবর্তন। (আয়াত ১৪২-১৫২)
৬ষ্ঠ ভাগ: মুসলিম জাতির ওপর পরীক্ষা। (আয়াত ১৫৩-১৭৭)
৭ম ভাগ: মুসলিম জাতির প্রতি প্রেরিত আইনকানুন। (আয়াত ১৭৮-২৫৩)
৮ম ভাগ: সৃষ্টি ও জ্ঞান। (আয়াত ২৫৪-২৮৪)
৯ম ভাগ: ইমান থাকা, না থাকা। (আয়াত ২৮৫-২৮৬)

১ম ভাগ: ইমান থাকা, না থাকা
শুরুর দিকে আল্লাহ কোরআন শরিফকে হেদায়াত ও সঠিক দিকনির্দেশনা হিসেবে মানব জাতির সামনে উপস্থাপন করেছেন (আয়াত ২)। এই হেদায়াতকে যারা গ্রহণ করে তারা মোমিন বা বিশ্বাসী। যারা হেদায়াতকে অস্বীকার করে বর্জন করে তারা কাফির বা অবিশ্বাসী, আর যারা অল্প কিছুটা হেদায়াত গ্রহণ করে কিন্তু নিজেদের হীন স্বার্থে কাজে লাগায় তারা মুনাফিক বা কপট। সূরার শুরুর দিকে আল্লাহ তিন প্রকার মানুষের বর্ণনা দিয়েছেন। বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী ও কপট। তৃতীয় আয়াতে (আয়াত ৩-৫) তিনি অল্প কথায় বিশ্বাসীদের বর্ণনা দিয়েছেন। দ্বিতীয় আয়াতে (আয়াত ৬-৭) তিনি আরও অল্প কথায় অবিশ্বাসীদের বর্ণনা দিয়েছেন। এরপর কপটদের পরিচয় দিতে তিনি ১৪ আয়াত (আয়াত ৮-২০) ব্যবহার করেছেন। যেহেতু কপটরা তাদের চিন্তাধারা গোপন রাখে, তাদের চিনতে কষ্ট হয়, তাই আল্লাহ এভাবে বিশদ বর্ণনা করে তাদের পরিচয় দিয়েছেন। এরপর ২১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ এ তিন শ্রেণির মানুষকে একসঙ্গে ডেকে তাঁর নিজের পরিচয় দিয়েছেন।

২য় ভাগ: সৃষ্টি ও জ্ঞান
১ম ভাগে বর্ণিত ইমান, কুফরি ও মুনাফেকি—সৃষ্টির শুরুর দিক থেকেই বিষয়গুলো ছিল। এই ভাগে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির কথা বলেছেন, মানব সৃষ্টির শুরুতে অন্য সব সৃষ্টির চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে মানুষ আদম আ.-এর সময়কার ঘটনা বর্ণনা করেছেন ও আল্লাহর নেওয়া পরীক্ষায় তিনি যথাযথভাবে উত্তীর্ণ না হওয়ায় তাঁর পরিণতির (পৃথিবীতে নেমে আসার ও পরে আল্লাহর অনুগ্রহ পাওয়ার) কথা বর্ণিত হয়েছে।

৩য় ভাগ: বনি ইসরাইল জাতিকে পাঠানো আইনকানুন
আল্লাহ যেমন অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যে মানুষকে পছন্দ করে আদম আ.-এর মাধ্যমে দুনিয়ায় আল্লাহর খলিফা বানিয়েছেন, তেমনি আস্তে আস্তে পৃথিবীতে অনেক মানুষ হওয়ার ফলে শুধু একজন মানুষ নয়; বনি ইসরাইল নামে একটা জাতিকে আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন, যারা আল্লাহর প্রদর্শিত পথ জানার পর অন্য সব জাতিকেও পথ দেখাতে পারে। সূরার এই বড় ভাগটিতে আল্লাহ তাদের দেওয়া অনুগ্রহ ও অনুগ্রহ পাওয়া সত্ত্বেও যে তারা তাদের প্রতি সুবিচার করতে পারেনি, তা বর্ণনা করেন। আল্লাহ তাদের ওপর বিভিন্ন পরীক্ষা নিয়েছেন, যার অধিকাংশেই তারা উত্তীর্ণ হতে পারেনি। এই ভাগে আল্লাহ বেশ কিছু উপদেশ ও জ্ঞান দিয়েছেন।

৪র্থ ভাগ: ইবরাহিম আ.-এর ওপর পরীক্ষা ও তাঁর জাতি
ইবরাহিম আ.-এর ওপর পরীক্ষা ও তাঁর জাতি বনি ইসরাইলিরা দাবি করতে থাকে যে, তাদের ওপর আল্লাহর যে অনুগ্রহ ছিল, এর ধারাবাহিকতায় সব নবীই ইসরাইলি হবে। আরব থেকে কেন মুহাম্মদ সা. নবী হবেন? জবাবে আল্লাহ ইবরাহিম আ.-এর কথা তুলে ধরেন ও ইবরাহিম আ.-এর পরীক্ষার কথা বলেন। ইবরাহিম আ. সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁকে মুসলিম জাতির পিতা হিসেবেও বর্ণনা করা হয়। এরপর ইবরাহিম আ.-এর ছেলে ইসমাইল আ. ও পৌত্র ইয়াকুব আ.-এর কথা বর্ণনা করে আল্লাহ বোঝাতে চান যে, দুই বংশেরই মূল পিতা ইবরাহিম আ. এবং তাঁরা সবাই ছিলেন ‘মুসলিম’।

৫ম ভাগ: কিবলার পরিবর্তন
এই ভাগে ইবরাহিম আ.-এর তৈরি করা কাবার দিকেই কিবলা নির্ধারণ করা হয়। মুসলিমদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় মধ্যমপন্থী জাতি হিসেবে। আল্লাহ এই জাতির ওপর তাঁর নিয়ামত পূর্ণ করে দিয়েছেন বলে অন্য সবাইকে বিভেদ ও অহংকার ভুলে এই কিবলা এবং জাতিকে মেনে নেওয়ার আহ্বান জানান।

৬ষ্ঠ ভাগ: মুসলিম জাতির পরীক্ষা
২য় ভাগে আদম আ.-এর ওপর পরীক্ষা, ৩য় ভাগে বনি ইসরাইলের ওপর পরীক্ষা, ৪র্থ ভাগে ইবরাহিম আ.-এর ওপর পরীক্ষা বর্ণনা করার পর এই ভাগে মূলত মুসলিম জাতির ওপর আল্লাহর পরীক্ষার বিষয়টি রয়েছে। আদম আ. পরীক্ষায় সফল হননি। বনি ইসরাইল জাতি অধিকাংশ পরীক্ষায় সফল হয়নি। ইবরাহিম আ. পরীক্ষায় শতভাগ সফল হয়েছেন। মুসলিম জাতির ওপরও আল্লাহ পরীক্ষা নিচ্ছেন ও নেবেন, যেন তিনি দেখে নিতে পারেন আগের নিদর্শন থেকে শিখে তারা উত্তীর্ণ হতে পারে কি না।

৭ম ভাগ: মুসলমানদের কাছে পাঠানো আইনকানুন
৭ম ভাগে এসে আল্লাহ বর্ণনা করেছেন, কী কী আইনকানুনের মাধ্যম তিনি মুসলমানদের পরীক্ষা নেবেন। এই আইনকানুনের মধ্যে এ অংশে তিনি কেসাস, উত্তরাধিকার, রোজা, হজ, ব্যয়, জিহাদ, মদ, জুয়া, বিবাহ, নারী ও পরিবার, তালাক, নামাজ ইত্যাদি সম্পর্কিত আইনকানুন বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ এ ভাগে পবিত্র রমজান মাসকে মুসলমানদের দিয়েছেন।

৮ম ভাগ: সৃষ্টি ও জ্ঞান
এই অংশে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির কথা বলেন। এরপর মূলত এই অংশে ৭ম ভাগেরই ধারাবাহিকতা করে পরীক্ষার অংশ হিসেবে অর্থব্যয় সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থ কীভাবে সবচেয়ে ভালোভাবে আয়, ব্যয় করা যায় এবং কোন আয়ব্যয় সবচেয়ে খারাপ, তা আল্লাহ এখানে বলে দিয়েছেন। অর্থলোভের বিষয়টিও এখানে উঠে এসেছে। ২য় ভাগে আদম আ.-কে যেমন শয়তান লোভ দেখিয়েছিল ও কুমন্ত্রণা দিয়েছিল, তেমনি এখানে শয়তানের দেওয়া কুমন্ত্রণা ও লোভের কথা উঠে এসেছে। অর্থাৎ আল্লাহ এখানে মানুষকে বেশ কিছু জ্ঞান দিয়েছেন।

৯ম ভাগ: ইমান থাকা, না থাকা
এই অংশটি আসলে উপসংহার। আগের সব ভাগের সারসংক্ষেপ হিসেবে এটি উপস্থাপিত হয়েছে। প্রথম ভাগের ইমান, দ্বিতীয় ভাগের সৃষ্টি ও উপদেশ, তৃতীয় ভাগের পূর্ববর্তী জাতির কথা, চতুর্থ ভাগের নবীর কথা, পঞ্চম ভাগের মুসলিম জাতি (আমরা), ষষ্ঠ ভাগের পরীক্ষা, সপ্তম ভাগের আইনকানুন, অষ্টম ভাগের উপদেশের কথা এখানে আবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিসমিল্লাহ-এর

ফেরদৌস ফয়সাল

বিসমিল্লাহ এর ফজিলত
‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম’ বাক্যবন্ধটি পবিত্র কোরআনের সুরার অংশ নাকি আলাদা আয়াত, তা নিয়ে ইসলামি বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে অধিকাংশ ফকিহ ও তাফসীরবিদ একে পবিত্র কোরআনের অংশ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।
‘বিসমিল্লাহ’ বলে সব শুরু করা সুন্নত। কোনো কোনো ফকিহ বলেছেন, এটা মুস্তাহাব। ইসলামি শরিয়তের মূলনীতি হলো, প্রত্যেক ভালো কাজ ‘বিসমিল্লাহ’ বলে শুরু করা উচিত।
আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন, ‘যেসব প্রাণীর ওপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি, তোমরা সেগুলো ভক্ষণ করো না। কারণ তা গুনাহ।’ (সুরা আনআম, আয়াত: ১২১)
জুল-হুলাইফায় অবস্থানকালে একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাফি ইবনে খাদিজ রা. বর্ণনা করেছেন, আমরা রাসুলুল্লাহকে সা. জিজ্ঞাসা করলাম, আমরা কি বাঁশের ধারালো চোকলা দিয়ে জবাই করব? রাসুলুল্লাহ সা. বললেন, ‘যা রক্ত প্রবাহিত করে এবং (যা জবাই করার সময়) আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়েছে; তা আহার করো। (বুখারি, হাদিস: ৩,০৭৫)
উল্লিখিত কোরআনের আয়াত ও হাদিসের আলোকে ইসলামি শরিয়তের বিধান হলো, ‘বিসমিল্লাহ’ পড়া ছাড়া কোনো প্রাণী জবাই করা হলে তা ভক্ষণ করা ‘হালাল’ নয়।
এ ছাড়া আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন যে রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ খাওয়া শুরু করে, তখন সে যেন বিসমিল্লাহ বলে। আর যদি সে (খাওয়ার শুরুতে) বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে যায় তবে সে যেন বলে, বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু। (আবু দাউদ, হাদিস: ৩,৭৬৭; মুসনাদে আহমাদ, হাদিস: ২৫,১০৬)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম এর অর্থ
‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম’ একটি আরবি বাক্যবন্ধ; যুগল বাক্য। এর সরল বাংলা অর্থ, পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহতায়ালার নামে (শুরু করছি)। এ বাক্যে ‘শুরু করা’ ক্রিয়াটি উহ্য। এর উদ্দেশ্য যেকোনো ‘কাজ’ বা ‘আমল’ আল্লাহর নামে আরম্ভ করা।
পবিত্র কোরআনের সুরা তাওবা ছাড়া সব সুরার শুরুতে বিসমিল্লাহ লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ ছাড়া হজরত নুহ আ.-কে জাহাজে আরোহণের আদেশ দিয়ে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, ‘তিনি বললেন, তোমরা এতে আরোহণ করো আল্লাহর নামে। এর চলা ও থামার (নিয়ন্ত্রক একমাত্র আল্লাহ)।’ (সুরা হুদ, আয়াত: ৪১)।
হজরত সুলাইমান আ.-এর ব্যাপারে আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেছেন, ‘নিশ্চয় এটা (চিঠি বা বার্তা) সুলাইমানের পক্ষ থেকে। আর নিশ্চয় এটা পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।’ (সুরা নামল, আয়াত: ৩০) ইমাম কুরতুবী (রহ.) লিখেছেন, ‘এই আয়াতের তিনটি নির্দেশনার অন্যতম হলো চিঠি বা বার্তায় বিসমিল্লাহ লেখা। আয়াতের ধারাবাহিকতা অনুসারে প্রেরকের নামের পরে বিসমিল্লাহ লেখার বিষয়টিকে ফকিহগণ বৈধ বলেছেন। তবে রাসুলুল্লাহ সা.-এর আদর্শ অনুসরণ করে চিঠি, বার্তা বা বাণীর শুরুতে প্রথমে বিসমিল্লাহ লেখা উত্তম। (তাফসিরে কুরতুবী, সুরা নামলের ৩০ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)
আবু হুরায়রা রা.-এর বর্ণনায় রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, ‘প্রত্যেক কথা বা কাজ যা আল্লাহর নাম ছাড়া শুরু করা হয়, তা লেজবিহীন বা অসম্পূর্ণ (বরকতশূন্য)।’ (মুসনাদে আহমাদ, ১৪/৩২৯)
চিঠিতে বা বাণীতে প্রথম বিসমিল্লাহ লিখেছেন হজরত সুলাইমান আ.। রাসুলুল্লাহ সা. প্রথম জীবনে ‘বিসমিকাল্লাহুম্মা’ লিখতেন, এরপর কিছুদিন ‘বিসমিল্লাহির রহমান’ লিখেছেন। সর্বশেষ সুরা নামলে বিসমিল্লাহর পূর্ণাঙ্গ বাক্য নাজিল হওয়ার পর থেকে তিনি সেটা লেখারই প্রচলন করেন। রাসুলুল্লাহ সা. সমকালীন রাজা-বাদশাহদের কাছে বিসমিল্লাহ লেখা চিঠি পাঠিয়েছেন। হুদাইবিয়ার সন্ধিপত্রেও পুরো বিসমিল্লাহ লিখতে আদেশ দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু কাফেরদের আপত্তির কারণে পরবর্তীতে ‘বিসমিকাল্লাহুম্মা’ লেখা হয়। (তাফসিরে রূহুল মাআনি; আহকামুল কোরআন লিল জাস্সাস, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮)
ঐতিহাসিক মদিনার সনদেও ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম’ পুরাটা লেখা হয়েছিল। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা. ২২৩)

বিপদের মুখে ইন্না লিল্লাহির শিক্ষা ও ফজিলত

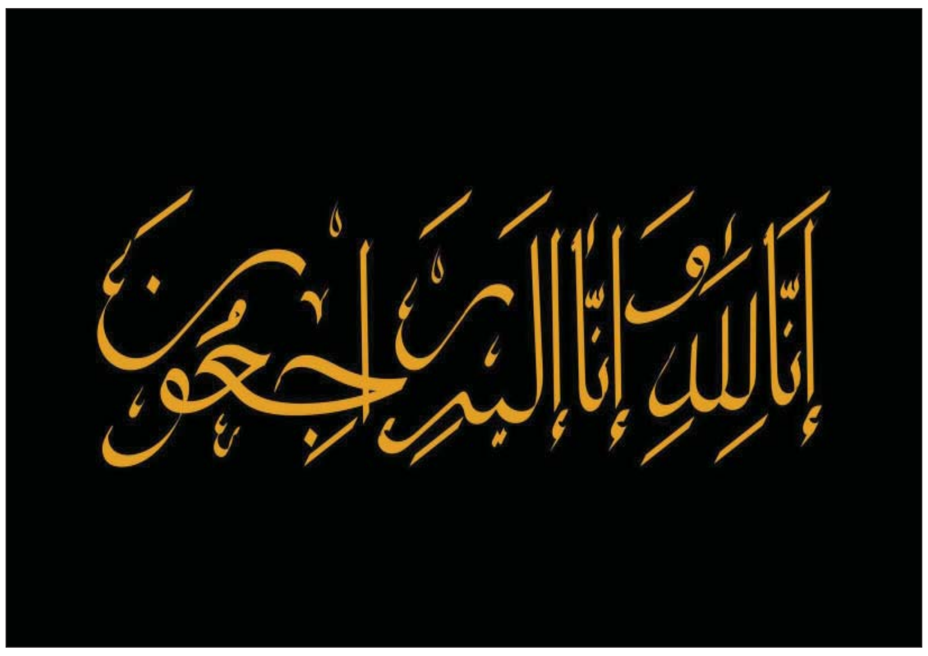

ফেরদৌস ফয়সাল

বিশ্বাসীরা বিপদে পড়লে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পাঠ করেন। কেউ বিপদে পড়লে যেন এ দোয়াটি পাঠ করে। একাধারে যেমন সওয়াব পাওয়া যায়, তেমনি অর্থের প্রতি লক্ষ রেখে পাঠ করা হয়, তবে বিপদের মধ্যেও শান্তি লাভ করবে বিপদ থেকে উত্তরণও সহজ হয়ে যায়।
যেকোনো ধরনের বিপদ-আপদ সামনে এলে বলা হয় ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন’। বিশ্বাসীরা কেবল মুখে বলা নয়; বরং মনে মনে এ কথা স্বীকার করে নেওয়া যে আল্লাহর কর্তৃত্বাধীন। আর নিশ্চিতভাবে আমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাব—এর অর্থ হচ্ছে, চিরকাল এ দুনিয়ায় থাকা যাবে না। একদিন আল্লাহরই কাছে যেতে হবেই।
কোনো বিপদে বান্দার মুখে উচ্চারিত হয় এই দুটি বাক্য—এর অর্থ আল্লাহর ফয়সালা সর্বান্তঃকরণে মেনে নিচ্ছি। আর আখিরাতে বিশ্বাস করি, তাই এ বিপদে সবরের বিনিময় তাঁর কাছে প্রত্যাশা করছি। দুটি বাক্যে ইমানের মৌলিক সাক্ষ্য দেওয়া হয়। তাই এর ফজিলতও অনেক।
সুরা বাকারার ১৫৬ নম্বর আয়াতটি কোরআন শরিফের প্রসিদ্ধ আয়াত। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। অর্থ (তারাই ধৈর্যশীল) যারা তাদের ওপর কোনো বিপদ এলে বলে আমরা তো আল্লাহরই আর নিশ্চিতভাবে আমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাব। কারও মৃত্যুর সংবাদ শুনলে পড়েন। অনেকে মনে করেন, মানুষের মৃত্যুসংবাদ পেলে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়তে হয়। বরং ইন্না লিল্লাহ পড়ার অনেক কারণ ও গুরুত্বপূর্ণ ফজিলত রয়েছে। এই পবিত্র বাক্য আল্লাহকে স্মরণ রাখার বড় উপায়।
যে কারণে ইন্না লিল্লাহ পড়া হয়
আল্লাহ বলেন, নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে (কাউকে) ভয় ও ক্ষুধা দিয়ে, আর (কাউকে) ধনে-প্রাণে বা ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দিয়ে পরীক্ষা করব। আর যারা ধৈর্য ধরে, তাদের তুমি সুখবর দাও। (তারাই ধৈর্যশীল) যারা তাদের ওপর কোনো বিপদ এলে বলে, [ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন] ‘আমরা তো আল্লাহর আর নিশ্চিতভাবে আমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাব।’ এসব লোকের প্রতি তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে আশীর্বাদ ও দয়া বর্ষিত হয়, আর এরাই সৎ পথপ্রাপ্ত। (সুরা বাকারা, আয়াত: ১৫৫-১৫৭) এ তিনটি আয়াতে বিষয়টি সুস্পষ্ট। কারা ইন্না লিল্লাহ পড়বেন, কোনো পরিস্থিতিতে পড়বেন এবং পড়লে কী উপকার।
বিপদের সময় বলতে হবে
উম্মে সালামা রা.-এর বরাতে হাদিস থেকে জানা যায়। তিনি বলেন, আমি রাসুল সা.-কে বলতে শুনেছি, কোনো মুসলিমের ওপর বিপদ এলে যদি সে বলে, আল্লাহ যা হুকুম করেছেন—ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন (অর্থাৎ আমরা আল্লাহরই জন্য এবং তারই কাছে ফিরে যাব) বলে এবং এই দোয়া পড়ে, আল্লাহুম্মা আজিরনি ফি মুসিবাতি ওয়া আখলিফলি খাইরাম মিনহা ইল্লা আখলাফাল্ল হুলাহ খয়রাম মিনহা (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে আমার মুসিবতে সওয়াব দান করো এবং এর বিনিময়ে এর চেয়ে উত্তম বস্তু দান করো, তবে মহান আল্লাহ তাকে এর চেয়ে উত্তম বস্তু দান করে থাকেন।)
উম্মে সালামা রা. আরও বলেন, আবু সালামা যখন ইন্তেকাল করেন, আমি মনে মনে ভাবলাম, আবু সালামা থেকে উত্তম মুসলিম আর পাব না। এরপর আমি দোয়া পড়লাম। এরপর মহান আল্লাহ আবু সালামার স্থলে রাসুল সা.-এর মতো স্বামী দান করেছেন। উম্মে সালামা রা. বলেন, আমার কাছে রাসুল সা. বিয়ের পয়গাম দেওয়ার জন্য হাতিব ইবনে আবু বালতা রা.-কে পাঠালেন। আমি বললাম, আমার একটা মেয়ে আছে আর আমার জিদ বেশি। তখন রাসুল সা. বললেন, তার মেয়ে সম্পর্কে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করব, যাতে তিনি তাকে তার মেয়ের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেন। আর (তার সম্পর্কে) দোয়া করব যেন আল্লাহ তার জিদ দূর করে দেন। (মুসলিম: ৯১৮)

হজযাত্রীদের বরণে প্রস্তুত সৌদি আরবের ছয় বিমানবন্দর

আপনজন ডেস্ক: আগামীকাল থেকে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে হজযাত্রীদের সৌদি আরব গমন শুরু হবে। ইতিমধ্যে হজযাত্রী বরণে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করার কথা জানিয়েছে দেশটি। দেশটির ছয়টি শহরের প্রধান ছয়টি বিমানবন্দর প্রস্তুত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির বেসামরিক বিমান চলাচল বিভাগ।
আজ বুধবার (৮ মে) মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যশক গালফ নিউজের খবরে এ তথ্য জানানো হয়। খবরে বলা হয়, এ বছর সৌদি আরবের জেদ্দা, মদিনা, তায়েফ, রিয়াদ, ইয়ানবু, দাম্মামসহ মোট ছয়টি শহরের বিমানবন্দরে হাজিদের বরণ করা হবে। তা হলো- জেদ্দার কিং আব্দুল আজিজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, মদিনার প্রিন্স মোহাম্মদ বিন আবদুল আজিজ বিমানবন্দর, তায়েফ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, রিয়াদের কিং খালেদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ইয়ানবু শহরের প্রিন্স আবদুল মুহসিন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং দাম্মামের কিং ফাহদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর।
সৌদি আরবের বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ২০২৪ সালের পবিত্র হজ মৌসুমে সাত হাজার সাত শ ফ্লাইট করে ৩৪ লাখ আসন বরাদ্দ করা হয়েছে। সৌদির বিমানবন্দর পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান মাতারাত হল্ডিং কম্পানি জানিয়েছে, সৌদি আরবের ছয়টি বিমানবন্দরের ১৩টি টার্মিনালে হজযাত্রীদের বরণ করা হবে।

শ্রমিক ঠকানোর ভয়াবহ পরিণতি

গাজী ওয়াহেদ

ইসলাম শ্রমিকের উপযুক্ত মজুরি নির্ধারণের নির্দেশ দিয়েছে। কেননা মজুরি যথাযথ না হলে শ্রমিকের পূর্ণ মনোযোগ ও আন্তরিকতা আশা করা যায় না। বিশ্বনবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘যথোপযুক্ত খাদ্য ও পরিধেয় মালিকানাধীন (বা অধীন) ব্যক্তির প্রাপ্য’। (মুয়াত্তায়ে মালিক, হাদিস: ৪১)
উক্ত হাদিসে ব্যবহৃত ‘মারুফ’ বা ‘যথোপযুক্ত’ শব্দটি তাৎপর্যবহ। কেননা কোনো পারিশ্রমিককে তখনই যথোপযুক্ত বলা যাবে, যখন তা শ্রমিকের মানবিক অধিকার, সামাজিক মর্যাদা ও সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনের নিশ্চয়তা দেবে।
রাসূলুল্লাহ সা. আরো বলেন, ‘তোমাদের দাসরা তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ তাদের তোমাদের অধীন করেছেন, কাজেই কারো ভাই যদি তার অধীনে থাকে, তবে সে যা খায়, তা থেকে যেন তাকে খেতে দেয় এবং সে যা পরিধান করে, তা থেকে যেন পরিধান করায়’। (সহিহ বুখারি, হাদিস: ২৫৪৫)
শ্রমিক ঠকানো ইসলামের দৃষ্টিতে জঘন্যতম পাপ, বরং ইসলামের নির্দেশনা হলো, শ্রমিক তার প্রাপ্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না হলেও মালিক তাকে প্রাপ্য বুঝিয়ে দেবে। যেমন—শোআইব আ. মুসা আ.-কে ডেকে এনে পারিশ্রমিক দিয়েছিলেন।
পবিত্র কোরআনুল কারেমে ইরশাদ হয়েছে, ‘তখন নারীদ্বয়ের একজন সলজ্জ পায়ে তার কাছে এলো এবং বলল, আমার পিতা আপনাকে আমন্ত্রণ করেছেন আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করানোর বিনিময় প্রদানের জন্য’। (সূরা: কাসাস, আয়াত: ২৫)
অথচ বর্তমানে অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন করতে হয়। মহানবী সা. এ ব্যাপারে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, ‘যে জাতির দুর্বল লোকেরা জোরজবরদস্তি ছাড়া তাদের পাওনা আদায় করতে পারে না, সেই জাতি কখনো পবিত্র হতে পারে না’। (ইবনে মাজাহ, হাদিস: ২৪২৬)
অন্য হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, ‘... যে ব্যক্তি কারো কাছ থেকে শ্রম আদায় করল এবং তার পারিশ্রমিক না দিয়ে চলে গেল; অপরজন হলো, যে অনর্থক কোনো প্রাণী হত্যা করে’। (মুসতাদরাকুল হাকিম, হাদিস: ২৭৪৩)
ইয়া আল্লাহ! পৃথিবীর সব মানুষকে এই মহাসংকট থেকে রক্ষা করুন। আমিন।

টাকায় চ্যাম্পিয়নস লিগ মিলছে না ‘দুর্ভাগা’ পিএসজির

আপনজন ডেস্ক: আক্রমণভাগে বিশ্বের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় আপনার দলে। শুধু তাঁর (কিলিয়ান এমবাপ্পে) বর্তমান বাজার মূল্য (১৮ কোটি ইউরো) দিয়েই অনেক ক্লাবের পুরো দল হয়ে যায়। বরুসিয়া ডর্টমুন্ড স্কোয়াডের বর্তমান বাজার মূল্যের প্রায় অর্ধেকের কাছাকাছি দামটা। আর পিএসজির গোটা স্কোয়াডের বর্তমান বাজার মূল্য যাচাই করলে ডর্টমুন্ড ধারেকাছেও আসবে না। কোথায় ১০২ কোটি ইউরো, আর কোথায় ৪৬ কোটি ৩৭ লাখ ইউরো! এ দুটি দল মুখোমুখি হলে কী হবে ফলটা আপনার জানা। ভুল। অন্তত খেলাধুলায় সব সময় টাকায় ফল মেলে না। পিএসজি কোচ লুইস এনরিকে চাইলে এই দাবি করতে পারেন। গতকাল রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগ সেমিফাইনাল ফিরতি লেগ ১-০ গোলে জিতেছে ডর্টমুন্ড।

দুই লেগ মিলিয়ে ২-০ গোলের জয়ে ফাইনালে উঠেছে জার্মান ক্লাবটি। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, দুই লেগ মিলিয়ে ৪৪টি শট নিয়েও পিএসজি গোল পায়নি। ভাগ্যও সহায় হয়নি। দুই লেগ মিলিয়ে পিএসজি ডর্টমুন্ডের পোস্ট কাঁপিয়েছে ছয়বার! এরপরও যদি গোল না পায় তাহলে তো ফুটবলকে দোষারোপ করাই যায়! বিদায়ের পর সংবাদ সম্মেলনে তেমন অনুযোগই ঝরল পিএসজি কোচ লুইস এনরিকের কণ্ঠে, ‘এই লেগে ফুটবল আমাদের সঙ্গে ন্যায্য ছিল না। এটা মেনে নিতে হবে, ফাইনালে ওঠা দলকে অভিবাদন জানাতে হবে, শোক পালন শেষে এই হতাশা কাটিয়েও উঠতে হবে।’ স্কোয়াডের দাম বিচারে অর্ধেকও নয়—এমন দলের সঙ্গে হারে, বিশেষ করে দুই লেগ মিলিয়েও গোল করতে পারেনি পিএসজি। ডর্টমুন্ডের মাঠে প্রথম লেগ ১-০ গোলে হারের পর ঘরের মাঠে ৯০ মিনিট সময় পেয়েছিল পিএসজি। অথচ নিজেদের ঘরেও গোল করতে পারেননি কিলিয়ান এমবাপ্পে, উসমান দেম্বেলে, মার্কো আসেনসিও, গনসালো রামোসদের মতো তারকারা!

এনরিকে এর ব্যাখ্যায় টানলেন ভাগ্য সহায় না হওয়ার ব্যাপারটি। অন্তত এটাই বোঝা গেল তাঁর কথায়, ‘এই লড়াইয়ে আমরা খারাপ দল ছিলাম না। আমরা ছয়বার বল পোস্টে মেরেছি। ফুটবলের কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার হলো, কখনো কখনো ন্যায্যতা মেলে না— (ফিরতি লেগে) আমরা ৩১টি শট নিয়েছি, কিন্তু একটি গোলও পাইনি।’

ফিরতি লেগে চারবার বল পোস্টে মেরেছেন পিএসজির খেলোয়াড়েরা। তবে খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্সে এনরিকে সন্তুষ্ট। হারের দায়ও নিয়েছেন নিজের কাঁধেই, ‘আমি নিজের দল নিয়ে খুব গর্বিত। এই হারের জন্য দায়টা সবার আগে আমারই। তবে খেলোয়াড়দের নিয়ে সন্তুষ্ট।’

ঘরোয়া লিগ জয় আগেই নিশ্চিত করেছে পিএসজি। ২৫ মে ফ্রেঞ্চ কাপের ফাইনালে লিঁও-এর মুখোমুখি হবে এনরিকের দল। পিএসজির হয়ে এটি হতে পারে এমবাপ্পের শেষ ম্যাচ। মৌসুম শেষে তাঁর চুক্তির মেয়াদ ফুরোবে ক্লাবটির সঙ্গে। রিয়াল মাদ্রিদে যাবেন এমন জোর গুঞ্জনও চলছে। তবে অফিশিয়ালি কোনো কিছুই নিশ্চিত হয়নি। পিএসজির হয়ে এটাই শেষ ইউরোপিয়ান ছিল কি না—ম্যাচ শেষে এমন প্রশ্নের উত্তরে অবশ্য উল্টো ইঙ্গিতই দিয়েছেন এমবাপ্পে, ‘এই মৌসুমের জন্য অবশ্যই (শেষ ম্যাচ)।’ ড্রেসিংরুমে এমবাপ্পে-দেম্বেলেরা যখন শোকাহত, এনরিকে তাঁদের থেকে দূরে থাকেননি। কাছে গিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছেন। কিন্তু এমন হারের কি কোনো সান্ত্বনা হয়? এনরিকে পরোক্ষভাবে যেন এ প্রশ্নটাই তুললেন, ‘ম্যাচ শেষে কখনোই আমি খেলোয়াড়দের সঙ্গে কথা বলি না। কিন্তু আজ (গতকাল রাতে) ব্যতিক্রম হয়েছে। তাদের স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করেছি কিন্তু এমন হারের তো কোনো সান্ত্বনা হয় না। কিন্তু এটাই খেলাধুলা, এটাই জীবন। এটা গুরুত্বপূর্ণ যে কীভাবে জিততে হয়, তার পাশাপাশি কীভাবে হারতে হয়—সেটাও জানা।’

এক সপ্তাহেই বুঝলেন রাজনীতি কঠিন, নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন পানেসার

আপনজন ডেস্ক: মাত্র এক সপ্তাহেই থেমে গেল মন্টি পানেসারের রাজনীতি-অভিযান। ইংল্যান্ডের সাবেক এই ক্রিকেটার গত সপ্তাহে জর্জ গ্যালাওয়ের ওয়ার্কার্স পার্টি থেকে যুক্তরাজ্যের সাধারণ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। তবে সাত দিন পার হতেই তিনি সরে দাঁড়িয়েছেন।

আজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া বিবৃতিতে পানেসার লিখেছেন, রাজনীতি জানতে ও শিখতে তাঁর আরও সময় লাগবে। তিনি বুঝতে পারছেন ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ রাজনৈতিক ঠিকানা খুঁজে পেতে সময় দরকার।

৪২ বছর বয়সী পানেসার ইংল্যান্ডের হয়ে ৫০ টেস্টসহ তিন সংস্করণে মোট ৭৭টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছিলেন, যার সর্বশেষটি ছিল ২০১৩ সালে। ভারতীয় বংশোদ্ভূত মা-বাবার সন্তান পানেসারের জন্ম লুটনে। গত সপ্তাহে গ্রেটার লন্ডনের ইলিং সাউথহল অঞ্চল থেকে নির্বাচনে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন তিনি। অঞ্চলটিতে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক এশিয়ান অধিবাসী আছেন।

লেবার পার্টির ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ইলিং সাউথহলে প্রার্থী হওয়ার বিষয়ে দ্য টেলিগ্রাফে একটি কলাম লিখেছিলেন পানেসার। সেখানে তিনি ‘দেশের শ্রমিক শ্রেণির কণ্ঠস্বর’ হতে চান জানিয়ে ‘একদিন প্রধানমন্ত্রী হওয়া’র ইচ্ছাও প্রকাশ করেন। এরপর যুক্তরাজ্যের আইনসভার বাইরে জর্জ গ্যালাওয়ে তাঁর দলের প্রার্থী হিসেবে অন্যদের সঙ্গে পানেসারকে উপস্থাপন করেন।

তবে রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের প্রথম এক সপ্তাহে বেশ কিছু গণমাধ্যম সাক্ষাৎকারে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েন পানেসার। যার অন্যতম ছিল টাইমস রেডিওতে যুক্তরাজ্যের ন্যাটোর সদস্যপদ নিয়ে নিজের অবস্থান নিয়ে বিতর্ক। আজ এক্সে লেখা বিবৃতিতে পানেসার লিখেছেন, ‘আমি একজন গর্বিত ব্রিটিশ যে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ পর্যায়ে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করে সম্মানিত হয়েছে। আমি এখন অন্যদের সাহায্য করতে চাই। তবে আমি এখনো যাত্রার শুরুর দিকে আছি, রাজনীতি কীভাবে মানুষকে সহায়তা করে, সেটা এখনো শিখছি। যে কারণে আমি ওয়ার্কার্স পার্টির হয়ে সাধারণ নির্বাচনের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নিচ্ছি।’

প্রস্তুতি নিয়ে রাজনীতির মাঠে নামার কথা জানিয়ে তিনি লিখেছেন, ‘আমি বুঝেছি (রাজনীতি সম্পর্কে) শুনতে ও শিখতে এবং ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ রাজনীতির ঠিকানা খুঁজে পেতে আমার আরও সময় দরকার।’ পানেসারের পুরো নাম মুধসুদেন সিং পানেসার। ২০০৬ সালে শিখধর্মের চর্চা করা প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে ইংল্যান্ডের হয়ে অভিষেক হয় তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের পর সেন্ট মেরি’স ইউনিভার্সিটি থেকে ক্রীড়া সাংবাদিকতায় কোর্স করেন।

মেসি-ইফেক্ট: মায়ামির এ বছরের সম্ভাব্য আয় ২০ কোটি ডলার

আপনজন ডেস্ক: স্বপ্নের মতো সময় পার করছে ইন্টার মায়ামি। এক বছরের কম সময়ের মধ্যে মাঠ ও মাঠের বাইরে যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবল পরাশক্তিতে পরিণত হয়েছে ক্লাবটি। গত বছরের জুনে লিওনেল মেসির আগমনের ঘোষণার পরই শুরু হয় ইন্টার মায়ামির বদলে যাওয়া। ‘মেসি-ম্যানিয়া’ কেবল শুধু মায়ামিকেই নয়, বদলে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবল-জগৎকেও।

দর্শকদের আগ্রহ বাড়ার পাশাপাশি বাণিজ্যিকভাবেও এখন শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছেছে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাবগুলো। তবে সবচেয়ে বেশি লাভ হচ্ছে মেসির ক্লাব মায়ামির। আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি কীভাবে ইন্টার মায়ামির ফুটবল-বাণিজ্যের চিত্র বদলে দিয়েছে, তা নিয়ে সম্প্রতি কথা বলেছেন ক্লাবটির জেনারেল ডিরেক্টর হাভিয়ের আসেনসি। তিনি জানিয়েছেন, মেসির আগমন ক্লাবের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করেছে এবং চলতি বছর ক্লাবটি প্রায় ২০ কোটি ডলারের ‘টার্নওভার’ (আয়) করবে।

আসেনসি বলেছেন, ‘মেসি আসার পর আমাদের প্রত্যাশিত আয় ৬ কোটি ডলার থেকে বেড়ে এখন ১২ কোটি ৫০ লাখ থেকে ১৩ কোটি ডলারে পৌঁছে গেছে। এ বছর আশা করি আমরা ২০ কোটি ডলারের বেশি আয় করতে পারব।’

মেসির আসার পর দর্শকদের পাশাপাশি পৃষ্ঠপোষকদের আগ্রহের কেন্দ্রেও এখন মায়ামি। এরই মধ্যে অ্যাপল, অ্যাডিডাস, হেনিক্যান, রয়্যাল ক্যারিবিয়ানসহ বেশ কিছু বিশ্বখ্যাত আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের সঙ্গে চুক্তি করেছে ক্লাবটি। সাম্প্রতিক সময়ে আরেকটি বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠান ভিসাও যুক্ত হয়েছে মায়ামির সঙ্গে। আসেনসি বলেছেন, ‘আমরা সেই অংশীদারদের খুঁজছি, যারা আমাদের অন্য আরেকটি স্তরে নিয়ে যাবে। যেখানে নিশ্চিতভাবে রয়্যাল ক্যারিবিয়ান এবং জেপি মরগান চেজের মতো প্রতিষ্ঠানও আছে।’

মেসির আসার পর ফোর্ট লডারডেল এমএলএসের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে ফেলেছে বলেও জানিয়েছেন আসেনসি। ব্যাপারটিকে তিনি মেসির মতো তারকার শক্তি হিসেবেই দেখছেন। এ ছাড়া মেসির আগমনের পর মায়ামির টিকিট বিক্রি, মার্চেন্ডাইজিংসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন এসেছে। শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই নয়, আয়ে ইন্টার মায়ামি এখন ইউরোপিয়ান ক্লাবগুলোকেও টেক্কা দিচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন আসেনসিও, ‘আমি বার্সেলোনায় ১১ বছর ছিলাম। আমি সেখানে প্রধান বাণিজ্যিক অফিসার হিসেবে কাজ করেছি। লিও (মেসি) যখন খেলোয়াড় হিসেবে ছিল, তখনো আমি সেখানে ছিলাম। ইন্টার মায়ামি প্রাক্-মৌসুম সফরে যে আয় করেছে, তা পেশাদার ফুটবল ক্লাব যে আয় করে, তার চেয়ে বেশি। এখানে বেশ কিছু নির্ণায়ক আছে। যেমন ইউরোপের বড় ক্লাবগুলো একই সময়ে সফর করে, যেটা হচ্ছে গ্রীষ্মে। আমরা সেটা করতে পারি জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারিতে, যখন অন্যরা করতে পারে না। লিও নিশ্চিতভাবেই এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার। মেসি না থাকলে আমরা এখন যে আলাপ করছি, তারও কোনো অস্তিত্ব থাকত না।’

২০০ ছক্কায় ধোনির রেকর্ড ভাঙার দিনে জরিমানাও গুনলেন স্যামসন

আপনজন ডেস্ক: দুর্দান্ত ছন্দে আছেন সঞ্জু স্যামসন। এবারের আইপিএলে ব্যাট হাতে ১১ ইনিংসে রান করেছেন তৃতীয় সর্বোচ্চ ৪৭১। সেটাও ১৬৩.৫৪ স্ট্রাইকরেটে। এমন পারফরম্যান্স তাঁকে লোকেশ রাহুলকে টপকে বিশ্বকাপ দল সুযোগ এনে দিয়েছে।

গতকাল দিল্লি ক্যাপিটালসের বিপক্ষে ম্যাচ হারলেও খেলেছেন ৪৬ বলে ৮৬ রানের ইনিংস। এই ইনিংস খেলার পথে নতুন একটি রেকর্ড গড়েছেন স্যামসন। আইপিএলে তিনি দ্রুততম ২০০ ছক্কার রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছেন ভারতীয় কিংবদন্তি মহেন্দ্র সিং ধোনিকে।

আইপিএলে স্যামসনের ২০০তম ছক্কাটি এসেছে খলিল আহমেদের বলে। ইনিংসের তৃতীয় ওভারে নিজের খেলা পঞ্চম বলেই ছক্কা মারেন রাজস্থান অধিনায়ক। এরপর স্যামসন ছক্কা মেরেছেন আরও ৫টি। ফিফটির পর স্যামসন ফিফটির পর স্যামসনআইপিএল মাত্র ১৫৯ ইনিংসে ২০০ ছক্কার মাইলফলক ছুঁয়েছেন স্যামসন, যা ভারতীয়দের মধ্যে দ্রুততম।

ধোনির ২০০ ছক্কা মারতে লেগেছিল ১৬৫ ইনিংস। কোহলি ২০০ ছক্কা মেরেছেন ১৮০ ইনিংসে, যেখানে রোহিত শর্মার লেগেছে ১৮৫ ইনিংস। সুরেশ রায়না ২০০ ছক্কা মেরেছেন ১৯৩ ইনিংসে। আইপিএলে বর্তমানে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বোচ্চ ছক্কা রোহিতের। ভারত অধিনায়ক ২৫০ ইনিংসে ছক্কা মেরেছেন ২৭৬টি। দ্বিতীয় স্থানে থাকা কোহলি ২৪০ ইনিংসে ২৫৮টি ছক্কা মেরেছেন। ধোনির ছক্কা ২৪৮টি, তাঁর লেগেছে ২২৭ ইনিংস।

এমন কীর্তি গড়ার ম্যাচে আইপিএলের আচরণবিধি লঙ্ঘন করে ম্যাচ ফির ৩০ শতাংশ জরিমানা গুনেছেন স্যামসন। তিনি কাল আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন। ২৭ বলে ৬০ রান দরকার এমন সমীকরণে স্যামসন শাই হোপের হাতে বাউন্ডারি লাইনে ক্যাচ দেন। হোপের পা বাউন্ডারি লাইনে লেগেছে কি না, সেটা নিশ্চিত হতে না পেরে টিভি আম্পায়ারের কাছে সিদ্ধান্ত চান মাঠে থাকা আম্পায়ার। টিভি আম্পায়ারের রায় স্যামসনের বিপক্ষে যায়। তাতেই খেপেছিলেন এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান। শেষ পর্যন্ত তাঁর দল ম্যাচটি হারে ২০ রানে।

সানচোর ‘পৌষ মাস’, টেন হাগের ‘সর্বনাশ’

আপনজন ডেস্ক: আজ থেকে ৮ মাস আগের ঘটনা। সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহের এক সকালে জ্যাডন সানচো জানতে পারেন, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের খাবার টেবিলেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে তাঁকে। নিষেধাজ্ঞাদাতা আর কেউ নন, খোদ ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কোচ এরিক টেন হাগ।

সানচোর সঙ্গে টেন হাগের বিরোধের শুরু অবশ্য আরও আগে। ২০২৩ সালের ৩ সেপ্টেম্বর আর্সেনালের কাছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ৩-১ গোলের হারের পর টেন হাগ জানান, অনুশীলনে বাজে পারফরম্যান্সের কারণে বাদ পড়েছেন সানচো। একজন ফুটবলারের জন্য এর চেয়ে অপমানজনক কথা আর কী হতে পারে! জবাবে ডাচ কোচকে ‘মিথ্যাবাদী’ বলে মন্তব্য করেন সানচো। এমনকি লম্বা সময় ধরে তাঁকে টেন হাগ ‘বলির পাঁঠা’ বানাচ্ছেন বলেও জানান এই উইঙ্গার। এ ঘটনার পরই শুরু হয় গুরু-শিষ্যের ইঁদুর-বিড়াল খেলা। টেন হাগের সমালোচনা করায় ইউনাইটেডের অনুশীলনে নিষিদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি দলের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খাওয়া থেকেও বঞ্চিত হন সানচো। সে সময় ইউনাইটেডে দুর্বিষহ এক জীবন পার করেন সানচো। তরুণ ফুটবলার হিসেবে সানচোর ক্যারিয়ারের ভবিষ্যৎ নিয়েও তখন সন্দেহ প্রকাশ করেন অনেকে। এমন পরিস্থিতিতে ক্যারিয়ার বাঁচাতে শীতকালীন দলবদলে ধারে পুরোনো ক্লাব বরুসিয়া ডর্টমুন্ডে চলে আসেন সানচো। হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে আসাটাই যেন সানচোর জন্য শাপেবর হয়েছে। নতুন ফেরায় সানচোর ক্যারিয়ার পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। জানুয়ারির পর থেকে সানচোর পারফরম্যান্সই যে তাঁর হয়ে কথা বলছে। ডর্টমুন্ডে এসে এখন পর্যন্ত ১৮ ম্যাচ খেলে ৩ গোল ও ২টি অ্যাসিস্ট করেছেন সানচো। তবে ডর্টমুন্ডে তাঁর প্রভাবকে পরিসংখ্যানে বোঝানো কঠিন। পুরো দলের মধ্যে দারুণ ভারসাম্য নিয়ে এসেছেন এই ইংলিশ তরুণ।

মাত্র ১২ রানে অলআউট, তবু আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টির রেকর্ড নয়

আপনজন ডেস্ক: ১১ ব্যাটসম্যান মিলে ১২ রান!

হ্যাঁ, ঠিক এমনটাই ঘটেছে একটি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে। জাপানের বিপক্ষে মাত্র ১২ রানে অলআউট হয়েছে মঙ্গোলিয়া। এটুকু পড়ে যাঁরা অবাক হচ্ছেন, তাঁদের জন্য আরেকটি তথ্য হচ্ছে—এটিই আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টির সর্বনিম্ন স্কোর নয়। এর চেয়ে কম রানে অলআউট হওয়ার ঘটনা আছে টি-টোয়েন্টিতে। জাপানের কাছে মঙ্গোলিয়ার ১২ রানে গুটিয়ে যাওয়াটা আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টির দ্বিতীয় সর্বনিম্ন।

সবচেয়ে কম ১০ রানে অলআউট হওয়ার রেকর্ডটা আইল অব ম্যানের। আইরিশ সাগরে অবস্থিত স্বশাসিত অঞ্চলটি ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে স্পেনের বিপক্ষে ৮.৪ ওভার ব্যাট করে ১০ রানে অলআউট হয়েছিল।

আজ জাপানের বিপক্ষে মঙ্গোলিয়ার ব্যাটিং টিকেছে ৮.২ ওভার। এটি ছিল জাপান-মঙ্গোলিয়া ৭ ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। জাপানের সানো ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট গ্রাউন্ডে প্রথমে ব্যাট করে স্বাগতিকেরা। সাবোরিশ রবিচন্দ্রনের ৬৯ রানের ইনিংসে ভর করে ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ২১৭ রান তোলে জাপান।

রান তাড়া করতে নেমে প্রথম ওভারের প্রথম বলেই উইকেট হারায় মঙ্গোলিয়া। তবে দলটি যে ১২ রানে অলআউট হয়ে যাবে, সেটি পঞ্চম ওভারেও বোঝা যায়নি। ৫ উইকেটে ১০ রান তুলে ফেলার পর বাকি ৫ উইকেট চলে যায় মাত্র ২ রানে। ৬ জনই আউট হন শূন্য রানে। সর্বোচ্চ ৪ রান করেন একজন। জাপানের হয়ে ৩.২ ওভার বল করে ৭ রানে ৫ উইকেট নেন বাঁহাতি পেসার কাজুমা কাতো-স্টাফোর্ড।

সর্বনিম্ন রানের পাশাপাশি দ্বিতীয় সর্বনিম্ন বলে অলআউট হওয়ার রেকর্ডেও নাম লিখিয়েছে মঙ্গোলিয়া। ১২ করতে খেলেছে ৫০ বল। সবচেয়ে কম বলে অলআউটের রেকর্ডটা রুয়ান্ডার, মাত্র ৩৭ বল (২০২৩ সালে নাইজেরিয়ার বিপক্ষে)।গত বছর এশিয়ান গেমসের ম্যাচ দিয়ে মঙ্গোলিয়ার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়। প্রথম ম্যাচে নেপাল ২০ ওভারে ৩ উইকেটে ৩১৪ রান তোলে, যা আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি তো বটেই, স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতেই কোনো দলের সর্বোচ্চ। নেপালের দীপেন্দ্র সিংয়ের ৯ বলে ফিফটিও স্বীকৃত টি-টোয়েন্টির দ্রুততম। এবার মঙ্গোলিয়ার নামের সঙ্গে জুড়ল আরেকটি অস্বস্তিকর সংখ্যা—১২ রানে অলআউট!

২৫ মে পালিত হবে বিশ্ব ফুটবল দিবস

আপনজন ডেস্ক: অবশেষে নিজের নামে একটি দিবস পেল ফুটবল। বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলাটির জন্য ২৫ মেকে বিশ্ব ফুটবল দিবস ঘোষণা করেছে জাতিসংঘ। মঙ্গলবার জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সদস্যদেশগুলোর ভোটে চলতি বছর থেকে বিশ্ব ফুটবল দিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এপি। ফুটবল দিবস হিসেবে ২৫ মে নির্ধারণ করা হয়েছে ১৯২৪ সালের একই তারিখকে সামনে রেখে। শত বছর আগের ২৫ মেতে প্যারিসে গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে ফুটবল ইভেন্ট শুরু হয়েছিল। সেটি ছিল ফুটবলে বিশ্বের সব অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব থাকা প্রথম আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বিশ্ব ফুটবল দিবসের রেজল্যুশন উপস্থাপন করেন জাতিসংঘে লিবিয়ার স্থায়ী প্রতিনিধি তাহের এল-সনি। ‘ফুটবল অথবা সকার (যুক্তরাষ্ট্রে এই নামে পরিচিত) বিশ্বের ১ নম্বর খেলা এবং বিশ্বজুড়ে অনুসরণ করা হয়’ উল্লেখ করে এল-সনি বলেন, এটি একটি খেলার চেয়েও বেশি কিছু, যা সব বয়সীরা রাস্তায়, গ্রামে, স্কুলে এবং পল্লিতে আনন্দের জন্য ও প্রতিযোগিতামূলকভাবে খেলে থাকে। বিশ্বের খেলাধুলা অঙ্গনে ফুটবলের ‘অপ্রতিদ্বন্দ্বী অবস্থান’ আছে মন্তব্য করে তিনি বলেন, ‘জাতীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক-অর্থনৈতিক বাধা কাটিয়ে ফুটবল বিশ্বজুড়ে সর্বজনীন ভাষা হিসেবে কাজ করে।’ ডেনিস ফ্রান্সিসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সাধারণ পরিষদে ১৯৩টি সদস্যদেশ সর্বসম্মতিক্রমে ২৫ মে বিশ্ব ফুটবল দিবসের পক্ষে ভোট দেয়।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**

Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**